প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

Periodical Issue : 391
15 April 2014
USPS No. : 020877
ISN : 1542 5657

সংবাদ বিচিত্র

SANGBAD BICHITRA

প্রকাশনায় ঃ বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL NORTH AMERICA

৪২ তম বর্ষ | ৩৯১ তম সংখ্যা | ১ লা বৈশাখ ১৪২১ | ১৫ এপ্রিল ২০১৪

রাজ্যে বি জে পিই মূল শত্রু, বোঝালেন মমতা

ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে, বি জে পি-র বিরুদ্ধে ততই আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের অন্যান্য অংশের মতে এই রাজ্যেও বি জে পি শক্তি বাড়াচ্ছে বুঝতে পেরেই এই আক্রমণ শানানো হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শনিবার উত্তরবঙ্গে তিনটি জনসভায় মমতা প্রথম থেকেই বি জে পিকে সাম্প্রদায়িক দল, দাঙ্গাবাজ, বসন্তের কোকিল প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ওরা বাংলা ভাগ করতে চায়। পাশাপাশি কংগ্রেস এবং বামেদেরও আক্রমণ করেন মমতা। এদিন জলপাইগুড়ির সভায় তিনি ঘুরিয়ে নির্বাচন কমিশনকে আক্রমণ করেন। বাইক নিয়ে কমিশনের কড়াকড়িতে তিনি যে রুষ্ট ইঙ্গিতে তাও বুঝিয়ে দেন। এদিন তিনি দিনহাটায় কোচবিহার কেন্দ্রের দলীয় প্রার্থী

এরপর ২ পাতায়

আলিপুরদুয়ারে ভোটের প্রচারে মমতা

তৃতীয় দফার ভোটে ছত্তিশগড়ে মাও হানায় ভোটকর্মী সহ হত ৩ জন

রায়পুর—তৃতীয় দফার ভোটের দিনই ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল মাওবাদীরা। এদিন তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেল। রক্তাক্তই হল ছত্তিশগড়ের নির্বাচন। ভোটকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষী মিলিয়ে শনিবার মাওবাদী হামলায় প্রাণ হারালেন মোট ১৩ জন। ১০ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের মাও-অধ্যুষিত বস্তার কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ ছিল। সে পর্ব মিটেছিল শান্তিতেই। মাওবাদী হুমকি একপ্রকার উপেক্ষা করেই সেখানে ভোট পড়েছিল ৫২ শতাংশ। উলটে ১১ এপ্রিল বিহারে ভীমবাঁধ এলাকায় আই ই ডি বিস্ফোরণে নিহত হয়েছিলেন দুই সি আর পি এফ জওয়ান। কিন্তু নিজেদের ঘাঁটিতে 'নির্বিঘ্নে ভোটে'র বদলা এদিন সুদে-আসলে পুষিয়ে নিল মাওবাদীরা। মাত্র এক ঘণ্টার ব্যবধানে পরপর দু'টি জায়গায় আক্রমণ চালাল তারা। এদিন বীজাপুরে নির্বাচন সম্পন্ন করিয়ে ফিরছিলেন ভোটকর্মীরা। সকাল ১১টা নাগাদ গুডমা এবং কুতরুর মধ্যবর্তী কেতুলনার গ্রামের কাছে তাঁদের বাস আসতেই ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ ঘটায় মাওবাদীরা। এতেই ক্ষান্ত হয়নি তারা। উলটে যাওয়া বাসের উপর ব্যাপক গুলিবৃষ্টি চলে। পুলিশের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (মাও দমন) আর কে ভিজ জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলেই মারা যান ছয় ভোটকর্মী। হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও একজনের। বাকি পাঁচজনের

এরপর ২ পাতায়

সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন রাজ্যকে

সিবিআইয়ের হাতে কেন সারদা তদন্ত নয়

সারদা-তদন্ত কেন সিবিঅইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে না, এই প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারকে রীতিমতো অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি টি এস ঠাকুর। বুধবার বিচারপতি ঠাকুর রাজ্যের আইনজীবী বৈদ্যনাথনের উদ্দেশে বলেন, 'সারদা মামলা কোনও সাধারণ মামলা নয়, এটা অ-সাধারণ মামলা। বহু গুরুত্বপূর্ণ লোক, রাজনীতিকরা এতে জড়িত। পুরো ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। তা হলে কেন এই মামলা সিবিঅইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে না?'

রাজ্যের আইনজীবী বৈদ্যনাথন প্রবল ভাবে এর বিরোধিতা করে বলেন, 'সিবিআই কোথায় কী ভাবে কাজ করছে, যেখানে রাজনীতিকরা জড়িত সেখানে তারা কী করে সেটা সকলেই জানেন।' এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন সিবিআইয়ের আইনজীবী সিদ্ধার্থ লুথেরা। আবেদনকারীদের আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য বলেন, 'রাজ্য সরকার সিবিআই তদন্তে ভয় পাচ্ছে, আদালতকে ভয় পাচ্ছে।' বিচারপতি ঠাকুর তখন বৈদ্যনাথের কাছ থেকে জানতে চান, রাজ্য সরকার কি সিবিআই তদন্তে ভয় পাচ্ছে? বৈদ্যনাথন বলেন, 'রাজ্য কোনও ভয় পাচ্ছে না। সিবিআই সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তিনি ব্যক্তিগত বিশ্বাস থেকে বলেছেন। রাজ্য নিখুঁত, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করছে। এখন সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিলে পুলিশের মনোবল ভেঙে পড়বে।'

রাজ্য সরকারও এ দিন তাঁদের হলফনামায় সারদা কেলেঙ্কারিতে রাজনীতিকদের জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছে। হলফনামায় বলা হয়েছে, মামলায় অভিযুক্ত কয়েকজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে জেরা করা হয়েছে। এই মন্ত্রী ও অন্যান্য মূল অভিযুক্তের নাম সিলবন্ধ খামে আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। বাইরে জানানো হয়নি। এর মধ্যে প্রকাশ্যে ডেকে অবশ্য একজন প্রাক্তন মন্ত্রীকেই জেরা করেছে তদন্তকারীরা। তিনি

এরপর ২ পাতায়

প্রবাসে বসবাসকারী সকলকে নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। ১৪২১ সকলের জীবনে নিয়ে আসুক সুখ ও সমৃদ্ধি।

সম্পাদক
সংবাদ বিচিত্র

বাবুল সুপ্রিয় নিগৃহীত

রানিগঞ্জে পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের কর্মীদের সামনেই বি জে পি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয়কে নিগ্রহের অভিযোগ উঠল তৃণমূল বিরুদ্ধে। তাঁর দলের কর্মীরাও হামলার শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় রানিগঞ্জ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি ও তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন দুপুরে বি জে পি-র কর্মী-সমর্থকরা রানিগঞ্জে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফে রানিগঞ্জ থানায় বি জে পি-র বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল বলেন, বাবুল সুপ্রিয়র অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন জেলাশাসকের কাছে ওই ঘটনা সম্পর্কে রিপোর্ট চেয়েছে। বাবুল সুপ্রিয় শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ নতুন ইগারা এলাকায় প্রচার করেছিলেন। ওই এলাকায় ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সেনাপতি মণ্ডলের বাড়ি। সেনাপতিবাবুর পাড়াতেই বাবুলবাবু হেঁটে প্রচার শুরু অভিযোগ, ওই সময় বাবুলবাবুর কনভয়ের গাড়ির চালককে এক তৃণমূল কর্মী গালাগালি দেয়। এই নিয়ে বচসা থেকে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। সেনাপতিবাবু ও তাঁর ছেলের নেতৃত্বে প্রচুর তৃণমূল কর্মী-সমর্থক চলে আসে। তারা কয়েকজন বি জে পি কর্মীকে রাস্তায় ফেলে মারধর করে। বাবুল সুপ্রিয় দলীয় কর্মীদের রক্ষা করতে এলে সেনাপতিবাবুর সঙ্গে তাঁর তীব্র বচসা শুরু হয়ে যায়।

এরপর ২ পাতায়

রানিগঞ্জের তৃণমূল নেতার সঙ্গে বচসা বাবুল সুপ্রিয়র

ছত্তিশগড়ে মাও হানায় হত ৩ জন

প্রথম পাতার পর

চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ৭৫ থেকে ১০০ জনের সশস্ত্র মাওবাদীদের দল এই ঘটনায় যুক্ত ছিল। বিস্ফোরণের পর নিরাপত্তারক্ষীরা পালটা আক্রমণ করতেই গুলি চালাতে চালাতে গভীর জঙ্গলে পালিয়ে যায় তারা। হেলিকপ্টারে করে আহতদের নিয়ে আসা হয় বীজাপুরে। সেখান থেকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানো হয় তাঁদের। মাওবাদীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন আর কে ভিজ। জানা গিয়েছে, এই অঞ্চলে মাওবাদীদের উপদ্রব কম বলেই ফেরার জন্য এই রাস্তা বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ১০০ কিলোমিটার দূরে দরভা থানার অধীনস্থ কামনার গ্রামে ফের হামলা চালায় মাওবাদীরা। এক ঘণ্টার ব্যবধানে এই হামলায় নিহত হয়েছেন আধা সামরিক বাহিনীর ৫ জওয়ান এবং তাঁদের গাড়ির চালক। পুলিশ জানিয়েছে, সি আর পি এফের ৮০ নং ব্যাটালিয়নের কয়েকজন জওয়ান রুটিন তল্লাশি অভিযান সেরে জগদলপুরের জেলা হেডকোয়ার্টারে ফিরছিলেন। কামনার গ্রামের কিছুটা আগে তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সঞ্জীবনীর অ্যাম্বুলেন্সে ওঠেন। তাতে ৫ জন নিরাপত্তারক্ষী এবং একজন আধাসামরিক বাহিনীর চিকিৎসক ছিলেন। জওয়ানদের এই গতিবিধির উপর নজর রেখেছিল মাওবাদীরা। কামনার গ্রামের আসতেই অ্যাম্বুলেন্সের উপর হামলা চালায় তারা। এই হামলায় ৬ জন প্রাণ হারান।

সাইবার স্পেসেও 'অব কি বার মোদী সরকার'

অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়

'এও যেন এক 'সরকার রাজ'-এর গল্প। আর সেই গল্পের ভাইরাল জ্বরেই আক্রান্ত সাইবার স্পেস।

ফেসবুক স্টেটাস আপডেট থেকে সাধারণ টেক্সট অথবা হোয়াটস অ্যাপ মেসেজ—'অব কি বার' কোথায় নেই তিনি? বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর সমর্থনে দলীয় প্রচারের 'ক্যাচলাইন' যে ভাবে কারণে-অকারণে, কৌতুকে-সমালোচনায় ক্রমাগত ছড়ায় ছড়াচ্ছে জেন-ওয়াইয়ের কথ্য-অভিধানে, তাতে অন্তত এই মুহূর্তে 'নমো'রই 'রাজ'।

মাত্র তিনদিন আগের কথা। ৬ মার্চ, রবিবার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালের দু'দিন আগে থেকেই ফেসবুক-এ 'মোদী সরকার'-এর ছড়ার ছড়াছড়ি। দেখে নেওয়া যাক, ডিজিটাল মার্কেটিং-এর সঙ্গে যুক্ত অভিষেক বসু বা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ছাত্রী ঋতিকা চৌধুরী ফেসবুক-এ কী স্টেটাস আপডেট দিয়েছিলেন? অভিষেক: 'টি-টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ ঘর লানে কা মওকা আয়া এক অওর বার/অব কি বার মোদী সরকার।' ঋতিকা: 'জায়ে ইন্ডিয়া ফাইনাল মে বারবার / অব কি বার মোদী সরকার'। দু'টি বিস্ময়বোধকচিহ্ন সম্বলিত অভিষেকের স্টেটাস আপডেটে শেষে পরিচিত জিভ ভ্যাঙানো 'স্মাইলি'। ২৭টি লাইক এবং কমেন্ট-পাল্টা কমেন্ট পড়ল একদা স্কটিশ চার্চ কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্নাতকের আপডেট-এ। কিন্তু টি-টোয়েন্টি ফাইনালের সঙ্গে কী সম্পর্ক 'আবকি বার...'-এর? অভিষেকের উত্তর, 'রজনিকান্ত, রবিন্দর জাদেজা, অলোকনাথের পর এবার মোদী। এক-এক সময় এক-একটি চরিত্র নিয়ে যেমন মূলত অকারণে ঠাট্টা-তামাশা চলে, এটাও ঠিক তেমনই। তাই কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই।' তাঁর ব্যাখ্যা, 'টিভি থেকে শুরু করে রেডিও, খবরের কাগজ, বিল বোর্ড, ওয়েব—মোদীর সমর্থনে সর্বত্র যে প্রচার চলছে, তার তো একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট রয়েইছে। এবং তা অনস্বীকার্যও। তাই এক্ষেত্রে প্রশ্নটা মোদী বা বিজেপিকে সমর্থন বা অসমর্থনের নয়, কিন্তু বিপণনী কৌশলের প্রভাবের। যে প্রভাবের জেরে আমার, আপনার দৈনন্দিন জীবনে ছোটখাটো মজার অনুভূতিতেই প্রতিফলিত হচ্ছে 'অব কি বার...'। আসলে কিন্তু এটা টাইমপাস-ই, সিরিয়াস কিচ্ছু নয়।' আর ঋতিকার অভিব্যক্তি বিজ্ঞাপনী ছড়ার ঢংয়েই, 'সিনিসিজম অওর সার্কাজম হ্যায় ইস পার, উস পার, কিউ কি...রে পরের বাক্যটা কী, সেটা তো সবাই বুঝেই ফেলেছেন ইতিমধ্যে। কিন্তু সত্যিই সিরিয়াসলি...?'

আর এই টাইমপাস তাই 'টাইটানিক'-এর 'নিয়ার, ফার, হোয়্যারএভার ইউ আর' অথবা 'সাজন'-এর 'দেখা হ্যায় পহেলি বার, সাজন কি আঁখো মেঁ পেয়ার' হয়ে ছড়ার ছলে বদলে দিচ্ছে কৌতুকের 'লিঙ্গো'। অথচ 'পপুলার কালচার'-এ কতটা প্রভাব এই প্রচার-ক্যাচলাইনের?

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম স্টাডিজ-এর অধ্যাপক মৈনাক বিশ্বাসের উপলব্ধি, 'এই বিজ্ঞাপনী কৌশলকে কেন্দ্র করে আমার মতে দু' ধরনের প্রচার চলছে। এক দল সচেতনভাবে বিজেপি-মোদীর সমর্থনে এটা করছেন। কিন্তু যাঁরা সচেতনভাবে এটা করছেন, তাঁরাও আসলে মোদীর সপক্ষে রাজনৈতিক প্রচারেরই অঙ্গ হয়ে উঠছেন।' মোদীকে কেন্দ্র করে যে 'ওয়েভ' তৈরি হয়েছে, তা মূলত সংবাদমাধ্যম সৃষ্টি বলেই মত মৈনাকবাবুর। 'আগে যে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী পপুলার কালচার-এর উদ্দিষ্ট ছিল, তা এখন বহু শ্রেণিতে বিভক্ত হয়েছে, তাই অগণিত সেই শ্রেণির অনেকেই কমিক রিলিফ-এর ছলে আশ্রয় নিচ্ছেন এই স্লোগানের। যা প্রকারান্তরে সাহায্য করছে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচারকেই', ব্যাখ্যা মৈনাকবাবুর।

মত-পাল্টা মত যাই-ই হোক না কেন, 'মোদী সরকার'-এর এই সাইবার 'রাজ'-ই 'অব কি বার'-এর হিট।

বাবুল সুপ্রিয় নিগৃহীত

প্রথম পাতার পর

তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়। তাঁর সঙ্গে থাকা পুলিশের এক কনস্টেবলকেও মারধর করা হয়। তারপর বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে, সেনাপতি মণ্ডল বলেন, ওরা আমার বাড়ির গায়ে বোমা ফাটিয়ে, ব্যান্ড বাজিয়ে প্রচার করেছিল। কয়েকজন অসুস্থ আছে বলে এইভাবে প্রচার বন্ধ করার অনুরোধ জানায় এলাকাবাসী। তখন ওরা তাদের উপর চড়াও হয়। এরপর আমাদের কর্মীরা এলে সামান্য ধস্তাধস্তি হয়।

সিবিআইয়ের হাতে কেন সারদা তদন্ত নয়

প্রথম পাতার পর

মাতঙ্গ সিং। এ ছাড়া হলফনামায় বলা হয়েছে, রাজ্যের দুই প্রাক্তন মন্ত্রীর সহকারীকেও জেরা করা হয়েছে ও তাঁদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাঁরা হলেন গৌতম দেব ও অসীম দাশগুপ্তের সহকারী। তবে হলফনামায় কুণাল ঘোষকেই মূল চক্রান্তকারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ, রাজ্য সরকার এখন সারদার চক্রান্তের বিষয়টি কুণাল ও সিপিএম নেতাদের সহকারীদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে চেয়েছে। বিচারপতি ঠাকুর ও বিচারপতি নাগাপ্পান অবশ্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন, রাজনীতিক, অফিসার ও প্রধান অভিযুক্তদের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য আগামী বুধবারের মধ্যে জানাতে। আগামী বুধবার, ১৬ এপ্রিল আবার এই মামলার শুনানি হবে। কুণাল ঘোষের আইনজীবীর আবেদন মেনে বিচারপতিরা তৃণমূলের সাসপেন্ড হওয়া সাংসদকেও তাঁর বক্তব্য জানাবার অনুমতি দিয়েছেন।

রাজ্যে বি জে পিই মূল শত্রু, বোঝালেন মমতা

প্রথম পাতার পর

রেণুকা সিংহ, আলিপুরদুয়ারে প্রার্থী দশরথ তিরকি ও কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী জোয়াকিম বাক্সলার সমর্থনে এবং জলপাইগুড়ি কেন্দ্রে বিজয়চন্দ্র বর্মনের হয়ে সভা করেন।

কোচবিহারের বি জে পিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ভোটের সময় এরা ছিটমহলের কথা বলে আর বাংলাদেশের সঙ্গে কোচবিহারের মানুষের ভাগাভাগি করে ভোটে ফায়দা তুলতে চায়। ভোট এলেই বি জে পি হিন্দু-মুসলিম সুড়সুড়ি দেয়। মুসলিমরা শত্রু হয়ে যায়। আর হিন্দুদের কাছে গিয়ে হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলে। আমি বলি, সারা বছর কী খাও? গোবরা খেয়ে থাকো, না ভাত খাও? একটা দাঙ্গাবাজ দল। অসভ্যের মতো, আনসিভিলাইজড। এরপরেই অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আনসিভিলাইজড শব্দটার ইংরেজি অন্য মানে হতে পারে। আমি অসভ্য শব্দটা উইথড্র করলাম। অসৌজন্য বলছি। এদিনের জনসভাগুলিতে তিনি বলেন, বি জে পি-র কাজই হচ্ছে বাংলা ভেঙে দাও। ওদের কয়েকজন নেতা ফিসফাস করে আর বলে তোমরা আমাদের ভোট দাও, আমরা বাংলা ভাগ করে দেব। স্বপ্ন দেখা ভালো। দুঃস্বপ্ন ভালো নয়। এটা দুঃস্বপ্ন। প্রাণ থাকতে বাংলা ভাগ হতে দেব না। ওদের জামানত এবার বাজেয়াপ্ত করতে হবে, যাতে আর কোনও দিন বাংলা ভাগের স্বপ্ন দেখতে না পারে। নাম না করে এদিনও তিনি মোদিকে কটাক্ষ করে বলেন, দাঙ্গার মুখ কখনও দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন না। পরিবর্তন নিয়ে মোদির আক্রমণের জবাবে মমতা বলেন, আগে ওঁনাদের পরিবর্তন হওয়া দরকার। নির্বাচন কমিশনের নাম উল্লেখ না করেই এদিন জলপাইগুড়িতে মমতা বলেন, এখানে হোর্ডিং, পোস্টার লাগাতে দিচ্ছে না। ৭০ লক্ষ টাকা লিমিটেশন করে দিয়েছে। তাহলে খরচটা হবে কি করে? আমি কিছু বুঝতে পারি না। একটা পোস্টারিং হবে না, দেওয়াল লিখন হবে না। তা লোকে জানবে কী করে যে নির্বাচন হচ্ছে। ১০ জনের বেশি বাইক নিয়ে গেলে আটকাচ্ছে। আমি যেখানে যাচ্ছি ছবি তুলছে। তুলুক। তাতে কী? আমি কোনও দিন অন্যায় করি না। তাই আমি ভয় পাই না।

বি জে পি-র পাশাপাশি এদিনের জনসভাগুলিতে তিনি কংগ্রেস-সিপিএমকেও একহাত নেন। তাদের একই আসনে বসিয়ে তিনি বলেন, সি পি এম, কংগ্রেস, বি জে পিকে এই মাটিতে রাজনৈতিক কবর দেব। সি পি এম ৩৪ বছরে বাংলাকে ধ্বংস করেছে। বার বার এখানে সি পি এম, আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক জেতে। জিতেই কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমিয়ে পড়ে। মানুষের কথা ভুলে যায়। কেন্দ্রকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, আমরা ক্ষমতায় আসার পর দিন থেকেই ওরা কয়েক হাজার কোটি টাকা কেটে নিয়ে চলে গেল। গত বছরও টাকা কেটে নিয়ে গিয়েছে। এবারও নিয়েছে। অনেক কষ্ট করে সরকার চালাচ্ছি। ওরা আমাদের ভাতে মারার চক্রান্ত করছে। মনে রাখবেন, বাংলায় চাল হয়। বাংলা খাবে না, টাকা কেটে নিয়ে যাবেন, তা হবে না।

'ভোট-দর্শনে' বিদেশিদের জন্য পর্যটনের প্যাকেজ

তন্ময় প্রামাণিক

রথ দেখার সঙ্গে কলা বেচা। ভারত বেড়ানোর সঙ্গে ভোটপর্ব দেখার সুযোগ। বিদেশিদের জন্য অভিনব এই পর্যটনের প্যাকেজ চালু করেছেন এক বাঙালি ব্যবসায়ী।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে ভোটের উত্তাপ প্রত্যক্ষ করার এই প্যাকেজের নাম 'ইলেক্টোরাল ট্যুরিজম'। এক ভ্রমণ সংস্থার মালিক জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত এই পর্যটন প্যাকেজের আগ্রহ দেখিয়ে ইতিমধ্যেই ইউরোপ ও আমেরিকার ১২ জন পর্যটক বুকিং সেরে ফেলেছেন। কথাবার্তা চলছে আরও ৩০-৩৫ জন বিদেশি পর্যটকের সঙ্গে। বিদেশি পর্যটকেরা জানতে চেয়েছেন, ঘোরাঘুরির সঙ্গে কী ভাবে 'ভোট-দর্শন' করানো হবে। জয়দীপের সংস্থার কলকাতা, দিল্লি ও কানাডার অফিসে গত ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই এই নিয়ে তাই ব্যস্ততা তুঙ্গে।

জয়দীপ জানান, তাঁর 'ভোট-দর্শনে'র প্যাকেজ নিয়ে প্রতিদিন ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা থেকে গড়ে ৩০ থেকে ৪০টি করে মেল আসছে। তিনি বলেন, ''অনেকদিন থেকেই মাথায় ঘুরছিল বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভোট প্রক্রিয়াকে নিয়ে পর্যটনের প্যাকেজ তৈরি করার কথা। প্রায় দু'বছরের চেষ্টায় একটি রূপরেখা তৈরি করে তা এজেন্সি মারফত পর্যটকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এত তাড়াতাড়ি প্যাকেজ নিয়ে আগ্রহ যে এই পর্যায়ে পৌঁছবে, তা বুঝতে পারিনি।'' এই বিশেষ পর্যটনের ক্যাচ লাইন—'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ভোটার, সবচেয়ে বেশি টাকা খরচের ভোট দেখুন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে'।

২০১২ সালে দুর্গাপুজোকে পর্যটনের প্যাকেজে জুড়ে দিয়ে ভিনদেশি পর্যটকদের কাছ থেকে অভাবনীয় সাড়া পেয়েছিলেন জয়দীপ। তখন থেকেই তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে ছিল 'ভোট-দর্শন'। এবার হাতেকলমে সেই পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামার পর ভালোই সাড়া পাচ্ছেন তিনি।

জয়দীপের বক্তব্য, এ বছরও দুটি দলে ২০ জন করে, মোট ৪০ জনকে নিয়ে ভোট-পর্যটন সারতে চাইছেন। এবারের উদ্যোগ সফল হলে পরবর্তী বছরগুলিতে ভোট-পর্যটনকে বিদেশের বাজারে আরও আকর্ষণীয় ভাবে তুলে ধরতে নতুন পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

বিদেশি পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় প্রথমেই রয়েছে বারাণসী। মুখ্য কারণ, ওই কেন্দ্রেরই প্রার্থী বিজেপি'র নরেন্দ্র মোদী। জয়দীপ বলেন, ''সংবাদমাধ্যম বা ইন্টারনেটে পর্যটকেরা খোঁজ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন বারাণসী সম্পর্কে। বারাণসী ঘুরে দেখার পাশাপাশি ওই কেন্দ্রের ভোটপ্রচারও দেখতে চাইছেন তাঁরা। কেউ কেউ আগামী ১৬ মে গণনা দেখার কথা মাথায় রেখেই প্যাকেজ ঠিক করতে চাইছেন।'' পর্যটকদের আগ্রহের তালিকায় বারাণসীর পরে রয়েছে দিল্লি, জয়পুর, আগ্রা, গ্বালিয়র, শিলিগুড়ি, কলকাতা, পুদুচেরি।

শিলিগুড়িতে হোলির রঙে দার্জিলিঙের তৃণমূল প্রার্থী ভাইচুং ভুটিয়া

এ রাজ্যে 'ভোট-দর্শনে' দার্জিলিং ঘোরানোর পরে শিলিগুড়িতে ভোটপ্রচার দেখানোর পরিকল্পনা রয়েছে। কলকাতার প্যাকেজে মাদার টেরিজার কর্মস্থান-সহ সুন্দরবন ঘুরিয়ে দেখানো হবে। প্যাকেজে যুক্ত হয়েছে সুন্দরবনের আয়লা বিধ্বস্ত গ্রামে 'ভোট-দর্শন'। জয়দীপের সংস্থার এক গাইড বলেন, ''কালারফুল প্রচার-পর্ব দেখবেন পর্যটকেরা। গণনার দিন গণনাকেন্দ্রের কিছুটা দূর থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্যাম্প, সদস্য, সমর্থকদের উল্লাস, আবির খেলা, সবই দেখানোর ব্যবস্থা থাকছে।''

কানাডার মন্ট্রিয়লের বাসিন্দা রবার্ট বার্বি মেল করে জানিয়েছেন, তাঁর পছন্দ বারাণসী। আরেক বিদেশি পর্যটক মরিস লুই দার্জিলিং, কলকাতার মাদার টেরিজা ভবনের পাশাপাশি সুন্দরবনে ভোট দেখতে চান।

ওই পর্যটন সংস্থার কলকাতা অফিসের এক কর্মী বলেন, ''কয়েকজন পর্যটক ভারত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তাঁরা এ দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে চিন্তিত। তাঁরা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। আমরা আশ্বস্ত করেছি।''

তবে এই সময়টা বিদেশিদের কাছে পর্যটনের মরসুম নয়। কেন্দ্রীয় পর্যটনের মন্ত্রকের সূত্রের খবর, অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেশি সংখ্যায় বিদেশি পর্যটকেরা এ দেশে আসেন। গরমের সময় সেই সংখ্যাটা একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে। এই সময়টা পর্যটনের মরসুম না হলেও বিদেশি পর্যটক টানতে কয়েকটি হোটেল ও পর্যটন সংস্থা বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি, ভারতে এপ্রিল-মে'র গরমে নির্বাচনী উত্তাপ যাতে বিদেশি পর্যটকেরা পুরোদস্তুর উপভোগ করতে পারেন তার জন্য 'ভোট-দর্শনে'র প্যাকেজ নিয়ে হাজির জয়দীপও।

সৌজন্যে—এবেলা

পাহাড়ে পৃথক রাজ্য নেই ইস্তাহারে, 'স্বস্তি' রাজ্য বিজেপি'র, 'চাপে' মোর্চা

দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে পাহাড়ে পৃথক রাজ্যের উল্লেখই করল না বিজেপি। তবে ছোট রাজ্যের পক্ষে দলের যে সাধারণ অবস্থান রয়েছে, তা উল্লেখ করা হয়েছে। বিজেপি'র এই অবস্থানে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা কিছুটা 'চাপে' পড়লেও 'অস্বস্তি' কেটেছে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের।

মোর্চা সূত্রে দাবি করা হয়েছে, সোমবারই অতিরিক্ত ঘোষণাপত্রের দাবি জানিয়ে দলের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদী ও সভাপতি রাজনাথ সিংহের সঙ্গে কথা বলেছেন দার্জিলিঙের বিজেপি প্রার্থী এস এস অহলুওয়ালিয়া। তবে এদিনও বিজেপি'র বিরুদ্ধে রাজ্য ভাগের চক্রান্তের অভিযোগ করেছেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আসনরফার সময় মোর্চা যে পৃথক রাজ্যের দাবিকে শর্ত হিসাবে রেখেছিল, তা মানল না বিজেপি। এদিন দলের যে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে মোর্চার এই দাবিকে বিজেপি স্বীকৃতি দেয়নি। ফলে নির্বাচনী উত্তাপের মধ্যে সহযোগী দলের এই অবস্থানে 'চাপে' পড়েছে মোর্চা। এদিন সকালে দিল্লিতে বিজেপি'র ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার পরই তৎপরতা শুরু হয় মোর্চা নেতৃত্বের মধ্যে। তাদের চাপেই দার্জিলিঙের মোর্চা সমর্থিত প্রার্থী অহলুওয়ালিয়া দিল্লিতে বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মোর্চার দাবি, প্রার্থী নিজেই বিষয়টি মোদী ও রাজনাথকে বলেন। মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্য বলেন, ''পৃথক রাজ্যের দাবি অতিরিক্ত একটি ইস্তাহারে উল্লেখ করবে বিজেপি।'' বিজেপি নেতৃত্বের তরফে এই নির্দিষ্ট আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ইস্তাহার প্রকাশের পর অবশ্য 'স্বস্তি' পেয়েছে রাজ্য বিজেপি। কারণ, মোর্চার সঙ্গে আসনরফার পর থেকেই রাজ্যভাগ নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সিপিএম, বিজেপি'র বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। ফলে সমতলে ভোটপ্রচারের সময় তারই জবাবদিহি করতে হয়েছে বিজেপি নেতাদের। বারবার পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবির বিরোধিতা করলেও, এই অভিযোগ পিছু তাড়া করেছে বিজেপি'র। এদিন হুগলির বলাগড়ে একটি নির্বাচনী সভায় পাহাড় নিয়ে ফের বিজেপি-কে কাঠগড়ায় তুলেছেন মমতা। তিনি বলেন, ''দার্জিলিঙে গিয়ে বলছে সুশাসন চাই! মানে দার্জিলিংটা আলাদা করে দাও বাংলা থেকে। কেন? দার্জিলিং বাংলার সম্মান। আমার পাহাড় ভালো থাকবে, সমতল ভালো থাকবে।'' বিজেপি এবং সিপিএম-কে একই বন্ধনীতে রেখে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাংলা ভাগ করতে দেব না। কমরেডরা জেনে রাখুন। মাঝেমধ্যেই দিল্লিতে ডেকে পাঠাচ্ছে, ফিসফাস করছে। কানে ডেকে মন্ত্র দিচ্ছে। আর আলাদা রাজ্যের দাবি তুলতে বলে লোকগুলোকে খেপাচ্ছে।''

দলের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশের পরে রাজ্য বিজেপি'র সভাপতি রাহুল সিংহ বলেন, ''বরাবরই আমরা রাজ্য ভাগের বিরুদ্ধে। বিভিন্ন সময়ে তা ঘোষণাও করা হয়েছে। মোর্চার এই দাবি কেন, তারাই তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।'' দলীয় সূত্রের খবর, রাজ্যস্তরে একটি অতিরিক্ত ইস্তাহার প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে। সেখানে পাহাড়ের উন্নয়নে কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হতে পারে।

বিজেপি'র ইস্তাহার প্রকাশের পর সুষমা স্বরাজ, লালকৃষ্ণ আডবাণী, রাজনাথ সিংহ, নরেন্দ্র মোদী এবং মুরলী মনোহর জোশী। ছবি—পিটিআই

ভোটের খরচের টুকিটাকি

● ১৯৫২ সালের পর থেকে প্রার্থী পিছু ভোটের খরচ বেড়েছে ২০ গুণ। ● **টাকার হিসাবে প্রতি প্রার্থীর পেছনে যদি ১৯৫২ সালে খরচ হত ১ টাকা, তাহলে শেষ ২০০৯ সালে তা বেড়ে হয়েছে ২০ টাকা।** ● এই অবধি যত লোকসভা ভোট হয়েছে, তার মধ্যে ২০০৪ সালের ভোট সবথেকে দামি। খরচ হয়েছে ১ হাজার ১১৪ কোটি টাকা। ● **নির্বাচন কমিশন ও আইনমন্ত্রকের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সেই তুলনায় ২০০৯ সালে কম খরচ হয়েছে। মোট খরচের পরিমাণ ৮৪৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা।** ● এত খরচ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ, প্রার্থী ও দলের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। নির্দল প্রার্থীর সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। ● **এছাড়া খরচ বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হিসাবে দেখানো হচ্ছে, কমিশনের খরচও বেড়েছে। ভোটারদের সচেতন করার জন্য খরচ হচ্ছে। ভোটার স্লিপ বিলি করা, ভোটের ভেরিফায়েড পেপার অডিট ট্রেল (ভি ভি পি এ টি) ইত্যাদি কারণেও খরচ বেড়েছে।** ● লোকসভা আয়োজন করার খরচ কেন্দ্রের। কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা বা নিরাপত্তা রক্ষা করতে যাবতী খরচ রাজ্যের আওতায় পড়ছে।

রামমন্দির নিয়ে 'নরম', তিন প্রতিজ্ঞা মোদীর

রামমন্দির থেকে উন্নয়ন—সবকিছুরই জায়গা হল বিজেপি'র বিলম্বিত নির্বাচনী ইস্তাহারে দিল্লিতে দলের কার্যালয়ে একই মঞ্চে প্রায় সব নেতাকে হাজির করে দেওয়া হল নতুন স্লোগান—'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' এবং 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'। তবে ভোটগ্রহণ চলাকালীন ইস্তাহার প্রকাশকে বেআইনি বলে দাবি করে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ করেছে কংগ্রেস। দলের অভিযোগ, খাদ্য সুরক্ষা—সহ বিভিন্ন বিষয় তাদের ইস্তাহার থেকে 'নকল করেছে নরেন্দ্র মোদীর দল'।

ইস্তাহার কমিটির চেয়ারম্যান মুরলীমনোহর জোশী আজ ৫২ পাতার যে 'প্রতিশ্রুতি' ঘোষণা করেছেন, তাতে নতুন কিছু বিষয়ের পাশাপাশি জায়গা পেয়েছে রামমন্দির, জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা সংক্রান্ত সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালুর মতো বিজেপি'র সাবেক প্রতিশ্রুতিও। তবে এবারের স্বর কিছুটা 'নরম'। ইস্তাহারে জানানো হয়েছে, সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরির সম্ভাবনা খুঁজতে হবে। ৩৭০ নং ধারা নিয়ে আলোচনা চালানো হবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের সঙ্গে।

ইস্তাহারে রামমন্দিরের প্রসঙ্গ থাকায় ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি সনিয়া গাঁধী বিজেপি'র ইস্তাহারে রামমন্দিরের বিষয়টিকে আক্রমণ করে বলেন, ''আমাদের প্রতিপক্ষের সাম্প্রদায়িক নীতি দেশের ঐক্য ও সম্প্রীতির পক্ষে বড় বিপদ।'' সেই সঙ্গেই তিনি নরেন্দ্র মোদীর নাম না করে কটাক্ষ করেন। সনিয়ার অভিযোগ, বিরোধীরা

'একনায়ক তন্ত্র' চালিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করে দিতে চায়। রামমন্দির নির্মাণ এখনও বিজেপি'র কর্মসূচির প্রথম সারিতেই রয়েছে বলে কটাক্ষ করেছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাট। বিতর্ক আঁচ করে মোদী অবশ্য আগেভাগে তিন প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়ে দিয়েছেন। ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে লালকৃষ্ণ আডবাণী, দলের সভাপতি রাজনাথ সিংহ, সুষমা স্বরাজকে পাশে রেখে তিনি আজ বলেন, ''আমি কর্মবিমুখ হব না। নিজের জন্য কিছু করব না। কখনওই খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু করব না।'' এ ক্ষেত্রে শেষ 'না'-টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনীতির কারবারিরা। দলের রামমন্দির কর্মসূচি থেকে ২০০২ সালের গুজরাত হিংসা—বিরোধীদের সমালোচনার সব তিরকেই মোদী এক কথায় ভোঁতা করার চেষ্টা করেছেন বলেই মত তাঁদের। জোশী জানিয়েছেন, বিগত নির্বাচনগুলির ইস্তাহারেও রামমন্দির প্রসঙ্গটি ছিল।

ইস্তাহারের শুরুতেই ইউপিএ সরকারের আমলকে 'ক্ষয়ের দশক' বলে সমালোচনা করা হয়েছে। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে মূল্যবৃদ্ধি মোকাবিলার। কালোবাজারি এবং মজুতদারি রুখতে বিশেষ আদালত গঠনের কথাও বলা হয়েছে। লক্ষণীয় ভাবে, বহু ব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসা বাদে অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের স্বার্থে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগকে স্বাগত জানাবে বিজেপি। রাজনীতির কারবারিদের একাংশের মতে, মোদী এ ক্ষেত্রে দলের 'স্বদেশী লবি'কে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। কারণ, সম্প্রতি একটি আলোচনাসভায় তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, বহু ব্র্যান্ডের খুচরো ব্যবসায় বিদেশি লগ্নি প্রসঙ্গে তাঁরা 'নমনীয়' হতে পারেন।

এর পাশাপাশি, ইস্তাহারকে 'সময়োপযোগী' করতে ব্যবহার করা হয়েছে নতুন কিছু শব্দ। প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীরা একসঙ্গে কাজ করবেন জানাতে গিয়ে বলা হয়েছে 'টিম ইন্ডিয়া'। তেমনই উঠে এসেছে পিপিপিপি (পিপল-প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশিপ), রুরবান (রুরাল এবং আরবান), ফাইভ-টি (ট্যালেন্ট, ট্রেড ট্র্যাডিশন, ট্যুরিজম, টেকনোলজি)-র মতো কথা। দারিদ্র সীমার নীচ থেকে উঠে আসা মানুষদের বলা হয়েছে 'নয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণি'।

সৌজন্যে—এবেলা

'ধুম' ব্যঙ্গ রাগা'র, নমোর নিশানায় 'ম্যাডাম'

নরেন্দ্র মোদীকে (নমো) আক্রমণ করতে গিয়ে 'গুজরাত মডেল'কে 'গ্যাসভর্তি বেলুন' বলে কটাক্ষ করলেন রাহুল গাঁধী (রাগা)। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে সনিয়া গাঁধী এবং মুলায়ম সিংহ যাদব সংখ্যালঘুদের 'বিভ্রান্ত' করছেন বলে পাল্টা অভিযোগ করলেন মোদী।

আগামীকাল লোকসভার নির্বাচন শুরু হচ্ছে। প্রথম দফার নির্বাচনের প্রাক্কালে, আজ আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন কংগ্রেস এবং বিজেপি'র দুই শীর্ষ নেতা।

এবারের প্রচারে বিজেপি'র তরফে বারবার তুলে ধরা হয়েছে মোদীর রাজ্য গুজরাতের উন্নয়নকে। হরিয়ানার সিরসায় কংগ্রেসের সমাবেশে দলের সহ-সভাপতি রাহুল আজ সেই 'গুজরাত মডেল'কেই নিশানা করেন। বলেন, ''ওরা নতুন বেলুন নিয়ে এসেছে। আগে ওদের বেলুন বাতাসে ভর্তি ছিল, এবার তা গ্যাসে ভর্তি। এই বেলুনটির নাম 'গুজরাত মডেল'।'' রাহুলের দাবি, নির্বাচনের পরেই ফেটে যাবে 'গুজরাত মডেলে'র এই বেলুন।

ওই 'মডেলে'র সঙ্গে ২০০৪-এ বিজেপি'র 'ইন্ডিয়া শাইনিং' প্রচারের তুলনাও করেন রাহুল। দাবি করেন, বলিউডের ছবি 'ধুমে'র মতো বিজেপি'ও 'ইন্ডিয়া শাইনিং'-এর 'সিক্যুয়েল' বানিয়ে চলেছে। 'ইন্ডিয়া শাইনিং'-এর জোরদার প্রচার সত্ত্বেও ২০০৪-এর লোকসভা নির্বাচনে হারতে হয়েছিল বিজেপি'কে। এবারও তাই হবে বলে দাবি রাহুলের। বহু টালবাহানার পর আগামিকাল বিজেপি'র নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশিত হবে। এ নিয়ে কটাক্ষ করে রাহুল বলেন, ''মুখে বড় বড় কথা বললেও বিজেপি এখনও নির্বাচনী ইস্তাহারই প্রকাশ করতে পারেনি।''

অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ে বিজেপি'র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী আজ কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির (এসপি) বিরুদ্ধে 'সাম্প্রদায়িক তাস' খেলার অভিযোগ তোলেন। মোদীর দাবি, মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে আসলে সকলকে 'দরিদ্র' করে রাখার নীতি নিয়েছে কংগ্রেস। গোষ্ঠী-সংঘর্ষের জন্য সনিয়া এবং মুলায়মকে দায়ীও করেন তিনি। বলেন, ''গত এক বছরে ম্যাডাম সনিয়াজির নাকের ডগায় ৭০০টি গোষ্ঠীসংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে এবং তার মধ্যে ২৫০টি ঘটেছে নেতাজির (মুলায়ম) রাজ্যে।'' বিজেপি 'সাম্প্রদায়িক' বলে আজ পাল্টা তোপ দাগেন রাহুলও। তাঁর অভিযোগ, গুজরাতের কচ্ছে শিখ কৃষকদের উপর 'অবিচার' হয়েছে।

ভোট প্রচারে যে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে কংগ্রেসকে নিশানা করা হয়েছে, সেই প্রসঙ্গেও বিজেপি'কে পাল্টা আক্রমণ করেন রাহুল। বলেন, ''কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পা দুর্নীতির অভিযোগে জেল খেটেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁকে দলে ফেরানো হয়েছে।'' দুর্নীতির অভিযোগে গুজরাতের তিন মন্ত্রীকে জেলে পাঠানো নিয়েও কটাক্ষ করেন তিনি।

সৌজন্যে—এবেলা

একযোগে আক্রমণ কংগ্রেস, এসপি ও বিএসপিকে

মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার জন্য সোনিয়া ও মুলায়মকে একহাত নিলেন মোদি

আলিগড়—মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছেন সোনিয়া গান্ধী ও মুলায়ম সিং যাদব। এমনই অভিযোগ আনলেন নরেন্দ্র মোদি। বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী এদিন এক জনসভায় বললেন, ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছেন সোনিয়া গান্ধী ও মুলায়ম সিং যাদব। তাঁদের ভুল নীতির জন্যই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধছে তাও জানাতে ভোলেননি মোদি। বলেছেন, গত এক বছরে ম্যাডাম সোনিয়াজির নাকের ডগায় ৭০০টি দাঙ্গা হয়েছে। আর নেতাজি মুলায়মের চোখের সামনে উত্তরপ্রদেশে হয়েছে ২৫০টি।

মোদি বলেন, সোনিয়াজি এখানে বলেছেন, ৯০টি মুসলিম প্রধান জেলায় নাকি ১৫ পয়েন্ট প্রোগ্রাম চালু হয়েছে। এক এম পি যখন জানতে চাইল, কী কাজ হয়েছে, তখন জানা গেল কোনও কাজই হয়নি। এই হচ্ছে ভোটব্যাংকের রাজনীতি। যেখানে মুসলিমদের প্রথম থেকেই বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

মোদি একযোগে কংগ্রেস, এস পি ও বি এস পিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলেন, এরা প্রত্যেকেই ভোটব্যাংকের রাজনীতি করছে। কাজের বেলায় কিছু কাজই করছে না। উলটে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে রাজনীতি করে চলেছে। মাঝখান থেকে এদের রাজনীতির ফলে দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হয়েই চলেছেন। তাঁর এদিনের আক্রমণের লক্ষ ছিল এই তিন দলই। মোদি বলেন, রাজ্যে এরা ডাবলিউ ডাবলিউ এফ কুস্তিগীরদের মতো নকল লড়াই করছে। আর কেন্দ্রে এরা আবার পরস্পরের বন্ধু। এস পি ও বি এস পিকে কংগ্রেসের সেনা বলে তিনি আখ্যা দেন।

মোদির দাবি, তাঁর রাজ্যে গুজরাতে মুসলিমরা অনেক ভালো রয়েছেন। অন্যান্য অ-বিজেপি রাজ্যের তুলনায় তাঁরা যে ভালো রয়েছেন, তা জোর দিয়ে দাবি জানান মোদি। তিনি বলেন, উত্তরপ্রদেশে দরিদ্রের সংখ্যা ৫০ শতাংশ। বিহারে ৬০ শতাংশ। কিন্তু গুজরাতে সেই সংখ্যা অনেক কম। ১৪ শতাংশ। কালো টাকা উদ্ধারের জন্যও যে কংগ্রেস তৎপর নয়, তা মনে করিয়ে দিয়ে মোদি বলেন, আমরা যদি ক্ষমতায় আসি তাহলে সব কালো টাকা দেশে ফেরত আনব।

জুন মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে বেসু উন্নীত হবে আইআইইএসটি’ তে

‘বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটির (বেসু) ‘ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি’তে (আইআইইএসটি) উন্নীত হওয়ার অনুষ্ঠান জাঁকজমক করেই করতে চাইছেন কর্তৃপক্ষ। যেহেতু লোকসভা নির্বাচনের জন্য এখন তা করা সম্ভব নয়, তাই জুন মাসে এই অনুষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এবং যিনি নতুন প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাঁকেও আনার ইচ্ছা কর্তৃপক্ষের।

বেসু’র উপাচার্য অজয় রায় বলেন, “এমন অনুষ্ঠান করতে চাইছি, যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চাইছি রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যিনি নতুন প্রধানমন্ত্রী হবেন তাঁকেও আমন্ত্রণ জানাতে।” তিনি আরও জানান, শুধুই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন নয়, পাশাপাশি শিক্ষা ও গবেষণাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি কেন্দ্রের শিলান্যাসের পরিকল্পনা রয়েছে ওই দিন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ টালবাহানার পরে সম্প্রতি বেসু উন্নীত হয়েছে আইআইইএসটি’তে। প্রথমে লোকসভায় আইআইইএসটি সংক্রান্ত বিল পাশ হয়। তার পরে বিল পাশ হয় রাজ্যসভায়। এরপর রাষ্ট্রপতি বিলে সই করেন। এই বিষয়ে ‘গেজেট নোটিফিকেশন’ও হয়ে গিয়েছে। স্বভাবতই, বেসু’র উপাচার্য থেকে শুরু করে শিক্ষক শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রীরা সকলেই এতে খুশি। ইতিমধ্যেই আইআইইএসটি’র হোর্ডিং বেসু’র মূল গেটে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন পড়ে যাওয়ায় আইআইইএসটি’তে উন্নীত হওয়ার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ভোটপর্ব মেটার পরে হবে।

২০০৬ সালে আনন্দকৃষ্ণণ কমিটি দেশের পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আইআইইএসটি’তে উন্নীত করার সুপারিশ করেছিলেন। তা মেনেই দেশের যে পাঁচটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আইআইইএসটি’তে পরিণত করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছিল সেগুলি হল, বেসু, ‘কোচিন ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি’, ‘অন্ধ্র ইউনিভার্সিটি-কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং’, ‘ওসমানিয়া ইউনিভার্সিটি-কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং, ‘বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি’। কিন্তু ২০১২ সালে ‘বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি’কে আইআইটি হিসাবে উন্নীত করে দেওয়া হয়। পরে ঠিক হয়, বেসু’কে প্রথম আইআইএসটিতে উন্নীত করা হবে। তারপর সেটিকেই মডেল হিসাবে ব্যবহার করে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নীত করা হবে।

২০১৪ সালে এসে বেসু উন্নীত হল আইআইইএসটি’তে।

জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে আইআইইএসটি’তে গুরুত্ব দেওয়া হবে পঠনপাঠনের পাশাপাশি গবেষণার উপরেও। অজয়বাবু জানিয়েছেন, আইআইটি’র মানেই শিক্ষা ও গবেষণার কাজ চলবে। আইআইটিগুলিকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করা হবে। আইআইইএসটি হয়ে যাওয়ার ফলে সর্বভারতীয় জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির বিষয়টি দেখবে। কিন্তু অজয়বাবু আগেই জানিয়েছেন, আগামী শিক্ষাবর্ষ, অর্থাৎ ২০১৪-’১৫ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরীক্ষায় সফল পরীক্ষার্থীদের থেকেই এখানে ভর্তি নেওয়া হবে। পাশাপাশি, আগামী বছরগুলিতে যাতে রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স থেকে ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারে, সেই চেষ্টাও করা হচ্ছে।

সৌজন্যে—এবেলা

প্রথম দফায় শান্তিতে ভোট অসমে ৭৮%, ত্রিপুরায় ৮৫%

ত্রিপুরায় ভোটের লাইনে মহিলারা।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফায় সোমবার কড়া নিরাপত্তায় অসমের পাঁচটি ও ত্রিপুরার একটি আসনে ভোট হল শান্তিতে। দুই রাজ্যেই বিপুল সংখ্যক ভোটার নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনের সূত্র অনুযায়ী, ত্রিপুরায় ভোট পড়েছে ৮৫ শতাংশ। অসমে পড়েছে ৭৮ শতাংশ ভোট। ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে মোট ১৩ জন প্রার্থী থাকলেও লড়াই সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি ও কংগ্রেস প্রার্থীদের মধ্যে। তবে মূল লড়াইটা হল তৃণমূলের প্রার্থী রতন চক্রবর্তী ও সিপিএমের শঙ্করপ্রসাদ দত্তের মধ্যে। কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন অরুণোদয় সাহা ও বিজেপির সুধীন্দ্র দাশগুপ্ত। অসমের জোরহাট, তেজপুর, ডিব্রুগড়, কলিয়াবর ও লখিমপুর কেন্দ্রের বুথগুলিতেও ভোটারদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পবনসিং ঘাটোয়ার, রানি নরহ ও মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈয়ের ছেলে গৌরব গগৈ-সহ মোট ৫১ জন প্রার্থীর ভাগ্য পরীক্ষা হল এই পাঁচ কেন্দ্রে। তৃণমূল কংগ্রেসের গোপীচাঁদ সাহাবাদী (তেজপুর), খদুলয়া গগৈ (জোরহাট), নবজ্যোতি কলিতা (ডিব্রুগড়), সামসুল আলম (কলিয়াবর), ধেবর গোঁহাই বড়ুয়া (লখিপুর)। ভোট শুরু হয় সকাল সাতটায়, শেষ হয় বিকেল পাঁচটায়। অসমের কলিয়াবর ও তেজপুরে কয়েকটি বুথে ৯৭টি ভোটযন্ত্র (ইভিএম) বিকল হওয়া ছাড়া দুই রাজ্যের ভোটে কোনও গোলযোগের খবর নেই। পরে ভোটযন্ত্রগুলি পাল্টে ভোট হয়। কলিয়াবরে স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী গগৈ।

সকাল থেকেই আলফা প্রভাবিত উজান অসমের পাঁচটি কেন্দ্রের বুথগুলিতে ছিল সাজ-সাজ রব। এদিন অসমে আলফার প্রতিষ্ঠা দিবস হলেও কোনও গোলমাল তারা করেনি ভোটে। একই ছবি পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রেও। বুথের সামনে ভোটারদের লম্বা লাইন। তরুণ ভোটার ও মহিলা ভোটারদের ভিড়। বেলা দশটায় আগরতলার শিশুবিহার বুথে এসে সস্ত্রীক ভোট দেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। এবারই প্রথম লোকসভায় কোনও প্রার্থীকে পছন্দ না হলে ‘নোটা’ বোতাম টিপে ভোট দিলেন ভোটাররা। ১৯৯৬ থেকে টানা বামেদের দখলে ত্রিপুরা পশ্চিম। সেই বাম হাওয়া এখন নেই। বরং বইছে পরিবর্তনের হাওয়া। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে প্রচারে আসার পরই প্রবলতর হয়েছে সেই হাওয়া। অসমেও তৃণমূলপ্রার্থীদের জয়ের প্রবল আশা রয়েছে। ত্রিপুরা ও অসমের ভোটে ‘মোদি হাওয়া’ কাজ করছে না বলে দাবি করেছেন দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী।

ছড়া আর ব্যঙ্গচিত্রে বারাকপুরে দেওয়াল ভরিয়েছে তৃণমূল, পিছিয়ে কংগ্রেস

হরিহর ঘোষাল ● বারাকপুর

বারাকপুর শহর জুড়ে দেওয়ালে দেওয়ালে আকর্ষণীয় ছড়া আর কার্টুনে জমজমাট লোকসভা নির্বাচনের প্রচার। তবে, ছড়া ও টিপ্পনিতে ভরা বেশিরভাগ দেওয়ালই তৃণমূলের। প্রচারের এই প্রতিযোগিতায় অবশ্য কয়েক যোজন পিছিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। তবে, বিজেপির দেওয়াল লিখনে সেভাবে কোনও ছড়া বা কার্টুন কিছুই নেই। একই অবস্থা সিপিএমেরও। তৃণমূল নানা ধরনের ছড়াছবি দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে। আর এই সব টিপ্পনি, কার্টুন পথচলতি মানুষ দারুণ উপভোগও করছেন।

তালপুকুর বাজারে নিউ প্লাজা আবাসনের পাশে একটি দেওয়াল লেখায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে বারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের সি পি এম প্রার্থী সুভাষিণী আলিকে কটাক্ষ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে, ৩৪ বছর জ্বালিয়ে, বামফ্রন্ট গেল পালিয়ে, এবার এল আলি, সি পি এমের মুখে চুনকালি। তার পাশের একটি দেওয়ালে আবার সাড়ে তিন বছরের মা-মাটি-মানুষের সরকারের সঙ্গে গত ৩৪ বছরের সরকারের উন্নয়নের তুলনা করা হয়েছে। দেওয়াল লিখনে লেখা হয়েছে, ৩৪ মাসে বাংলা এগিয়ে চলেছে—১) শিক্ষায়-১৭ নম্বরে থেকে ৪ নম্বর। ২) স্বাস্থ্য-১০ নম্বর থেকে ৭ নম্বর হয়েছে। ৩) বিনিয়োগ-১৩ নম্বর থেকে ৯ নম্বর হয়েছে। ৪) সার্বিক উন্নয়নে-১৭ নম্বর থেকে ৬ নম্বর হয়েছে। আনন্দপুরী এলাকায় একটি দেওয়ালে লেখা রয়েছে, ১২ মে আসছে দিন, সব বঞ্চনার জবাব দিন, তৃণমূলকে ভোট দিন। পাশের দেওয়ালে লেখা রয়েছে, কংস বধ করল কৃষ্ণ, রাবণ বধ করল রাম, অসুর বধ করল দুর্গা, বৃদ্ধ বধ করল জনতা।

আনন্দপুরী মাঠ পেরিয়ে বারাসত রোডের দিকে কিছুটা এগলেই একটি দেওয়ালে লেখা রয়েছে, কাস্তে হাতুড়ি তারা, এবার হবে ভারত ছাড়া, ফুটবে না আর পদ্মফুল, ভারত গড়বে তৃণমূল। নোনাচন্দনপুর সূর্য বিড়ির মোড়ের কাছে একটি দেওয়ালে লেখা রয়েছে, বাংলার কান্না, বৃদ্ধ বিমান আর না, মমতার নেতৃত্বে বাংলায় বইছে উন্নয়নের ধারা। কিন্তু, তোমরা ভোট চাইলে, বাংলার মানুষ করবে তাড়া। শুধু ছড়া নয়, দেওয়ালে রীতিমতো কার্টুন এঁকে সি পি এমের তৃতীয় ফ্রন্টকে কটাক্ষ করা হয়েছে। আঁকা হয়েছে পার্লামেন্টের ছবি। দেখানো হয়েছে, ক্র্যাচের উপর ভর করে সিপিএমের এক কর্মী সেই পার্লামেন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাদটীকা হিসাবে লেখা রয়েছে, ২০১৪ সি পি এমের থার্ড ফ্রন্ট। চন্দনপুকুর বাজারে পিছনের মাঠের একটি দেওয়ালে গত ১০০০ দিনের রাজ্য সরকারের উন্নয়ন খতিয়ান দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে যুবশ্রী, কন্যাশ্রী, ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান, স্বাস্থ্য বিমার মতো রাজ্যভিত্তিক ইস্যুর পাশাপাশি বারাকপুরে ১৫ নম্বর উড়ালপুল স্থান পেয়েছে।

ছড়া, টিপ্পনিতে কংগ্রেস লিখেছে, আর চাই না গুজরাত, আর চাই না কানপুর, আমাদের প্রার্থী ঘরের ছেলে, বাড়ি তাঁর বারাকপুর। আবার কোথাও লেখা রয়েছে, বাইরের যারা বাইরে থাক, ঘরের ছেলে দিল্লি যাক।

এবার ভোটের আকাশে কালো মেঘ

কমিশনের হিসাবে খরচ হবে ৫ হাজার কোটি টাকা

বেসরকারি মতে খরচ ছাড়াবে ৩০ হাজার কোটি

'সি এম এস' নামে একটি সংস্থার হিসাবে অনুসারে এবারের লোকসভা ভোটে মোট খরচ হবে ৩০ হাজার কোটি টাকা। এর ভেতর ১০ হাজার কোটি কালো টাকা। লিখেছেন শুভাশিস মৈত্র।

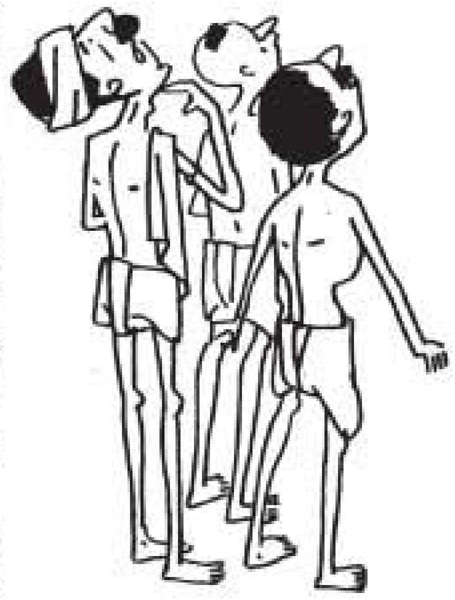

সরকারি হিসাব বলছে, প্রার্থী পিছু খরচ বেড়েছে ২০ গুণ। বেসরকারি মতে তা অনেক বেশি। এই লোকসভা ভোটে নির্বাচন কমিশনই জানাচ্ছে, মোট খরচ ৫ হাজার কোটি ছাড়াবে। আসলে তা কতয় দাঁড়াবে, তা কেউ জানে না। যে দেশে ৭০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করেন, সেখানে এত খরচ কি বাহুল্য নয়?

সাধারণ ভোট

অসাধারণ খরচ

ভোটে জেতার জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়, তা আসলে এক ধরনের বিনিয়োগই বলা যায়। যা পরবর্তী ৫ বছরে আদায় করে নেওয়া হবে। অবশ্যই সে টাকাটা সাধারণের করের টাকা। এটা কি সবার জন্য সত্যি? না, তা অবশ্যই নয়। তবে একটা বড় অংশের জন্য অবশ্যই সত্যি। পর পর দু'বার মনোনয়ন জমা দিয়েছেন, এমন প্রার্থীর ঘোষিত সম্পত্তির দিকে নজর রাখলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যায়। যখন দেখা যায় পাঁচ বছরে ঘোষিত সম্পত্তি কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে, এমন নজির অসংখ্য।

নির্বাচনের খরচ কত? নির্বাচন কমিশনের হিসেবে, ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম লোকসভা নির্বাচনের খরচ হয়েছিল ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা। ২০০৪ সালে ১৩০০ কোটি। এটা কালো টাকার হিসেব নয়। সাদা টাকার খরচ। আসল ঘটনা হল, এর বাইরেও একটা বিপুল পরিমাণ কালো টাকা রাজনৈতিক দলগুলো এবং প্রার্থীরা খরচ করেন। 'সি এম এস' নামে একটি সংস্থার (খুবই উঁচু মানের কাজের সুনাম আছে এই সংস্থার) হিসাব অনুসারে এবারের অর্থাৎ ২০১৪-এর ষোড়শ লোকসভা ভোটে মোট খরচ হবে ৩০ হাজার কোটি টাকা। এর ভেতর ১০ হাজার কোটি কালো টাকা। ডাইরেক্টর অফ রেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাসে দেড় থেকে পাঁচ হাজার কোটি কালো টাকা স্টক মারফৎ এবং চোরাই সোনার মাধ্যমে দেশে ঢুকেছে। প্রত্যেক লোকসভা ভোটের আগেই এই ভাবে কালো টাকা ঢোকে। এবার পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা। তার প্রধান কারণ কালো টাকার মালিকদের কেউ কেউ মনে করছেন, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হলে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ওই টাকা দেশে ফেরাতে উদ্যোগী হতে পারেন তিনি। তাই অনেকে টাকা ফিরিয়ে আনছেন। অনেকে সুইস ব্যাংক থেকে অন্য দেশে সরিয়ে ফেলছেন।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও এই ধরনের সন্দেহের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই রাজ্যে গত এক বছরে বিমানবন্দর এবং সীমান্ত এলাকায় মোট ২৩৩ কেজি সোনা ধরা পড়েছে। এটা তো ধরা পড়েছে, এর থেকেই একটা আন্দাজ করা যেতে পারে, ধরা না পরা চোরাই সোনার পরিমাণ কতটা হতে পারে। একটা হিসেব বলছে, ২০১১ সালে সারা দেশে যখন চোরাই সোনা ধরা পড়েছিল ১৭.২২ কোটি টাকার। এ বছর তার পরিমাণ ২৫০ কোটি।

এক জন প্রার্থী কত টাকা খরচ করতে পারবেন, তার একটা সীমা আছে। প্রার্থীরা যে হিসেব ভোটের পর জমা দেন তাতে দেখা যায় ৫০ শতাংশের বেশি ওই টাকা খরচই করতে পারেন না। অথচ নির্বাচন কমিশনও জানে প্রার্থীরাও জানেন, জমা দেওয়া ওই হিসেবে গোলমাল আছে। তাই এবার যখন ওই সীমা বাড়িয়ে ৭০ লক্ষ করা হল, সবাই তাকে স্বাগত জানালেন।

নির্বাচন কালো টাকার খেলা বন্ধ করার জন্য কমিশনের হাতে কিছু ক্ষমতা আছে। ভি ডি ও নজরদারি, পেইড নিউজের উপর নজরদারি। এক্সপেনডিচার অবজারভার ইত্যাদি। কিন্তু এত কিছু করেও ভোটে কালো টাকায় লাগাম পরানো যাচ্ছে না। দ্য অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এ ডি আর) এবং ন্যাশনাল ইলেকশন ওয়াচের তথ্য অনুসারে ২০০৯ সালে বিভিন্ন দলের গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থীদের নির্বাচনের গড় খরচ ছিল ২৫ লক্ষের ৪৫-৫৫ শতাংশ। তখন সর্বোচ্চ খরচের সীমা ছিল ২৫ লক্ষ টাকা। যাঁরা নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন তাঁদের গড় খরচ, যা তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে জমা দিয়েছিলেন, সেটা দেখা যাচ্ছে মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা। অথচ বিভিন্ন দলের সঙ্গে কথা বলেই খরচের সিলিং বাড়িয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ধরেই নেওয়া হয়, যে হিসেব নির্বাচন কমিশনে দেওয়া হয়, আসল খরচ তার থেকে ৫-১০ গুণ বেশি। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলন বৈষ্ণব-এর গবেষণা পত্র 'দ্য মার্কেট ফর ক্রিমিনালিটি, মানি, মাসেল অ্যান্ড ইলেকশন ইন ইন্ডিয়া' বলছে, ভারতে যে প্রার্থীরা পর পর দু'বার ভোটে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের গড়ে ২৫ শতাংশ সম্পদ বৃদ্ধি হয়েছে। এমন ছ'জন মুখ্যমন্ত্রী পাওয়া যায় যাঁদের আয় এবং সম্পদের মধ্যে মিল নেই। ২০০৩ থেকে ২০০৭, এই চার বছরে মায়াবতীর সম্পদ বেড়েছে প্রায় ৫০ গুণ।

ভারতের মতো দেশ, যেখানে এখনও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পান না এমন মানুষ মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি। যেখানে কোটি কোটি শিশু পুষ্টির অভাবে নানা অসুখে আক্রান্ত। যেখানে লক্ষ লক্ষ স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। যেখানে নিয়মিত বন্যায়, খরায় মৃত্যু হয় বহু মানুষের। ঋণ শোধ করতে না পেরে চাষি আত্মহত্যা করেন। সেখানে নির্বাচনে এই বিপুল ব্যয় কেন? এই প্রশ্ন অবশ্যই ওঠা উচিত। যাঁরা দেশ চালান, তাঁরা যদি বিষয়টির দিকে সময় থাকতে নজর না দেন, তা হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিই মানুষের আস্থা কমবে। এক দিকে এই বিপুল খরচ, অন্য দিকে ক্রমাগত বেড়ে চলা অপরাধ জগতের প্রার্থী, দুটোই ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্ধকার দিক। অপরাধী প্রার্থী ঠেকাতে নির্বাচন কমিশন কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে, সংসদে বিলও পাস হয়েছে। কিন্তু কালো টাকা আটকানো যাচ্ছে না।

ভারতের মতো দেশ, যেখানে এখনও দু'বেলা পেট ভরে খেতে পান না এমন মানুষ মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি। যেখানে কোটি কোটি শিশু পুষ্টির অভাবে নানা অসুখে আক্রান্ত। যেখানে লক্ষ লক্ষ স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। যেখানে নিয়মিত বন্যায়, খরায় মৃত্যু হয় বহু মানুষের। ঋণ শোধ করতে না পেরে চাষি আত্মহত্যা করেন। সেখানে নির্বাচনে এই বিপুল ব্যয় কেন? এই প্রশ্ন অবশ্যই ওঠা উচিত। যাঁরা দেশ চালান, তাঁরা যদি বিষয়টির দিকে সময় থাকতে নজর না দেন, তা হলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিই মানুষের আস্থা কমবে। এক দিকে এই বিপুল খরচ, অন্য দিকে ক্রমাগত বেড়ে চলা অপরাধ জগতের প্রার্থী, দুটোই ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্ধকার দিক।

একটা মত হল, কালো টাকা আটকাতে 'স্টেট ফান্ডিং' অর্থাৎ নির্বাচনের খরচ বহন করবে রাষ্ট্র, সেটাই একমাত্র পথ। তাতেও অবশ্য চোরা পথে কালো টাকার অনুপ্রবেশ আটকানো যাবে না, কিন্তু, এটা যে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কংগ্রেস কয়েক দশক দেশ চালিয়েছে, কিন্তু এ কাজ করে তারা উঠতে পারেনি। বি জে পি এবং বামপন্থী দলগুলি মুখের স্টেট ফান্ডিং-এর পক্ষে। কিন্তু বামপন্থীরা রাজ্যে গত ৩৪ বছরে এই নিয়ে আন্দোলনে নামতে ভুলে গিয়েছিল। যখন কেন্দ্রে তাদের সমর্থনে কংগ্রেস দেশ চালিয়েছে, তখনও এই নিয়ে তারা কিছুই করেনি। বি জে পি-র নেতৃত্বে এন ডি এ সি পি আইয়ের সংসদ সদস্য ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় কমিটি গড়েছিল স্টেট ফান্ডিং বিষয়টি সম্ভব কিনা খতিয়ে দেখতে। সেই কমিটিতে মনমোহন সিং, সোমনাথ চ্যাটার্জি সহ বেশ কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ সংসদ সদস্য ছিলেন। কমিটি তার প্রাথমিক রিপোর্টে বলেছিল, রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু গণতন্ত্রের পক্ষে জনতার হয়ে একটা পরিষেবা প্রদান করে, ফলে তাদের সব খরচই জনসাধারণের বহন করা উচিত। এই খরচ জনসাধারণ বহন করলে দলের উপর তাদের একটা অধিকারও প্রতিষ্ঠা পাবে। বলা হয়েছিল, প্রত্যেক ভোটার বছরে ১০ টাকা করে দেবেন নির্বাচন কর হিসেবে। সেই টাকা সরকারি তহবিলে জমা থাকবে। তা দিয়ে নির্বাচন হবে। প্রতিটি দলের ক'টা গাড়ি, কতগুলো টেলিফোন কল, কটা ব্যানার হোর্ডিং প্রাপ্য ইত্যাদি সবই নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে।

তার পর সবাই আবার ভুলে গিয়েছে ওই রিপোর্টের কথা। বড় দলগুলো আসলে চায় না, খরচের ব্যাপারে অন্য ছোট দলের সঙ্গে সমান মর্যাদা ভাগ করে নিতে। চায় না প্রচার জৌলুসে কিছু কমতি হোক।

সৌজন্যে—বর্তমান

মমতার আরএসএস 'ঘনিষ্ঠতা'র অভিযোগ নিয়ে প্রচারে সিপিএম

রাজীব চট্টোপাধ্যায়

লক্ষ্য সংখ্যালঘু ভোট। সম্ভবত সেই লক্ষ্যেই তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিজেপি এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) 'ঘনিষ্ঠতা'র অভিযোগ নিয়ে প্রচারে নামল সিপিএম।

জাতীয় রাজনীতিতে বহু বছর আগের একটি ঘটনাকে হাতিয়ার করেই মমতা-আরএসএস যোগাযোগ 'প্রমাণে' সিপিএম সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সিপিএমের দাবি, ২০০৩ সালে মমতা আরএসএসের সভায় যোগ দিয়ে সংঘচালকদের 'প্রকৃত দেশপ্রেমী' বলে বর্ণনা করেছিলেন।

সিপিএমের এই বক্তব্যের 'ক্রুদ্ধ' বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সংঘের মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'র সম্পাদক তরুণ বিজয়ের লেখা বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেত্রী বক্তৃতা করেন'। সিপিএমের ওই প্রচারপুস্তিকায় লেখা হয়েছে, 'ওই অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তৃতায় মমতা বলেছিলেন, সংঘনেতারাই প্রকৃত দেশপ্রেমী'।

সিপিএমের পুস্তিকাটিতে লেখা হয়েছে, 'ওই সভায় আরএসএসের নেতাদের উদ্দেশ্যে তৃণমূল নেত্রী বলেছিলেন, আমি জানি আপনারা দেশকে ভালবাসেন'। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন এইচ ভি শেষাদ্রি, মোহন ভাগবত (বর্তমান আরএসএস প্রধান), মদনদাস দেবীর মতো বক্তব্য, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক অনেকটাই চলে যায় তৃণমূলের দিকে। সেই কারণেই এখন 'হারানো' ভোটব্যাঙ্ক পুনরুদ্ধারে বিজেপি এবং আরএসএসের সঙ্গে তৃণমূলের অতীতে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে প্রচার করছে সিপিএম।

সিপিএমের রাজ্য সম্পাদমণ্ডলীর সদস্য রবীন দেবের কথায়, "ওই সময় ঠিক যা যা হয়েছিল, তাই তুলে ধরা হয়েছে প্রচারপুস্তিকায়। কোনও বিকৃত তথ্য উপস্থাপিত করা হয়নি।"

সিপিএমের প্রচারপুস্তিকায় মমতা সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, তার তীব্র নিন্দা করেছে তৃণমূল। দলের মহাসচিব পার্থ

দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে ভোটের প্রচারে নন্দিনী মুখার্জী

তৃণমূল নেতৃত্ব মমতার 'চরিত্রহননের' অভিযোগ তুলে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানানোর কথা ভাবছে।

সম্প্রতি লোকসভা নির্বাচনে প্রচারের জন্য সিপিএম রাজ্যে নেতৃত্ব সাতটি প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করেছে। এগুলির মধ্যে 'তৃণমূল আসলে কী' শীর্ষক একটি পুস্তিকায় তিন পাতা খরচ করা হয়েছে মমতা তথা তৃণমূলের বিজেপি এবং আরএসএস 'ঘনিষ্ঠতা' বোঝাতে। লেখা হয়েছে, '২০০৩ সালে অটলবিহারী বাজপেয়ীর এনডিএ মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার পরে ওই বছরের ১৫ সেপ্টেম্বর মমতা আরএসএসের এক নেতার আরএসএস নেতারা। সিপিএমের পুস্তিকায় আরও অভিযোগ, 'ওই সভায় মমতা বলেছিলেন, একসঙ্গে এতজন আরএসএস নেতার সঙ্গে আমি আগে বৈঠক করিনি। তবে ব্যক্তিগত ভাবে কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করেছি।'

সিপিএমের দাবি, আরএসের প্রশস্তি করে মমতা 'কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে' তাদের সমর্থন করার কথা খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তর মমতাকে 'হামারি মমতাদি, সাক্ষাৎ দুর্গা', বলে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন 'পাঞ্চজন্য'র সম্পাদক।

এ প্রসঙ্গে রাজনীতির কারবারিদের চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সিপিএমকে এখনই পাগলা গারদে ঢোকানো উচিত। ওটা মানসিক ভারসাম্যহীনদের দল হয়ে গিয়েছে। তাই ওই সব কথা লিখেছে। মমতা সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে, তা সিপিএমের কল্পনাপ্রসূত মিথ্যাচার। মমতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু কোনও সম্প্রদায়ের কাছেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাই ওরা মমতার চরিত্রহননের জন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছে। সিপিএমের সবকটি বই আমার কাছে আছে। মুখ্যমন্ত্রীর চরিত্রহননের চেষ্টার জন্য আমরা সিপিএমের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে নালিশ জানাতে পারি।"

ভোট দিতে হেঁটেই বুথে যাবেন দেশের প্রথম ভোটার

বলিরেখার আঁকিবুকি সারা মুখে। তবে ঠিকরে পড়ে প্রত্যয়। গণতন্ত্রের প্রতি আস্থা। সেই আস্থাই বাকিদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান হিমাচলপ্রদেশের বাসিন্দা এক বৃদ্ধ।

শ্যামশরণ নেগি স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটদাতা। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করছেন তিনি।

কল্পার বাসিন্দা শ্যামশরণ। কিন্নর জেলার এই গ্রামটি একসময়ে চিনি নামে পরিচিত ছিল। হিমালয়ের কোলে ছবির মতো সুন্দর সেই গ্রামেরই এক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল স্বাধীন দেশের প্রথম ভোটকেন্দ্র। ১৯৫১ সালের ২৫ অক্টোবর সেই কেন্দ্রেই স্বাধীন ভারতের প্রথম ভোটদাতা হিসাবে ভোট দেন তিনি। লোকসভা নির্বাচনে এ যাবৎ ১৫ বার এবং ১১ বার বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন তিনি।

কল্পা এক দেশীয় রাজ্য বুশহরের অধীনে ছিল। ওই রাজ্যের শাসক ছিলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিংহের পূর্বপুরুষেরা। স্বাধীনতার পরে গ্রামটি মাণ্ডি-মহাসু জোড়া লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিধানসভা কেন্দ্র হয় চিনি। প্রায় ১০ হাজার মিটার উচ্চতার ওই এলাকায় ভোটের সরঞ্জাম পাঠাতে হত খচ্চরের পিঠে। শীতকালে বরফে ঢাকা পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তাই কমিশন সারা দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মাস ছ'য়েক আগেই ভোটের ব্যবস্থা করে সেখানে।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে ভোট দেওয়ার পক্ষে প্রচারে সার্চ ইঞ্জিন গুগলইন্ডিয়া ৯৭ বছরের শ্যামশরণকেই মুখ্যচরিত্র করেছে ভিডিওটি ইতিমধ্যেই অমিতাভ বচ্চন, বীরেন্দ্র সহবাগ অভিনীত একটি প্রচার ভিডিয়োর থেকে দশগুণ এগিয়ে। সেই ভিডিয়োয় প্রথম ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলছেন তিনি। বলছেন, "সেদিনও প্রবল বরফ পড়েছিল। আমি বুথে হেঁটে গিয়েছিলাম। বড় গর্বের দিন ছিল।"

দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক বাঁক-বদল দেখেছেন তিনি। এলাকারও। তাঁদের লোকসভা কেন্দ্র নাম ছেঁটে এখন শুধু মাণ্ডি। চিনি নাম বদলে কিন্নর বিধানসভা কেন্দ্র। রাজনীতির বর্তমান হালহকিকত নিয়ে স্পষ্ট ধারণাও আছে তাঁর। এক সাক্ষাৎকারে বলেন,

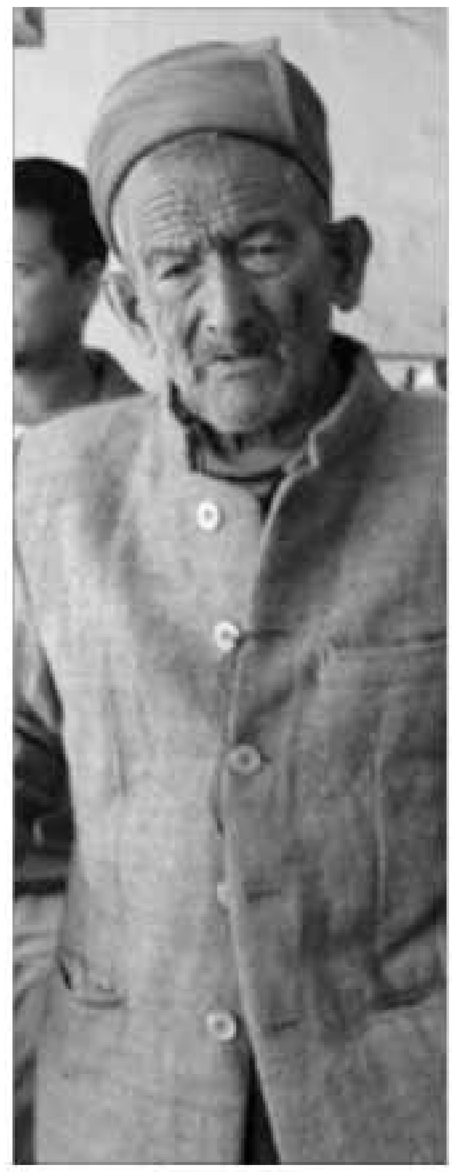

শ্যামশরণ নেগি

"এখন তো শুনি রাজনীতিকেরা দুর্নীতিগ্রস্ত। দলগুলিও জনগণের সামনে সঠিক নীতি প্রায়ই তুলে ধরতে পারে না। জনস্বার্থ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আলোচনার বদলে সংসদে হইচই করেই সময় নষ্ট করেন সাংসদেরা।"

পরিবারের লোকেরা শ্যামশরণকে 'নোটা'র (নান অফ দ্য অ্যাবাভ) কথা শুনিয়েছেন। তবুও এই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনে করেন, ভোট দেওয়া খুব জরুরি কাজ, 'গর্বের বিষয়'। এখনও চশমা নিতে হয়নি। তবে কানে কম শোনেন দশ ছেলেমেয়ের জনক।

২০১০ সালে নির্বাচন কমিশনের হীরক জয়ন্তীতে তৎকালীন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নবীন চাওলা কল্পায় গিয়ে শ্যামশরণকে সম্মান জানিয়েছিলেন। গুগল ভিডিয়োয় যেন সেই বরণের ছায়া! বরফ-পথ ঠেলে ভোট দিতে চলেছেন শ্যামশরণ। পথে বাজনা বাজিয়ে তাঁকে বরণ করা হয়। বৃদ্ধ আশ্বাসের ভঙ্গিতে দু'হাত তোলেন।

এবারেও ভোট দেওয়ার আশ্বাস। হেঁটেই!

সৌজন্যে—এবেলা

Please send all articles and enquiries about Sangbad Bichitra to :
Dilip Chakrabarti,
2418A 2nd Street,
Fort Lee, NJ 07024
dcha42@aol.com

Any questions for Membership or Advertisement dues,
Please Contact :
Dilip Chakrabarti,
2418A 2nd Street, Fort Lee, NJ 07024
dcha42@aol.com

আপনার চাঁদা বাকি আছে কিনা জানতে চাইছেন? আপনার নাম ঠিকানা লেখা লেবেলে (প্রথম পাতায়) একবার চোখ বুলিয়ে নিন।

The Sangbad Bichitra (USPS # 020-877) is published semi-monthly by Cultural Association of Bengal from 2418A 2ND STREET, FORT LEE, NJ 07024 and additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to
Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

কমিশনের কড়া দাওয়াই

নিরপেক্ষ না হলেই সরতে হবে আধিকারিকদের

পক্ষপাতদুষ্ট অফিসারদের দ্রুত সরিয়ে দেওয়া হবে বলে কলকাতা ছাড়ার আগে ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ভি এস সম্পৎ।

শনি ও রবিবার দুই দিন রাজ্যের ভোট প্রস্তুতি পর্যালোচনা করে সম্পতের নেতৃত্বাধীন কমিশনের ফুল বেঞ্চ। কলকাতা ছাড়ার আগে সম্পৎ বলেন, ''নির্বাচনের কাজে যুক্ত অফিসারদের বলা হয়েছে পুরোপুরি নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করতে হবে। কোনও পক্ষের হয়ে কাজ করলে চলবে না। বেশ কয়েকজন অফিসারের উপর আমাদের নজর রয়েছে। আর একটু অপেক্ষা করুন। খুব দ্রুত তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।''

কমিশন সূত্রের খবর, এদিন বৈঠকের শুরুতেই সম্পৎ বলেন, এ রাজ্যের প্রশাসন সাধারণ ভাবে পক্ষপাতদুষ্ট বলে একটি ধারণা তৈরি হয়েছে। কয়েকজন অফিসার সম্পর্কে অবশ্য নিরপেক্ষভাবে কাজ করার খবর আমরা পেয়েছি। সেই ভাবমূর্তি বদলাতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলির কাছে এখনও কেন প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। সত্যিই যে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছেন, তা যাতে দৃশ্যমান হয় সে ব্যাপারে অফিসারদের তৎপর হতে বলেন মুখ্যনির্বাচন কমিশনার। পরে সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর সাফ কথা, কেবলমাত্র জেলাশাসক বা পুলিশ সুপার নয়, তার চেয়েও উচ্চপদস্থ অফিসারদের উপর নজর রাখছে। প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব চলতে থাকলে সংশ্লিষ্ট অফিসারদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কমিশন সূত্রের ইঙ্গিত, আজ সোমবারই বেশ কয়েকটি জেলার পুলিশ সুপার এবং দু'এক জেলাশাসককে সরিয়ে দেওয়া হতে পারে। রবিবার দিনভর জেলাশাসক-পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকেও তেমনই ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। কমিশন সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে কমিশনের ফুল বেঞ্চের তোপের মুখে পড়েছেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার, মালদহের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক। ওই প্রশাসনিক কর্তাদের মধ্যে কাকে সরানো হতে পারে তা সোমবারই চূড়ান্ত করা হবে বলে কমিশন সূত্রের খবর।

বিরোধী দলগুলি রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অফিসার (সিইও)-র নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে এদিনও সম্পতের কাছে সরব হলেও, দিনের শেষে সুনীল গুপ্তের পাশেই কিন্তু দাঁড়িয়েছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। বিরোধী দলগুলির অভিযোগ ছিল, বার বার দরবার করার পরে বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে সিইও-র দফতর যে জবাব পাঠিয়েছে তা হাস্যকর। এ ভাবে সিইও-র দফতর কাজ করলে রাজ্যে অবাধ নির্বাচন হওয়া যে সম্ভব নয় বিরোধী দলের কেউ কেউ কমিশনের কাছে এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করে। তবে সাংবাদিক সম্মেলনে সম্পৎ বলেন, ''সিইও-র কাজে আমি সন্তুষ্ট।'' রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও সন্তোষ প্রকাশ করে গিয়েছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তিনি বলেন, ''ছোটখাটো কয়েকটি ঘটনা ছাড়া রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো।'' অর্থাৎ নির্বাচনের আগে সিইও পদে সুনীল গুপ্তকে যে রেখে দেওয়া হচ্ছে এদিন সেটাই বুঝিয়ে দিয়েছেন সম্পৎ।

কমিশন সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে হাবরা-কাণ্ড নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের তোপের মুখে পড়েন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক সঞ্জয় বনসল এবং পুলিশ সুপার তন্ময় রায়চৌধুরী। সম্পৎ তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন, হাবরার বিডিও-র প্রথম অভিযোগপত্রে স্থানীয় বিধায়কের নাম থাকলেও তার নামে এফআইআর করা হল না কেন? জেলাশাসক যে ব্যাখ্যা দেন তাতে সন্তুষ্ট হননি মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। পুলিশ সুপার এই অবস্থায় বলেন, বিডিও-র দ্বিতীয় অভিযোগে বিধায়কের নাম ছিল না। তা সত্ত্বেও বিধায়ককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ফুল বেঞ্চ তখন জানতে চায়, বিধায়কের বিরুদ্ধে মামলা করা হল না কেন? এখানে বিডিও-র অভিযোগই যদি কার্যকর না করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী অবস্থা তা তাঁরা বুঝতে পারছেন বলে মন্তব্য করেন তিন সদস্যের একজন।

এ দিনের বৈঠকে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার ভারতী ঘোষকেও ভৎর্সনা করা হয় বলে কমিশন সূত্রের খবর। সম্পৎ জানতে চান, কেশপুরে কিছু বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ এসেছে। ওই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা সঠিক ছিল না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেই মামলা শুরু করেছে জেলা পুলিশ মামলা করেছে বলে অভিযোগ পেয়েছে কমিশন। কমিশন সূত্রে বলা হয়, ভারতীদেবী জানান, কেশপুরের ঘটনার পদস্থ অফিসারদের দিয়ে তদন্ত করা হয়েছে। সেই মতো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি বলে দাবি করেন পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার।

কমিশন সূত্রের খবর, একইভাবে মালদহের জেলাশাসক স্মিতা পাণ্ডে এবং পুলিশ সুপার রাজেশ যাদবের কাছে নির্বাচন কমিশনার হরিশঙ্কর ব্রহ্ম এবং নাসিম জাইদি জানতে চান, কালিয়াচক এলাকায় অপরাধীরা দিনের আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে কী করে? পুলিশ সুপার তাঁদের জানান, কালিয়াচক থেকে খুব বেশি অভিযোগ আসেনি। ব্রহ্ম ওই জবাবে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, দিল্লিতে বসে কমিশন যে অভিযোগ পাচ্ছে, তা জেলার পুলিশ সুপারের কাছে নেই। এটাই আশ্চর্যের। জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়ে ব্রহ্ম তাঁদের বলেন, নিরপেক্ষ হয়ে কাজ করুন। অপরাধীদের গ্রেফতার করুন।

বালুরঘাটে রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কর্তা মানিক ভট্টাচার্য শনিবার চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কমিশ সূত্রের খবর, এ নিয়ে জেলা প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলাশাসক তাপস চৌধুরীর কাছে এদিন জানতে চান মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। তাপসবাবু তাঁকে জানান, এফআইআর করা হবে। ফুল বেঞ্চ জানতে চায়, নোটিস পাঠানো হয়েছে কি? জেলাশাসক জানান নোটিসও দেওয়া হবে। এর পরই মানিকবাবুকে জেলা প্রশাসনের তরফে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হয়।

রাজ্যে প্রথম দফার ভোট হতে চলেছে ১৭ এপ্রিল। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিংয়ের চারটি আসনে ভোট হবে সেদিন। এদিন জেলাশাসক-পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকে প্রথমেই এই তিন জেলার প্রস্তুতি নিয়ে চর্চা হয়। কোচবিহারের জেলাশাসক পি মোহনদাস গাঁধীর কাছে স্পর্শকাতর এলাকা এবং সন্ত্রস্ত ভোটারদের তালিকা দেখতে চাওয়া হয়। সেই তালিকা দেখাতে পারেননি জেলাশাসক। তাঁকে তিন দিনের মধ্যে তা দিতে বলে কমিশন। জলপাইগুড়ির জেলাশাসক পৃথা সরকার দুষ্কৃতীদের তালিকা তৈরিতে ঢিলেমি এবং সন্ত্রস্ত ভোটারদের তালিকা অসম্পূর্ণ থাকায় কমিশনের তোপের মুখে পড়েন। পুরুলিয়ার জেলাশাসক তন্ময় চক্রবর্তীকে আরও কার্যকরভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার রাজীব মিশ্রর কাছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শেখ বিনোদনের পরিচয় জানতে চান। কমিশন সূত্রে খবর, তার বাহিনী নাকি ভোটে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বলে অভিযোগ পেয়েছে কমিশন। সে জেল থেকে কবে বেরোবে তা-ও জানতে চায় কমিশন। যুগ্ম-কমিশনার জানান, সেখ বিনোদ এখ ন জেলে। তবে বিভিন্ন মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার যে কোনও দিন বাইরে আসতে পারে সে। বাইরে এলেও পুলিশ তার উপর কড়া নজর রাখবে বলে কমিশনকে জানান তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ভি এস সম্পত

সওয়াল জবাব

অভিযোগ: রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ

জবাব: আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মোটামুটি সন্তোষজনক

অভিযোগ: সিইও দফতরও এ ব্যাপারে কিছু করছে না।

জবাব: শান্তি বজায় রাখতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অভিযোগ: সিইও দফতর বিধিভঙ্গের তদন্তে নিষ্ক্রিয়।

জবাব: সিইও দফতরের কাজে কমিশন খুশি।

অভিযোগ: কিছু সরকারি অফিসার পক্ষপাতদুষ্ট।

জবাব: অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত শীঘ্রই।

দাবি: মাইক বিধি শিথিল হোক।

জবাব: এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত শীঘ্রই জানানো হবে।

(রাজনৈতিক দলগুলি ও কমিশনের মধ্যে কথোপকথন)

সম্পত উবাচ ঃ

গত বারের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী, প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনী, প্রতিটি বুথে অন্তত দু'জন করে সশস্ত্র পুলিশ, বিধি ভাঙার ঘটনায় ব্যবস্থা রিপোর্ট তিন দিনের মধ্যে কমিশনে পৌঁছতে হবে, আচরণবিধি ভাঙার তদন্তে পক্ষপাতদুষ্ট বা নিষ্ক্রিয় থাকলে কড়া ব্যবস্থা, জামিন অযোগ্য পরোয়ানা দ্রুত কার্যকর করতে হবে, সব দিক খতিয়ে দেখে শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে বিধিভঙ্গের ব্যবস্থা, স্কুলগুলির বুথে মেরামতি দরকার হলে টাকা দিতে হবে শিক্ষা দফতরকে।

নেতারা জেলে, দমদমে তাই এবার বুথে ভিড়তে নারাজ মেশিনারির 'মাস্টার'রা

সল্টলেক-রাজারহাটের পর এবার আসা যাক দমদমের কথায়। এখানকার কুখ্যাতদের দিয়ে ভোট করানোর 'সুনাম'

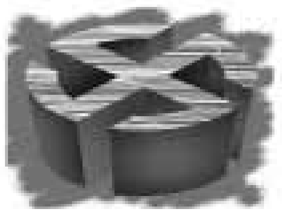

দীর্ঘদিন ধরে বহন করে চলেছে সি পি এম। তবে গত কয়েক বছরে তৃণমূল কংগ্রেসও সেই সুনামের ভাগীদার হয়েছে। তাই গত পঞ্চায়েত ভোটেও দমদমের শহুরে 'কুখ্যাত'দের বাজারদর বেশ ভালোই ছিল। শাসক দলের একাধিক নেতা নিজেদের এলাকায় গন্ডগোল পাকানোর জন্য ভাড়া করে নিয়ে গিয়েছিলেন দমদমের এই কুখ্যাতদের। কিন্তু এবার লোকসভা ভোটের আগে ছবিটায় একটু রদবদল ঘটেছে। বিভিন্ন দুষ্কর্মে জড়িয়ে অধিকাংশ 'গ্যাং'র প্রধানরাই জেলে। তাই এবার কোন দলের পক্ষে থাকবে, তা ঠিক করে উঠতে পারছে না তাদের একনিষ্ঠ শাগরেদরা।

আধা সামরিক বাহিনীর কড়া হুঁশিয়ারি রয়েছে এবার। এই পরিস্থিতিতে নেতৃত্ববিহীনভাবে কাজ করতে গেলে ধরা পড়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তবু এর মাঝেও ভোটপর্বে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতীকে স্থানীয় পর্যায়ে দেখা যাবে বলে খবর। এদের কেউ কেউ নেতৃত্বের নির্দেশে, কেউ আবার নেতৃত্বের অভাবে নিজেরাই গিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। তবে নেতা সশরীরের পুরোভাগে না থাকায় এদের কাজের ধরনে বেশ কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছেই। যে রাজনৈতিক নেতাদের আশ্রয়েই থাকুক না কেন, এই সমস্ত 'কুখ্যাত'দের সাফ কথা, বুথের ধারেকাছে তারা কেউ যাবে না। শুধুমাত্র ভোটারদের ভীতি প্রদর্শনের কাজই করবে। রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা অগত্যা এবিষয়ে সহমত পোষণ করলেও কীভাবে সেই কাজ সম্পূর্ণ হবে, তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে।

বিশেষ সুত্রের খবর, দলনেতারা না থাকায় কাজের কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই। তবে প্রয়োজনমতো এমন অনেক কুখ্যাত দুষ্কৃতীই (যারা এবার ভোটে নামবে) সময় করে দেখার করার অছিলায় আলিপুর বা দমদম সংশোধনাগারে গিয়ে উপযুক্ত পরামর্শ নিয়ে আসছে জেলবন্দি সেই নেতাদের। ইতিমধ্যে এ বিষয়ে সব থেকে এগিয়ে রয়েছে রাজেশ নায়েকের 'গ্যাং'। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দলবদল করে রাজেশ নায়েকের ছেলেরা শাসক শিবির থেকে গেরুয়া শিবিরে নাম লিখিয়েছে। তাই বাকিদের ছন্নছাড়া হওয়ার সুযোগ নিয়ে এবার দমদম-বারাসত কেন্দ্রে গেরুয়া শিবিরের হয়ে খাটতে দেখা যাবে রাজেশ নায়েকের একাধিক শাগরেদকেই। যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ল্যাংড়া সুকেশ, পাতিপুকুরের বেড়াল, রাজারহাটের অসিত মণ্ডল, ওড়িশার সানি, মধ্যমগ্রামের গুড্ডু। তবে পিছিয়ে থাকতে রাজি নয় শাসক শিবিরও। দমদম, মধ্যমগ্রাম অঞ্চলে শাসক শিবিরের হয়ে চোখ রাঙানোর কাজ করতে তৈরি মিঠু মোদক, খুদে, মাস্তু। এছাড়াও দুখুয়ার পুরানো শাগরেদদের মধ্যে সালাউদ্দিন ও তারিফকে শাসক শিবিরে দেখা যাবে। একইভাবে দমদম ও রাজারহাট-গোপালপুর এলাকায় শাসক শিবিরের হয়ে অপারেশনের দায়িত্বে থাকছে গেদুর একনিষ্ঠ শাগরেদ নাটা কার্তিক।

একদা লালপার্টির 'গড়' বলে পরিচিত দমদমে এবার কুখ্যাতদের নিয়ন্ত্রণে কিছুটা পিছিয়ে বাম শিবির। যে অঞ্চলে সি পি এম নেতাদের কথায় দুষ্কৃতীরা বাঘ-গরুকে একঘাটেও জল খাইয়েছে, এবার সেখানেই এলাকা নিয়ন্ত্রণে কিছুটা হলেও এবার পিছিয়ে লাল শিবির। তবে পুরানাদের কয়েকজনের সমর্থন এখনও তারা পাচ্ছে।

নব্বইয়ের দশক থেকে সি পি এমের ছত্রচ্ছায়ায় থাকা পিনাকী মিত্র এখনও শিবির বদল করেনি। তাই সে জেলে থাকলেও লালপার্টির হয়ে দাপিয়ে বেড়াতে দেখা যাবে তারই শাগরেদ লাল্টু, ক্যারাটে মনোজকে। তবে এবার ভোটের ময়দান মিস করবে দমদমে 'ভোট মেশিনারি'র এক পুরানো কান্ডারিকে। অপরাধজতগকে প্রায় বিদায় জানিয়ে 'ব্যবসায়ী' হয়ে যাওয়া একদা দমদমের অলিখিত 'ডন' হাতকাটা দিলীপ এবার ভোটের ময়দানে নামছে না বলেই খবর।

সৌজন্যে—বর্তমান

মার্কিন কোর্টে পাসপোর্ট কপি দেবেন না সনিয়া

নিউ ইয়র্ক—১৯৮৪ সালের শিখ -বিরোধী দাঙ্গা সংক্রান্ত একটি মামলার ব্যাপারে সনিয়া গান্ধীর পাসপোর্টের কপি চেয়েছিল একটি মার্কিন আদালত। কিন্তু 'নিরাপত্তাজনিত কারণ' দেখিয়ে তা জমা দিতে অস্বীকার করলেন কংগ্রেস সভানেত্রী। সনিয়ার দাবি, পাসপোর্টের তথ্য জানানোর অনুমতি ভারত সরকার তাঁকে দেয়নি। তবে সংশ্লিষ্ট মামলার বিচারের করার ক্ষেত্রে ওই মার্কিন আদালতের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলে যে পিটিশন দাখিল করেছিলেন, তা তুলে নিয়েছেন ইউপিএ চেয়ারপার্সন।

দিল্লির শিখ-বিরোধী দাঙ্গায় অভিযুক্ত আড়াল করার চেষ্টা করছেন সনিয়া, এই মর্মে মার্কিন আদালতে মামলা দায়ের করেছিল 'শিখ্স ফর জাস্টিস' (এসএফজে) নামে একটি মানবাধিকার সংগঠন। এসএফজে-র দাবি, আদালতে হাজিরা দেওয়ার জন্য ২০১৩-র সেপ্টেম্বরে সনিয়ার কাছে সমনও গিয়েছিল, এবং তা পাঠানো হয়েছিল নিউ ইয়র্কের স্লোয়ান কেটারিং হাসপাতালের কর্মীদের হাত দিয়েই। উল্লেখ্য, ওই হাসপাতালে সনিয়া প্রায়ই চিকিৎসা করাতে যান। কিন্তু সনিয়ার দাবি ছিল, কোনও সমন তিনি পাননি। এরপরই সংশ্লিষ্ট আদালত তাঁকে পাসপোর্টের কপি জমা দিতে বলে, যাতে বোঝা যায় ২০১৩ সালের ২-১৩ সেপ্টেম্বর সনিয়া মার্কিন মুলুকে আদৌ ছিলেন কি না। সনিয়ার আইনজীবী রবি বাটিরার কথায়, 'আমার মক্কেলের কিছুই লোকানোর নেই। তিনি এই মামলা লড়বেন।' অন্য দিকে, এসএফজে-র দাবি, এই ঘটনায় প্রমাণিত হল সমন পাঠানোর সময় সনিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই ছিলেন।

—সংবাদসংস্থা

তৃণমূলের কাঠগড়ায় সংবাদমাধ্যমের একাংশ

'পেড নিউজে'র অভিযোগে সরব মুকুল

সংবাদমাধ্যমের একাংশের বিরুদ্ধে 'টাকার বিনিময়ে খবর' করার অভিযোগকে ফের সামনে আনল তৃণমূল। সম্প্রতি একের পর এক ঘটনায় আদালতে 'অস্বস্তি'র মুখে পড়েছে রাজ্য সরকার। আদালতের পর্যবেক্ষণের প্রেক্ষিতে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরগুলিকে রবিবার 'পেড নিউজ' বলে মন্তব্য করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মুকুল রায়।

এদিন সকালে রাজারহাটে কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করার পরে মুকুল বলেন, "কোর্ট পর্যবেক্ষণ জানাচ্ছে। সেই পর্যবেক্ষণ রায়ের ক্ষেত্রে প্রতিফলিতও হল না। অথচ মুখের একটা শব্দ নিয়ে কিছু কিছু সংবাদমাধ্যম যে ধরনের ভূমিকা নিচ্ছে, আমরা বিশ্বাস করছি এটা টাকার বিনিময়ে খবর। কিছু রাজনৈতিক দলের তরফে এই টাকা দেওয়া হচ্ছে।" প্রসঙ্গত, গত বুধবার পারুই-কাণ্ডে রাজ্য পুলিশের ডিজি জি এম পি রেড্ডির ভূমিকায় 'ক্ষোভ' প্রকাশ করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত মন্তব্য করেছিলেন, "এতখানি ঔদ্ধত্য হয় কী করে!" পরের দিন আমতা গণধর্ষণ-কাণ্ড নিয়েও হাইকোর্টের ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য সরকার। ওই মামলায় বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত মন্তব্য করেন, "আদালত কী নির্দেশ দেবে, তা দেখেই কি পুলিশ কাজ করবে?" হাইকোর্টের পাশাপাশি সারদা-কাণ্ডে তদন্ত নিয়ে সুপ্রিম কোর্টেও ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য।

আদালতের এই সকল পর্যবেক্ষণ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের প্রেক্ষিতেই মুকুলের এদিনের মন্তব্য। শাসকদলের তরফে এ ধরনের অভিযোগ অবশ্য প্রথম নয়। পার্ক স্ট্রিট ধর্ষণ-কাণ্ড থেকে শুরু করে কামদুনি, পারুই থেকে সারদা কেলেঙ্কারি—প্রতি ক্ষেত্রেই রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলে, তা সংবাদমাধ্যমের 'অপপ্রচার' বলেই দাবি করেছেন তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনীতির কারবারিদের মতে, একের পর এক মামলায় আদালতের মন্তব্যের জেরে তৈরি হওয়া 'অস্বস্তি' কাটাতে দলনেত্রীর পথকেই বেছে ছিলেন মুকুল।

আইনজীবী তথা কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মনে করেন, তৃণমূল সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদরে এই মন্তব্য 'আদালত অবমাননা'র সামিল। বিকাশরঞ্জন বলেন, "মুকুলবাবু পেড নিউজ কথার অর্থ জানেন না! এই কথা বলার মধ্যে দিয়ে উনি প্রকৃতপক্ষে আদালতের অবমাননা করলেন।"

নির্বাচন কমিশনের কাছে শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধীদের অভিযোগ সম্পর্কে এদিন মুকুল বলেন, "২০০৯, ২০১১'র নির্বাচনের সময় এ রাজ্যে রাজনৈতিক খুনের সংখ্যা আমরা দেখেছি। কিন্তু এবার জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে একটাও রাজনৈতিক খুন হয়নি।" যার প্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর মন্তব্য, "এরা মুখে যা বলছে কাজে তার উল্টোটা করছে। আমাদের হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া। প্রতিটি এলাকায় শান্তিপূর্ণ প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে।"

VACANT TWO STORY SINGLE FAMILY HOME FOR SALE

TWO STORY SINGLE FAMILY HOME IN
SECTOR 1 OF SALT LAKE, KOLKATA
(WALKING DISTANCE TO CITY CENTER AND PLANNED METRO STATION)

FOR 3.2 CRORES. THE HOUSE IS ON 4+ KOTTAHS, HAS TWO INDEPENDENT FLOORS HAVING 3 BED ROOMS, 2 WESTERN STYLE BATH ROOMS, TWO GARAGES, KITCHEN AND LIVING ROOM. THERE ARE NO TENANTS.

Please contact : **JAYANTA GUHA**
at **jkguha@yahoo.com** or call at **(818)-610-8926.**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাঠকদের প্রতি অনুরোধ

যেকোনও বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত মতামত জানাতে সংক্ষেপে চিঠি লিখুন।
পরিষ্কার বাংলায় হাতে লেখা বা টাইপ করা চিঠি ই-মেল / স্ক্যান বা ডাকে পাঠান।

চিঠি পাঠানোর ঠিকানা ঃ
email : dcha42@aol.com or
Dilip Chakrabarti - 2418A, 2nd Street,
Fort Lee, NJ-07024

অনির্বাচিত লেখা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।

34th North American Bengali Conference 2014

Hyatt Regency Orlando, Florida
July 4th, 5th and 6th, 2014
Organized by **Cultural Association of Bengal** along with
Bengali Society of Florida and other Partner Organizations
www.nabc2014.com

REGISTRATION FORM - BENEFACTOR / DONOR

Personal Information (* fields are required) **PLEASE PRINT IN CAPITAL**

Title*	First Name*	Middle Name	Last Name*
Address Line 1*			
Address Line 2			
City*	State*	Zip*	Country
Phone*	Email*	Organization that requested you to register	

A. Event Registration: Category and Rate (select one only)

☐ **Benefactors: $750 & up donation**

- Family Registration (2 adults and 2 children up to 21 years)
- Recognition in Website
- Reserved Area Seating

☐ **Donor ($1500) and up donation**

- Donor Badges (2 adults and 2 children up to 21 years)
- Recognition in Website
- 3 nights Complimentary hotel
- Reserved Area Seating

B. Family Information **For more than 2 children upto 21: (Add $80 for each)** **Number of additional child**

Title	Spouse First Name	Spouse Middle Name	Spouse Last Name
First Child Name	Age	Second Child Name	Age
Third Child Name	Age	Fourth Child Name	Age

C. Extended Family Information **(Add $100 for each)** **Number of additional adult**

First Individual Name	Age	Second Individual Name	Age
Third Individual Name	Age	Fourth Individual Name	Age

Payment Method (Select one payment method) **(sum of boxes A + B + C)** **Total Amount $**

☐ Check (payable to: NABC 2014)

☐ Visa

☐ Mastercard

Hotel Selection: Check-In ___/___/ 2014 Check-Out ___/___/ 2014
Number of Rooms: ________ Total number of Guests: ________

☐ **Hyatt Regency Orlando** ☐ **Hilton Orlando**

Note: Hotel charges will be charged separately from Registration amount.

Mail the Registration to:

CHITTA SAHA
4 ENTRANCE WAY,
PURDYS, NY 10578

Checks payable to : NABC2014
Payable in US dollars only
$35 charge for returned checks

Credit Card Info:
Account Number:______________________ ccv:_______ Exp. Date:____/____
Account Holder Name:______________________________________

I agree to pay the above charges. I authorize CAB to charge this amount to my credit card
Authorized Signature: Date:

Terms and Conditions *

1) No forms will be accepted unless signed and dated. 2) Cancellation Policy - Refund Request in writing will be honored till 1st May, 2014 (less $35 admin charge). No refunds request will be accepted after 1st May, 2014. 3) There will be a $35 charge for Returned Check. 4) For all registration questions please email to: registration@nabc2014.com

☐ **I, the registrant, do hereby agree to the terms and conditions stated above** *

Signature: Date:

Official Use Only - **Confirmation Number:** **Processed By:** **Date:**

34th North American Bengali Conference 2014

Hyatt Regency Orlando, Florida
July 4th, 5th and 6th, 2014
Organized by **Cultural Association of Bengal** along with **Bengali Society of Florida** and other Partner Organizations
www.nabc2014.com

REGISTRATION FORM - STANDARD

Personal Information (* fields are required) PLEASE PRINT IN CAPITAL

Title*	First Name*	Middle Name	Last Name*
Address Line 1*			
Address Line 2			
City*	State*	Zip*	Country
Phone*	Email*		
Did you attend NABC before? ☐ Yes ☐ No	Organization that requested you to register		

A. Event Registration: Category and Rate (select one only) Rates valid till 30th April, 2014

☐ Student ($80) ID required	☐ Individual ($110)	☐ Couple ($180)
☐ Family with 1 Child between 6 - 21 years ($210)	☐ Family with 2 Children between 6 - 21 years ($230)	

B. Family Information For more than 2 children upto 21: (Add $80 for each) Number of additional child ☐

Title	Spouse First Name	Spouse Middle Name	Spouse Last Name

First Child Name	Age	Second Child Name	Age
Third Child Name	Age	Fourth Child Name	Age

C. Extended Family Information (Add $110 for each) Number of additional adult ☐

First Individual Name	Age	Second Individual Name	Age
Third Individual Name	Age	Fourth Individual Name	Age

Payment Method (Select one payment method) (sum of boxes A + B + C) Total Amount $ ☐

☐ Check ☐ Visa ☐ MasterCard

Mail the Registration to:
CHITTA SAHA
4 ENTRANCE WAY,
PURDYS, NY 10578

Checks payable to : NABC2014
Payable in US dollars only
$35 charge for returned checks

Credit Card Info:
Account Number:________________ ccv:______ Exp. Date:____/____
Account Holder Name:______________________________

☐ I agree to pay the above charges. I authorize CAB to charge this amount to my credit card
Authorized Signature: ☐ Date: ☐

Terms and Conditions *

1) All children over 4 years must register with parents. 2) Children registering with parents should be 21 years of age or under. 3) Individuals who have registered as students, must show their student badges when checking in at the conference. 4) There will be a $35 charge for Returned Check. 5) Cancellation Policy - Refund Request in writing will be honored till 1st May, 2014 with a 25% administration fee, refunds cannot be processed after 1st May, 2014. 6) Higher rates for "walk-in" Registration. 7) For all registration questions please email to: registration@nabc2014.com

☐ **I, the registrant, do hereby agree to the terms and conditions stated above** *

Signature: ☐ Date: ☐

Official Use Only -	**Confirmation Number:**	**Processed By:**	**Date:**

NABC 2014, ORLANDO, FLORIDA

BENGALI MOVIE FESTIVAL JULY 4th-6th, 2014 ORLANDO

On behalf of the Cultural Association of Bengal and the Bengali Society of Florida, we welcome you, your family and your friends to join the Bengali Film Festival in NABC 2014, which will be a star-studded unique event. We tried to organize our film festival this time at a scale not seen in past years.

This year's film festival is going to be a special event showcasing some of the latest films - box office hits as well as critically acclaimed ones.

Not only that, we are also going to have insightful discussion with the renowned Directors and the famous stars.

We also invite you go behind the scenes and hear about the experiences of film-making directly from the producers, directors and actors who made it all happen in the first place. This is not something you will ever experience watching the film at home or even at a movie theater.

So, please come and find your perfect cultural entertainment here ... And together let us make it a grand success!!

অভিনয়ে — (প্রবেশানুসারে) সুনীল: ঋত্বিক চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত: কৃষ্ণেন্দু দেওয়ানজি, লিলি: রুমা পোদ্দার, অরুণ: রক্তিম দত্ত, বুলা: অন্তরা বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি: প্রান্তিক চৌধুরী, কুর্চি: পৌলোমী বসু, মনোজ: সম্রাট ঘটক, গঞ্জনা: অস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পিটু: তন্ময় শূর, চটক চট্টরাজ: গৌতম মুখোপাধ্যায়, কেকা: ইলোরা ভট্টাচার্য, সিকিউরিটি ও বেয়ারা: প্রবীর বসু

ACTORS - (IN ORDER OF APPEARANCE): SUNIL: Ritwick Chakraborty, SRIKANTA: Krishnendu Dewanji, LILY: Ruma Poddar, ARUN: Raktim Dutta, BULA: Antara Banerjee, RABI: Prantik Choudhury, KURCHI: Poulami Basu, MANOJ: Samrat Ghatak, GANJANA: Asmita Banerjee, PITTU: Tanmay Sur, CHATAK CHATTARAJ: Gautam Mukherjee, KEKA: Elora Bhattacharya, SECURITY & BEARER : Prabir Basu

কে?

ডা. সুনীল সেন। স্ত্রী কুর্চি সেনের সঙ্গে ঝামেলা। এসে উঠেছেন বোন আর ভগ্নিপতি বুলা আর অরুণের বাগানবাড়িতে। কুর্চির প্রেমিক হল মনোজ। সফল ব্যবসায়ী। একদিন সকালে শ্রীকান্ত গুপ্ত নামে জনৈক আগন্তুক এসে সুনীলের সঙ্গে দেখা করে জানায় সুনীলের পেশেন্ট লিলি শ্রীকান্তর স্ত্রী। লিলি সেদিন সকালে আত্মহত্যা করেছে। তার কারণ লিলি নাকি সুনীলের প্রেমিকা এবং সে অন্তঃসত্ত্বা ছিল। শ্রীকান্ত সুনীলকে প্রাণের হুমকি দেয়। সুনীল আত্মরক্ষার জন্য তার কলেজ জীবনের বন্ধু ও বর্তমানে পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসার রবির কাছে যায়। কিন্তু রবিকেও মেরে জখম করে শ্রীকান্ত। অগত্যা অরুণের বুদ্ধিতে সবাই মিলে গেল এক প্রাইভেট গোয়েন্দা চটক চট্টরাজের কাছে। চটক চট্টরাজ কি পারল এই রহস্যের সমাধান করতে?

COMPOSITION

LIGHT
Design: Joy Sen
Casting: Sujit Ghosh

STAGE
Concept: Debasish Ray
Design: Madan Gopal Halder
Props: Prithwis Rana

MUSIC
Design and arrangements: Drono Acharya
Application: Anindya Nandy

MAKE UP: Aloke Debnath

COSTUME: Agnimitra Paul

PUPPETRY: Sudip Gupta

CALLIGRAPHY & STILL PHOTOGRAPHY: Abhijit Nath

ASSISTANT DIRECTOR: Subhayan Bhattacharjee

OTHER ASSOCIATES: Chandranath Roy, Ranjan Dutta, Abhijit Ghatak, Luna Ghosh, Surojit Pal, Manas Jana and Barun Nandy

BENGALI MOVIE SPOTLIGHT

ROYAL BENGAL TIGER

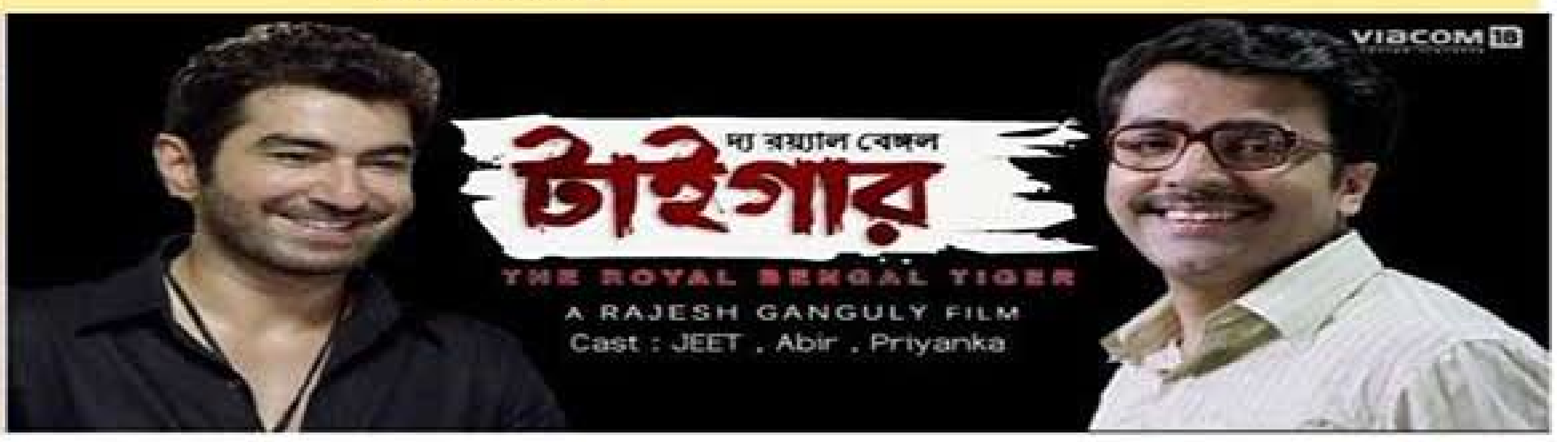

NABFF

North American Bengali Film Festival
Jul 4-7, 2014, Orlando, Florida

Sandip Ray's চার

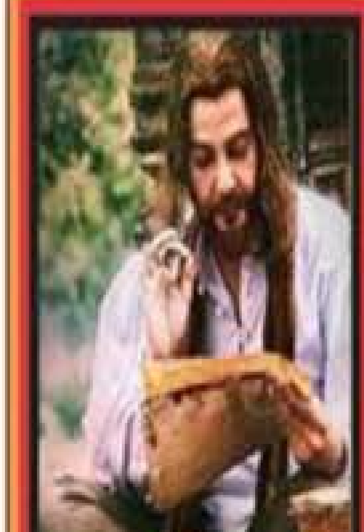

কৃষ্ণকলি

নাটক: থানা থেকে আসছি

Memorable Drama

Krishnakumar Kunnath

SUNDAY JULY 6TH

SUPER STAR K K NIGHT

PERFORMING OVER TWO HOURS WITH HIS BAND

We have the most impressive line up of musical artists from Bengal and Bollywood, a mix of new and old, rock and classical, famous and upcoming.

Rupankar	Anupam Roy	Subhomita	Bappi Lahiri
Sadhana Sargam	Chandrabindoo	Anandi Basu	Shovan Ganguly
Sandipan Samajpati	Kumar Mukherjee	Shreya Guha Thakurta	Shubhojyoti Guha

for more details, please visit website www.nabc2014.com

NABC 2014 ORLANDO, FLORIDA

FILM PERSONALITIES

Presence of eminent Film artists of Tollywood

NABC 2014 Venue Hyatt Regency Orlando

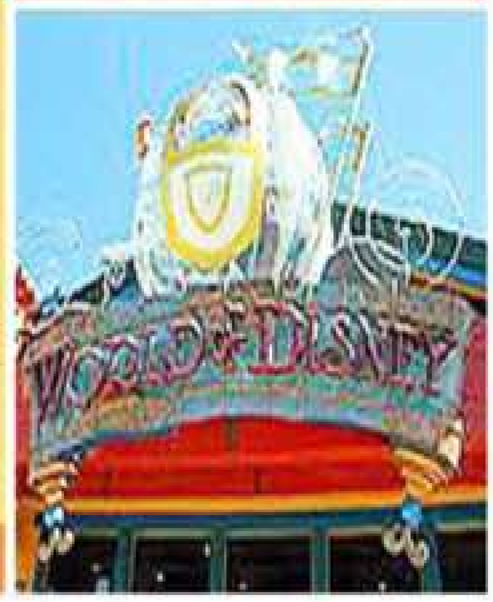

রাস্তায় গাড়ি আর ফুটপাথে হকার। পায়ে চলার 'পাথ' নেই। নিয়মকানুনের ধার কেউ ধারেন না। বেচারা নাগরিক যাবেন কোথায়? দুর্দশা তুলে ধরতে মহানগরের ব্যস্ত তিনটি রাস্তায় পথচারী 'এবেলা'

পথচারীদের জন্য গড়ে তিন ফুট

দেবাশিস ঘড়াই

দশ ফুট চওড়া ফুটপাথের কোথাও সাত, আবার কোথাও বা ন'ফুট এলাকাই দখলদারদের কব্জায়। গড়ে মাত্র তিন ফুট জায়গা পড়ে থাকে পথচারীদের জন্য। কোনও কোনও জায়গায় পাশাপাশি দু'জন একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারবেন না। সেইটুকু জায়গা দিয়েই পড়িমড়ি করে চলছে মানুষের ঢল। জায়গা ক্রমশ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় ফুটপাথ ছেড়ে অতঃপর রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে চলা। প্রতিদিন ধর্মতলা মোড় থেকে লিন্ডসে স্ট্রিট মোড়, আর একটু এগিয়ে জাদুঘর পর্যন্ত এ ভাবেই হকার-রাজ সামলে দৌড়চ্ছেন শহরবাসী!

আক্রমণাত্মক। দরদাম করলে জিনিসপত্র কেনাকে এক প্রকার বাধ্য করানো হয়। একাধিক জিনিস দেখার পরেও যদি ক্রেতা তা না কিনেই চলে যান, তা হলে বিদ্রুপ-টিটিকিরিও হজম করতে হতে পারে—সংক্ষেপে এই হল ধর্মতলার হকারদের একাংশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্তদের সাধ্যের মধ্যে পছন্দের জিনিস কেনার একমাত্র জায়গা এই ধর্মতলার ফুটপাথ। সেটিই আবার সাধারণ মানুষের চলাচলের পথে বড় বাধা।

এলাকায় সমস্ত ধরনের দোকানই রয়েছে। খাবার, পোশাক, পারফিউম, জুতো থেকে শুরু করে 'শো পিস', অ্যালবাম, পার্স, রুমালের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় টুকিটাকিরও হদিস মিলবে এখানে। রসিকতা করে এ-ও বলা যায় 'যারা নেই ধর্মতলায়, তাহা নেই রাজ্যে'!

কিন্তু এই হকার রাজত্বের জন্যই প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ মূল সড়কের উপর দিয়েই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে হাঁটতে বাধ্য হচ্ছেন। পুলিশ ও ইউনিয়নের সঙ্গে 'অলিখিত বোঝাপড়া'য় প্রায় সাড়ে চার হাজার হকার ফুটপাথের এই 'স্বীকৃত' মালিক। লেনিন সরণি ও চাঁদনিচক মিলিয়ে এই সংখ্যাটা আরও হাজার হবে। পুলিশ অবশ্য গার্ডরেল দিয়ে ফুটপাথে উপরে পড়া ভিড়কে নিয়ন্ত্রণের একটা চেষ্টা চালাচ্ছে। পথচারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য এলাকায় অনেক গ্রিন পুলিশও রয়েছেন। কিন্তু তাতে আখেরে কোনও লাভ হচ্ছে না। লিন্ডসে স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়ানো এক ট্র্যাফিক পুলিশের কথায়, "গার্ডরেল দিয়ে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কিন্তু সত্যি কথা বললে, এ ভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করাটা মুশকিল!"

কলকাতা পুরসভার তথ্য বলছে, ১০ বছর আগে যেখানে ধর্মতলা-চাঁদনিচক এলাকায় হকার ছিল প্রায় তিন হাজার, সেখানে বর্তমানে এই সংখ্যাটা সাড়ে পাঁচ হাজার। পুরসভার তরফে সম্প্রতি হকারদের নিয়ে একটি সমীক্ষার চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয়নি। কারণ হিসেবে রাজনৈতিক চাপকেই দায়ী করেছে পুর প্রশাসনের একাংশ। প্রধানত শাসক দলের ইউনিয়নের হাতেই থাকে এই হকার-রাজের নিয়ন্ত্রণ। মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের অবশ্য দাবি, হকারদের বিষয়ে ইতিমধ্যেই পুরসভায় আলোচনা হয়েছে। তবে উচ্ছেদ কাউকেই করা হবে না।

তবে কোনও এক দুপুরে এই ধর্মতলাতেই ডালা নিয়ে হকারদের ছুটোছুটি দেখলে অবাক হবেন না। সে সময়ে আওয়াজ ওঠে, "পালিয়ে চল। হল্লাগাড়ি (পুলিশের বড় ভ্যান) এসেছে!" কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরপাকড় চালিয়ে পুলিশ ফুটপাথ ফাঁকা করে দেয়। পথচারীদের ক্ষণিকের স্বস্তি। পুলিশের সঙ্গে 'বোঝাপড়া' সেরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফের দখল ফুটপাথ।

আর এই পুলিশি ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে হকারদের রক্ষাকবচ সেই ইউনিয়নই। তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হলে এই রাজত্বের রং ও পাল্টে যায়।

কিন্তু পাল্টায় না পথচারীদের দুর্দশা!

সৌজন্যে—এবেলা

উদ্বেগ, অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে পড়েছে সংখ্যালঘুদের মধ্যে

বাসুদেব ধর

ঢাকা—গত ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের পর সাম্প্রদায়িক হামলার শিকার হয়ে দিনাজপুর সদর উপজেলার কর্নাই গ্রাম থেকে দুই হিন্দু পরিবারসহ ১১ জনের ভারতে চলে যাওয়ার পর পাশ্ববর্তী ঠাকুরগাঁও জেলা থেকে ৩০টিরও বেশি হিন্দু পরিবারের দেশত্যাগের খবর পাওয়া গেছে। ঠাকুরগাঁওয়ের সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নের ভাতগাঁও গ্রামের জীতেশ চন্দ্র রায়, হরিকেশ রায়, সনুরাম রায়, গোপালপুর গ্রামের মহেশ চন্দ্র রায় ও যোগেন চন্দ্র রায়ের পরিবার এদের অন্যতম। এলাকা থেকে পাওয়া খবরে বলা হয়েছে, ঠাকুরগাঁওয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অপরাধে নির্বাচনবিরোধী জামায়াত-বিএনপি কর্মীরা হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা চালায়। সুনির্দিষ্টভাবে এই হামলার জন্যে দায়ী করে পাঁচটি মামলা হয়। কিন্তু অনেকেই গ্রেফতার হয়নি, যে কয়েকজনকে ধরা হয়েছিল তারা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জামিন নিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখন মামলা তুলে নেওয়ার জন্যে হিন্দুদের হুমকি দিচ্ছে।

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার সালন্দর ইউনিয়নের দস্তারাম গ্রামের বৃদ্ধ সমারু বর্মন রায় অভিযোগ করেন, ভোট দিতে গিয়ে তিনি হামলার শিকার হন। নির্বাচনবিরোধী তাঁর ছেলে অবিনাশের পা দুটি গুঁড়িয়ে দিয়েছে। থানার অভিযোগ করা সত্ত্বেও প্রতিকার মেলেনি। এমন অভিযোগ আরও অনেকের। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ঠাকুরগাঁ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইন্দ্রনাথ রায় জানিয়েছেন, নির্বাচনের পরপরই সদর উপজেলার আটটি ইউনিয়ন ও রানীশংকৈল উপজেলার দুটি ইউনিয়নে সংখ্যালঘু ও আদিবাসী গ্রামগুলোর ওপর হামলা হয়। বাড়িঘর ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এসব ঘটনায় জড়িতরা কেউ গ্রেফতার না হওয়ায় হামলার শিকার পরিবারগুলো ভারতে চলে গেছে। আশপাশে হিন্দুদের মধ্যেও উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা ছড়িয়ে পড়েছে।

দিনাজপুর জেলার চিরিরবন্দর উপজেলায় ওকড়াবাড়ি হাটে হিন্দু সম্প্রদায়ের ৪৭টি ও আওয়ামি লিগ সমর্থকদের ৫টি দোকান লুটপাটের পর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তরা অভিযোগ করেছেন, নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অপরাধে জমায়াত-বিএনপির কর্মীরা এই হামলা চালায়। ক্ষতিগ্রস্তরা বলেছেন, হামলার পর প্রায় দু'মাস অতিক্রান্ত হলেও জেলা কিংবা উপজেলা প্রশাসনের কেউ ঘটনাস্থলে যাননি। যাননি এলাকার সাংসদও। যাকে ভোট দেওয়া কারণে এই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে সেই সাংসদ, যিনি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীও, এলাকায় যাননি। সরকারিভাবে কোনও সাহায্য সহযোগিতাও পাওয়া যায়নি। একই অবস্থা চিরিরবন্দর উপজেলার রানীরবন্দর, ভুষিরবন্দর ও খানসামা উপজেলার কয়েকশ পরিবারের। যারা এই হামলা চালিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে ভয়ে কেউ মামলা করেনি। ফলে হামলাকারীরা বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে, আর হামলার শিকার পরিবারগুলোর মধ্যে দেশত্যাগের চিন্তাভাবনা ছড়িয়ে পড়ছে।

ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হানা, হত ২০

ছত্তিশগড়ে ফের মাওবাদী হামলায় মারা গেলেন ২০ জন নিরাপত্তারক্ষী। হতদের মধ্যে রয়েছেন ১৫ জন সি আর পি এফ জওয়ান। ৫ জন পুলিশকর্মী। ভোটের আগে এত বড়মাপের মাওবাদী নাশকতার ঘটনায় ছত্তিশগড়ের প্রশাসন সতর্ক। আরও বড় সংখ্যায় ব্যাপকভাবে সি আর পি এফও কোবরা জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়েছে রাজ্যজুড়ে। হামলাকারী মাওবাদী দলের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে ঘন জঙ্গলে। ঠিক এই জায়গাতেই ২০১০ সালে ৭৬ জন পুলিশকর্মীকে মেরেছিল মাওবাদীরা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীলকুমার সিন্ধে জানিয়েছেন, মাওবাদীদের ছাড়া হবে না। তাদের খুঁজে বের করা হবে। অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল (ইনটেলিজেন্স) মুকেশ গুপ্তা জানিয়েছেন, হতদের মধ্যে রয়েছেন ১৫ জন সি আর পি এফ জওয়ান, ৫ জন পুলিশকর্মী। মাওবাদী হামলা থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছেন ৪৪ জন জওয়ান। বাকিরা প্রত্যেকেই ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লাসহ প্রদেশ কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কনভয়ে বড়সড় হামলার ঘটনার পর এক বছরও কাটেনি। সেই হামলা হয়েছিল ২০১৩ সালের ২৫ মে। তারপর কয়েকটি ছোটখাট হামলা হলেও ভোটের ঠিক মুখেই এত বড় নাশকতায় মাওবাদীরা বুঝিয়ে দিয়ে গেল, এবার ছত্তিশগড়ে লোকসভা ভোট খুব সহজ হবে না।

ঘটনার সূত্রপাত সকাল ১০টা ১৫ নাগাদ। মাওবাদীদের খোঁজে প্রায় ৬৫ জনের একটি সি আর পি এফ ও পুলিশের মিলিত দল ঢুকেছিল সুকমা জেলার দর্ভাঘাটি এলাকায় ঝিরাম নালার কাছে ঘন জঙ্গলে। ছত্তিশগড়ে পুলিশের ডি আই জি দীপাংশু কাবরা জানিয়েছেন, ৮০ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সি আর পি এফ জওয়ানরা ছাড়াও সুকমা থানার পুলিশকর্মীরাও ছিলেন। রায়পুর থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে দান্তেওয়াড়ার ঝিরাম ঘাঁটি এলাকা বরাবরই নকশালদের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। প্রশাসনের ধারণা, টোঙ্গাপাল অরণ্যে আগে থাকতেই ফাঁদ পেতে রেখেছিল মাওবাদীরা। পেতে রাখা হয়েছিল

ল্যান্ডমাইন। মাইন বিস্ফোরণের পাশাপাশি নির্বিচারে গুলিবৃষ্টি শুরু করে প্রায় ২০০ মাওবাদীর একটি দল। হামলার মুখে পড়ে হতচকিত সি আর পি এফ ও পুলিশবাহিনী ঠিকমতো প্রত্যাঘাত করার সুযোগ পায়নি। দু'পক্ষের গুলিবৃষ্টির মধ্যে পড়ে মারা যান এক সাধারণ গ্রামবাসী। জখম হন চারজন। হতদের মধ্যে সি আর পি এফের এক অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্যান্ডান্টও রয়েছেন। কম করে ১৫টি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র লুট করেছে মাওবাদীরা।

দিল্লিতে সি আর পি এফ-এর ইনসপেক্টর জেনারেল (অপারেশনস) জুলফিকার হাসান জানিয়েছেন, বায়ুসেনার দুটি হেলিকপ্টারে রায়পুর ও জগদলপুর থেকে সঙ্গে সঙ্গেই অতিরিক্ত বাহিনী পাঠানো হয়েছে ঘটনাস্থলে। সি আর পি এফ জওয়ান ছাড়াও সেই যৌথ বাহিনীতে রয়েছে কোবরা জওয়ানরা। হামলার খবর পেয়ে মুখ্যমন্ত্রী রমন সিং সব কর্মসূচি বাতিল করে দেন। জরুরি বৈঠকে ডাকেন মুখ্যসচিব, ডি আই জিসহ উচ্চ প্রশাসনিক আধিকারিকদের। ভোটের আগে রাজ্যের নিরাপত্তা খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আর কী কী আপৎকালীন ব্যবস্থা নেওয়া যায়, তা আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। প্রশাসনের ধারণা, ওড়িশা থেকে মাওবাদীদের একটি বড় দল ঢুকে এসেছে দান্তেওয়াড়ার কাছে। তারাই হামলায় নেতৃত্ব দিয়েছে। যাতে জওয়ানদের দেহ তুলে আনা যায়, সেজন্য টাকাবাড়ায় প্রধান সংযোগকারী রাস্তায় বড় বাহিনী মোতায়েন হয়েছে। দিল্লিতে এই হামলার নিন্দা করে বিজেপি নেতা রবিশংকর প্রসাদ বলেছেন, ভোটে প্রভাব বিস্তার করতেই এই হামলা। রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'অনুভূতিহীন হিংসার ঘটনা'। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে, ভোট বয়কটের বার্তা দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পরিকল্পিত হিংসা।

সৌজন্যে—বর্তমান

পাঁচশো পাতার রিপোর্ট, তবু সারদা-তদন্তে সন্তুষ্ট নয় কোর্ট

প্রেমাংশু চৌধুরী ● নয়াদিল্লি

সারদা সংস্থার টাকা কোথায় গেল, তা নিয়ে পাঁচশো পাতার রিপোর্ট দিয়েও সুপ্রিম কোর্টকে সন্তুষ্ট করতে পারল না রাজ্য সরকার। বরং রাজ্য সরকারের ওই হলফনামা নিয়ে কার্যত নিজেদের অসন্তোষের কথাই জানিয়ে দিল সর্বোচ্চ আদালত।

সারদা-র আর্থিক কেলেঙ্কারির তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মামলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে সুপ্রিম কোর্ট জানতে চেয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে সারদা যে হাজার হাজার কোটি টাকা তুলেছিল, তা কোথায় গেল? যদি তার তদন্ত না হয়ে থাকে, সেটা গাফিলতি হিসেবেই ধরা হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের ওই প্রশ্নের জবাবে রাজ্য সরকার দু'খণ্ডে প্রায় পাঁচশো পাতার হলফনামা পেশ করেছে। কিন্তু তাতেও সন্তুষ্ট হননি বিচারপতি টি এস ঠাকুর ও বিচারপতি সি নাগাপ্পন। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, ওই হলফনামায় অনেক প্রশ্নের উত্তরই নেই। যথেষ্ট বিশদ তথ্যও দেওয়া নেই। রাজ্যের দেওয়া হিসাবকে 'জৈন হাওয়ালা ডায়েরি'র (১৯৯১ সালের এই মামলায় জৈন ভাইদের যে ডায়েরিটি আদালতে পেশ করা হয়, তাতে একটি অসম্পূর্ণ হিসেব ছিল) সঙ্গে তুলনা করেন বিচারপতি ঠাকুর।

সুদীপ্ত সেন কোথায়, কোন সম্পত্তি কত টাকার বিনিময়ে কিনেছিলেন, তা-ও জানতে পারেনি রাজ্য। বিচারপতিদের প্রশ্ন, তার মানে কি এটাই যে, এই বিষয়টি নিয়ে এর আগে মাথাই ঘামানো হয়নি?

মামলার পরবর্তী শুনানি ২৬ মার্চ। তার আগে রাজ্যকে এ ব্যাপারে সবিস্তার রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সারদা মামলার তদন্তে কেন্দ্রীয় সরকারের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) কলকাতা হাইকোর্টে অভিযোগ তুলেছিল, রাজ্য সরকারের থেকে তারা ঠিকমতো সাহায্য পাচ্ছে না। হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল যাতে, তারা ইডি-কে সাহায্য করে। সুপ্রিম কোর্ট আজ ইডি-কে জানিয়েছে, হাইকোর্টের নির্দেশের পরের রাজ্যের সহযোগিতা মিলছে কি না, তারা যে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের আগে রাজ্য সরকারের থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাচ্ছিল না, তা হলফনামা দিয়ে জানানো হোক।

বিচারপতি ঠাকুর বলেন, "রাজ্য সরকার সহযোগিতা করছেন কি না, আমরা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাই।" এই মামলার তদন্তভার হাতে পেলে তারা কী ভাবে এগোবে—এ দিন সিবিআই-এর কাছেও তা জানতে চেয়েছেন সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে এ দিন কি জানিয়েছে রাজ্য?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এ দিন সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়েছে, সারদা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত মোট ২৮৫টি এফআইআর করা হয়েছে। যার মধ্যে ২৮৮টি মামলায় তদন্ত শেষ করে চার্জশিট পেশ হয়ে গিয়েছে। বাকি ৯৭টি-র তদন্ত দু'তিন মাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। বিচারপতি ঠাকুর বলেন, "যদি আমরা সিবিআইয়ের হাতে তদন্ত তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই, তা হলে কি ওই সব শুনানি এখন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া ঠিক হবে?" আদালতের যুক্তি, তা না হলে রাজ্য সরকার পরে এসে বলতে পারে, অধিকাংশ মামলার শুনানি শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন আর সিবিআই তদন্তের নির্দেশের কী প্রয়োজন? এই শুনে রাজ্যের আইনজীবী হরিশ সালভে যুক্তি দেন, শুনানি স্থগিত থাকলে অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যেতে পারেন। আদালত সেই যুক্তি মেনে নেয়। সিবিআই অবশ্য এ দিন আদালতে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অন্য কোনও রাজ্যে সারদা সংক্রান্ত কোনও মামলার তদন্তভার তারা হাতে নেয়নি।

সারদার আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের মূল প্রশ্ন ছিল, লগ্নিকারীদের থেকে সংগ্রহ করা টাকা গেল কোথায়? এখনও পর্যন্ত তদন্তে এর কী উত্তর মিলেছে? সিবিআই তদন্তের আবেদনকারীদের তরফে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যও বারবার সেই প্রশ্নই তুলেছেন।

এই প্রশ্নের জবাবে আজ রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে, সারদা গোষ্ঠীর লগ্নিকারীদের থেকে নানা উপায়ে ২ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা তুলেছিল। এর মধ্যে ৮ কোটি টাকা বাদ দিয়ে বাকি ২ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা খরচের হিসেব সংস্থার খাতায় মিলেছে। সংবাদমাধ্যম ও অন্যান্য ব্যবসা চালাতে খরচ হয়েছে ১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে শুধু মিডিয়া ব্যবসা চালাতে মাসে ৩৩ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। মিডিয়া শাখার প্রধান, পুলিশের হাতে ধৃত কুণাল ঘোষকে বছরে ৩ কোটি টাকা বেতন দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য লগ্নি ছাড়াও অসমের বিধায়ক অঞ্জন দত্তকে ৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। সারদার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি কিনতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা।

বিচারপতি ঠাকুর মন্তব্য করেন, এই সম্পত্তি নিলাম করেই লগ্নিকারীদের অর্থ ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করা সম্ভব। সুদীপ্ত সেন কোথায়, কোন সম্পত্তি কত টাকার বিনিময়ে কিনেছিলেন, তা-ও রাজ্যের কাছে জানতে চায় সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের বক্তব্য, সম্পত্তির এখন বাজারদর নয়, কত টাকা দিয়ে সেই সম্পত্তি কেনা হয়েছিল, তা জানা প্রয়োজন। তা হলেই বোঝা যাবে, বাকি কত টাকার সন্ধান মিলছে না। সেই টাকা কোথায় গেল, তার তদন্ত করতে হবে। রাজ্য সেই তথ্য দিতে না পারাতেই বিচারপতিরা আদৌ তার তদন্ত হয়েছে কি না, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

এ ব্যাপারে রাজ্যের যুক্তি, বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশনের কাছে এই সব তথ্য রয়েছে। তাই আদালতে সম্পূর্ণ তথ্য পেশ করা সম্ভব হয়নি। আরও সময় প্রয়োজন। আদালতে যে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করতে চায়, তা জানিয়ে দিয়ে বিচারপতি ঠাকুর মন্তব্য করেন, "এইভাবে দিনের পর দিন এই মামলা চলতে পারে না।"

অর্থ মন্ত্রকের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের গুরুতর জালিয়াতি তদন্ত সংস্থা (এসএফআইও)-র কাছেও একই প্রশ্নের জবাব চেয়েছিল শীর্ষ আদালত। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফে অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল সন্তোষকুমার বাগাড়িয়া জানান, তারা পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় সারদার মোট ১৩১টি সম্পত্তিকে চিহ্নিত করেছেন। যার মূল্য ৩৫ কোটি টাকা। সুদীপ্ত সেন ও দেবযানী মুখোপাধ্যায়কে জেরা করা হয়েছে। ৩০০ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সন্ধান মিলেছে। যেগুলিতে সব মিলিয়ে ৫ কোটি টাকা ছিল। বিচারপতি ঠাকুর প্রশ্ন করেন, "স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি মূল্য ১০০ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কে এত কম টাকা রয়েছে! তা হলে টাকাটা কীভাবে সরিয়ে (সাইফন) নেওয়া হল?" ইডি আজ অভিযোগ তোলে, রাজ্য পুলিশের তরফে প্রথমে ঠিকমতো সহযোগিতা করা হচ্ছিল না। তারা কোনও তথ্য দিচ্ছিল না। এখনও পর্যন্ত আটটি এফআইআর-এর বিষয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। এর পরে ইডি-কে কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হতে হয়। ১০ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রাজ্যকে ইডি-কে সাহায্য করার নির্দেশ দেয়।

বিচারপতি ঠাকুর বলেন, রাজ্য পুলিশের ডিজি-রই এই বিষয়টি নিশ্চিত করা উচিত ছিল। হাইকোর্টের নির্দেশের পরে রাজ্য ঠিকমতো সাহায্য করছে কি না, তা-ও জানতে চান বিচারপতিরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্যের আইনজীবী হরিশ সালভে বলেন, সব তথ্যই দেওয়া হবে। বিচারপতি ঠাকুর বলেন, "সালভের নির্দেশের আগে আমাদের নির্দেশ নিন। প্রথমেই অসহযোগিতা, হাইকোর্টের নির্দেশের পরে রাজ্য ঠিকমতো সাহায্য করছে কি না, তা হলফনামা দিয়ে জানাক ইডি।" বিচারপতি ঠাকুর প্রশ্ন তোলেন, এই কেলেঙ্কারি যে পশ্চিমবঙ্গে চলছে, সে বিষয়ে ইডি আগেই অবহিত ছিল কি না? কেউ ইডি-র কাছে সরাসরি অভিযোগ জানিয়েছিল কি না? বাগাড়িয়া জানান, কেউ অভিযোগ করেননি। সংবাদপত্রের রিপোর্ট দেখেই বিষয়টি ইডি-র নজরে আসে।

আরেকটি কেন্দ্রীয় সংস্থা এসএফআইও সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, সারদা গোষ্ঠী যত রকম উপায়ে সম্ভব, তত রকম ভাবেই লগ্নিকারীদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করেছে। চড়া সুদের বিনিময়ে ফিক্সড ডিপোজিট, মাসিক জমা, লগ্নিকারীর নামে জমি কেনার কথা বলেও অর্থ সংগ্রহ করেছেন সারদার এজেন্টরা। এমনকী ২ বর্গফুট জমির বিনিময়েও টাকা তোলা হয়েছে। সারদা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গে রোজ ভ্যালি ও আই-কোর সংস্থার ব্যবসাতেও তদন্ত করছেন বলে জানিয়েছে এসএফআইও।

আদালতের পাঁচ প্রশ্ন

রাজ্য সরকারের রিপোর্টে অনেক প্রশ্নেরই কোনও জবাব নেই

রিপোর্ট এত অগোছালো কেন (অকেটো জৈন হাওয়ালা ডায়েরির মতো)

স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি অনেক, কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা এত কম কেন

ইডি রাজ্যের কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছে কি

প্রতিটি সম্পত্তির নির্দিষ্ট ক্রয়মূল্য জানানো নেই কেন

রাজ্য সরকারের যুক্তি

সারদা-র সফটওয়্যার থেকে পাওয়া তথ্যে ভরসা করা যায় না। বহু ভুয়ো এন্ট্রি আছে। সারদা বন্ধ হওয়ার পরেও টাকা জমার এন্ট্রি আছে। বিজ্ঞাপন দিয়ে লগ্নিকারীদের ডেকে তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে তালিকা তৈরি করেই জানা সম্ভব, সারদা কত টাকা তুলেছিল। বিচারপতি শ্যামল সেন কমিশনই তা-ই করছে।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

ধনকুবেররাই দরিদ্র জনগণের প্রতিনিধি হয়ে রাজ্যসভা আলো করেছেন

৫৮ জন সাংসদ

সম্প্রতি দেশব্যাপী যে ৫৮ জন রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে দিল্লি গেলেন তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচিতি আনুকূল্যে কীভাবে দরিদ্র ভারতবাসীরা উপকৃত হবেন তা পাঠকবৃন্দের গোচরে গেলে অত্যাশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। ন্যায়-নীতি, অনৈতিকতা, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এঁদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই স্ব-স্ব রাজ্যে সমালোচিত চরিত্র হয়েও দেশসেবকের তকমা পেতে কোনও অসুবিধা নেই।

ঠিক একমাস আগে এই ৫৮ জন নির্বাচিত রাজ্যসভার 'রতিনিধিদের ৭০ শতাংশ নব্য সাংসদেরা অর্থ এবং সম্পদের মালিকানায় ক্রোড়পতি। ২৪ শতাংশ অর্থাৎ মোটামুটি ১৪ জন ভাগ্যবানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুরুতর অভিযোগ রয়েছে বিচারালয়ে। খুনের আসামীর তালিকায় রয়েছে বিজেপি'র ৪ জন এবং কংগ্রেসের ৩ জন সদস্য। ধনকুবেরদের গড় শতাংশ ৮৬ ভাগ। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানাসূত্রে ৩৩.৩৩ শতাংশ রাজ্যসভায় প্রবেশকারীদের ন্যূনতম সম্পত্তি ১ কোটি টাকার উপরে।

নির্বাচিত রাজ্যসভার প্রতিনিধিদের ৮৬ শতাংশ ধনকুবেরদের আনুমানিক গড় সম্পত্তির মালিকানা ৪৪.৭৮ কোটি টাকা, যা গতবার ছিল ৫৮ শতাংশ। কান ঝালাপালা হয় যখন গালভরা ধ্বনি শুনি—জয় জওয়ান, জয় কিষাণ-এর ভাঙা রেকর্ড থেকে শুরু করে, গরিবি হঠাও, মেরা ভারত মহান, সর্বহারার সংগ্রাম, সাম্যবাদ, ধনতন্ত্র নিপাত যাক অথবা বিশ্বায়ন তথা পুঁজিবাদ দূর হট ধ্বনি শুনি। এসবই পরিস্থিতি অনুযায়ী রাজনৈতিক মুনাফালাভে সহজ, সবল দরিদ্র গ্রাম-ফেরা ভারতবাসীদের মরশুমি বোকা বানাবার খেলা। এই বাংলাতেই দেখা যায় দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নেতাদের কেতাদুরস্ত ভাব এবং বিলাসবহুল শকটে চলাফেরা করতে। কিন্তু প্রকাশ্য সভায় দেখা যায় ভাঁড়ে বা ছোট কাঁচের গেলাসে চা খেয়ে জনতার কাতারে নেমে আসতে। রাজ্যসভায় বিজেপি, জাতীয় কংগ্রেস, এনসিপি এবং সিপিআই (এম) দলের নব নির্বাচিত সদস্যকুলের দলীয় ভিত্তিতে সম্পত্তির খতিয়ান হল— বিজেপি-৮৫.৩৬ কোটি টাকা, জাতীয় কংগ্রেস-৪২.৩২ কোটি টাকা, এনসিপি-২৩.০২ কোটি টাকা, সিপিআই (এম)-২১.৯৯ লক্ষ টাকা। এতে আশ্চর্য হওয়া কোনও কারণ নেই। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয় ক্ষেত্রে জিপ গাড়ি কেনা নিয়ে সমাজ-শাসকদের যাত্রা শুরু, যার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে কমনওয়েলথ গেম, টুজি স্পেকট্রাম এবং কোল কেলেঙ্কারিতে আপাতত অপেক্ষমান। এডিআর ও এনইডব্লিউর তথ্য ও পরিসংখ্যান বলছে, ওই ৫৮ ধনী গরিববদরদি রাজ্যসভার সদস্যদের মধ্যে সর্বভারতীয় ধনকুবের রাজ্যসভার সদস্যদের মধ্যে প্রথম স্থানে অবস্থান করছেন বিহারের জনৈক বিজেপি সদস্য রবীন্দ্র কিশোর সিনহা, যাঁর লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আছে ৮৫৭.১১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় ধনপতি মহারাষ্ট্রের মাননীয় নির্দল সদস্য কাকড়ে সঞ্জয় দত্তাত্রেয়, যাঁর সম্পত্তি ৪২৫.৬৫ কোটি টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মাননীয় টি শুভরাম রেড্ডি যাঁর তহবিলে আছে ৪২২.৪৪ কোটি টাকা। ইনি অন্ধ্রপ্রদেশের ভূমিপুত্র। আর একেবারে নীচের তালিকায় কম অর্থের মালিকানায় থাকা ৩ জন সদস্য—জাতীয় কংগ্রেসের হাজি আব্দুল সালাম ২৫.২৩ লক্ষ টাকা, সিপিএম এর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৯.৪২ লক্ষ টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সদস্য আহমেদ হাসান ৪.০৪ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে রাজ্যের নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসদ্বয় যথাক্রমে কেডি সিং-এর ৮০ কোটি টাকা এবং মিঠুন চক্রবর্তীর ১০ কোটি টাকার মালিকানাও পৃথকভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমেরিকার মেয়েরা

পারিজাত বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেলেদের সমান। স্বাধীন, দাপুটে জীবন তাঁদের। এই তো ধারণা? ভুল। আমাদের পোড়া দেশের মেয়েদের মতোই, তাঁরা মার খাচ্ছেন, সব অর্থে।

সুপার বোল'-এর সকালে আমেরিকায় নামলাম। দেশটা উত্তেজনায় থরথর করছে। জাতীয় ফুটবল লিগের ফাইনাল ম্যাচ। সন্ধ্যায় ওয়াশিংটনে হোটেলের লবিতে এলইডি-র সামনে ওয়াইনের গ্লাস হাতে উচ্ছ্বসিত নরনারী। টিভি-র পর্দায় খানিকক্ষণ চোখ রেখে চমকে উঠলাম! মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিনে বার বার ভেসে উঠছে লাইনটা, আর তত বারই মাঠ কাঁপিয়ে উল্লাসের ঢেউ উঠছে—'ইটস আ ম্যান'স গেম!'

খুল্লমখুল্লা পৌরুষের আস্ফালন! মেয়েরা হজম করছে, আবার ওই মাঠে বসে খেলাও দেখছে! পরের পঁচিশ দিন মার্কিন মুলুকে কাটিয়ে বুঝলাম, সে দিন সন্ধের ধাক্কাটা ট্রেলার ছিল। আগে ভাবতাম, মার্কিন মেয়েরা কত স্বাধীন! ওদের ডানা দুটো যদি পেতাম! বুঝিনি সেই ওড়াটা আসলে বিভ্রম, ইলিউশন।

মেয়েদের নিজের দেহের উপর, নিজের ভ্রূণের উপর অধিকারের দাবিতে ঘোরতর আপত্তি মার্কিন সমাজের স্বঘোষিত কট্টরপন্থী ঠাকুরদাদের। তাই 'অ্যাবরশন পলিটিক্স'-এর চাপে নাভিশ্বাস উঠছে সে দেশের মেয়েদের। আইনানুযায়ী আমেরিকায় গর্ভপাত বৈধ। কিন্তু দেশের অধিকাংশ 'ক্রাইসিস প্রেগন্যান্সি সেন্টার' আর অ্যাবরশন ক্লিনিকই দক্ষিণপন্থী বা কট্টরপন্থী ধর্মীয় সংগঠনের কবজায়। তারা এমন কিছু ছুটকো নিয়ম করে রেখেছে যা মানতে গেলে গর্ভপাত মুশকিল। চিকিৎসকেরাও যাতে গর্ভপাত করতে না চান, তার জন্য এরা তাঁদের উপর পরোক্ষে চাপ দেয়। আবার প্রচার করে, গর্ভপাত করলে ব্রেস্ট ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়বে। যার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিই নেই। অনেক সময় ক্লিনিকগুলিতে আসা মেয়েদের ইচ্ছাকৃত ভুল রিপোর্ট দিয়ে বলা হয়, তিনি আসলে গর্ভবতী নন। মেয়েরা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যান। এবং কয়েক মাস পরে নিজেরাই গর্ভের অস্তিত্ব টের পান। কিন্তু তখন আর গর্ভপাত করার সুযোগ থাকে না। অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান নিয়ে মেয়েরা যত বিপদে পড়েন, বোধহয় কট্টরবাদীদের তত মজা!

ভোটের জন্য সরকারও প্রভাবশালী এই বর্গকে ঘাঁটাতে চায় না। হাসপাতালগুলির সিংহভাগও এই ধর্মীয় সংগঠনগুলি চালায়। তারা গর্ভপাতের কেস ভর্তি করতেই চায় না। দেশের দক্ষিণের অধিকাংশ রাজ্যে প্রায় সব বৈধ গর্ভপাত ক্লিনিক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ দিকে পরিসংখ্যান বলছে, গর্ভবতী অবস্থায় সে দেশে মেয়েদের উপর স্বামী, পুরুষসঙ্গী, এমনকী কর্মস্থলে মালিকের অত্যাচারও অনেক ক্ষেত্রে দ্বিগুণ হয়। ২০১৩ সালেই আমেরিকার 'ইকুয়াল অপরচুনিটি কমিশন'-এ, গর্ভাবস্থায় কর্মস্থলে বঞ্চনা-নির্যাতন জনিত ৩৭০০টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

২০১৪ সালে দাঁড়িয়ে মাতৃত্বকালীন সবেতন ছুটি পান আমেরিকার কর্মরতা মহিলাদের মাত্র ১৬ শতাংশ। যে সব কাজে ন্যূনতম মজুরি সবচেয়ে কম (নিয়মানুযায়ী ঘণ্টায় ৯ ডলার, তবে ৭ ডলারও দেওয়া হয় অনেক জায়গায়) তার প্রায় সবটাই করেন মেয়েরা। এঁদের ৪০ শতাংশ-এর কোনও স্বাস্থ্য বিমা বা সবেতন অসুস্থতার ছুটি থাকে না। শিকাগোয় এক নামী ফাস্ট ফুড চেনের দুটো দোকানে আলাদা আলাদা শিফ্‌ট-এ কাজ করেন ৪৩ বছরের সনিয়া আকুনা। বলছিলেন, 'অনেক সময় ম্যানেজার বাথরুম যাওয়ার ব্রেকটাও দেন না। আমার ৫ বছরের মেয়ের সঙ্গে দিনে সাকুল্যে ২ ঘণ্টা দেখা হয়।' দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘরোয়া হিংসের একটা পরোক্ষ যোগ থাকে। ফলে এই মেয়েরা ঘরে-বাইরে নির্যাতিতা হন।

আমেরিকায় এখনও পর্যন্ত কোনও মহিলা প্রেসিডেন্ট নেই। গত বারো বছরে বিভিন্ন রাজ্যে প্রশাসনিক প্রধানের পদে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব ক্রমশ কমেছে। মেয়েদের স্বার্থ ভাববেন কারা? পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঘরোয়া হিংসা, স্ত্রীকে গুলি করে খুন, ধর্ষণ। প্রখ্যাত অনলাইন শপিং সংস্থা ছেলেদের জন্য টি-শার্ট বিক্রি করছে, বুকে বড় করে লেখা: 'কিপ কাম অ্যান্ড রেপ আ লট', 'কিপ কাম অ্যান্ড হিট হার'! কুড়ি ডলারের এই টি-শার্ট বাজারে আনামাত্র রেকর্ড বিক্রি!

অদ্ভুত দ্বিচারিতা দেশটার। বাজি-পটকা নিষিদ্ধ। অথচ প্রাপ্তবয়স্ক যে কেউ আত্মরক্ষার কারণ দেখিয়ে যত'টা খুশি আগ্নেয়াস্ত্র কাছে রাখতে পারেন। স্বামী-স্ত্রী'র মধ্যে ঝগড়া লাগলেই তাই রাগের মাথায় বন্দুক চালিয়ে বউ-বাচ্চাকে খুন করা জলভাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচকেরা যতই গলা ফাটান, বন্দুক-আইন শুধরোচ্ছে না। ২০১৩ সালে শুধু মিনেসোটা প্রদেশেই বর বা বয়ফ্রেন্ডের বন্দুকের শিকার হয়েছেন ২৫ জন মহিলা।

গত বছরেই, ৬ জানুয়ারি সেন্ট পল-এ স্ত্রী মানিয়া জনসনকে গুলি করে খুন করে রজার জনসন। তার পর ১৮ মাসের সন্তানের সামনেই মৃতদেহ করাত দিয়ে কুচি-কুচি করে প্লাস্টিকের ব্যাগে ভরে গ্যারেজে রেখে দেয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি মেপলউড-এর বাসিন্দা ১৬ বছরের অ্যানা হার্ডকে গুলি করে মারে প্রেমিক অ্যান্টনি। ৭ মার্চ, অ্যাপল ভ্যালির বাসিন্দা ৩৭ বছরের মারগোরি হল্যান্ডকে গলা টিপে, ঘাড় ভেঙে মেরে ফেলে স্বামী রজার হল্যান্ড। ১১ এপ্রিল ব্রুকলিন পার্কের ক্ল্যারেসা কুককে গুলি করে মারে প্রেমিক আলবের্তো পামার। ২৪ জুলাই জিয়ার রিভার এলাকায় সনিয়া অ্যান স্মিট-কে পিটিয়ে মেরে ফেলে প্রমিক ইউজিন ন্যাসন। ইডেন প্রেইরি এলাকার ২১ সেপ্টেম্বর অনিত্রা র‍্যাচেল উইলিয়ামস-কে গুলি করে মারে স্বামী ডেরিক অ্যান্টনি উইলিয়ামস। পড়ে মাথা ঝিমঝিম করছে না? তালিকা আরও-আরও-আরও দীর্ঘ।

দেশটার সর্বত্র 'হিজ' আর 'হার'-এর বিভেদ। মাঝেমধ্যেই অনেক কো-এডুকেশন স্কুলে কোনও একটি সাবজেক্টে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে ক্লাস নেওয়া হয়। কারণ হিসাবে কর্তৃপক্ষের যুক্তি: 'মেয়েদের বিজ্ঞান আর অংক বুঝতে সময় লাগে। তাই আলাদা বসানো হয়।' আবার অনেক স্কুলে ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে ক্লাস চলাকালীন বিজ্ঞানের উত্তর দিতে কোনও মেয়ে আগে হাত তুললে শিক্ষকেরা ঠিক মানতে পারেন না। তাঁরা কোনও ছেলের থেকে উত্তর চান। মেয়েদের বিষয় হল আর্টস, ছেলেদের সায়েন্স।

বায়োলজিতে ডক্টরেট, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপিকা গল্প করছিলেন, পিএইচডি করার সময় এক জায়গায় পেপার প্রেজেন্ট করতে গিয়েছেন। খুব হাততালি পেয়েছেন। কিছুক্ষণ পর এক প্রবীণ অধ্যাপক এসে বললেন, 'সো গার্ল, হোয়েন আর ইউ গোয়িং টু বি আ মাদার?' উদ্দেশ্য স্পষ্ট,মেয়েটিকে বুঝিয়ে দেওয়া, যতই পড়াশোনায় প্রশংসা পাও, তোমার অস্তিত্ব জরায়ু এবং বাচ্চা পালনেই আটকে। অধ্যাপিকা বলেন, 'সেমিনারে কোনও মেয়ে কেমন বলছে, তার চেয়ে অনেক বড় আলোচনার বিষয়: সে কেমন দেখতে, কেমন পোশাক পরেছে।'

ডেনভারের ম্যাগনোলিয়া হোটেলের কফি বার-এ এক ঝাঁক মহিলার সঙ্গে আড্ডায় তাঁদের নানান অভিজ্ঞতা শুনছিলাম। আর ভাবছিলাম, কী মিল কী মিল! সে-ই রাস্তাঘাটে মেয়ে দেখে টিটকিরি, সে-ই কোনও মেয়ে ২৭-২৮ পেরিয়েও বিয়ে না করলে আত্মীয়-প্রতিবেশীদের কথা, 'ওর কিছু একটা গোলমাল আছে।' আর কোনও ছেলে বিয়ে করতে দেরি করলে বলা, 'ও একটু চুজি। যোগ্য মেয়ে পাচ্ছে না।' মার্কিন সমাজেও, যতই বেশি মাইনের চাকরি করো, বাড়ি ফিরে ঘরের ৯০ ভাগ কাজ করতে হবে মেয়েটিকেই। বাচ্চার সিংহভাগ দায়িত্বও তার ঘাড়ে পড়বে। চার-চারটি মার্কিন পরিবারে ডিনারের আমন্ত্রণে গিয়েই দেখলাম, সর্বত্র পুরুষেরা সোফায় হেলান দিয়ে লম্বাচওড়া বুকনি দিয়ে গেলেন, অতিথি আপ্যায়নে, রান্নায় খেটে মরলেন মেয়েরা। বোধ হয় এই সবের জন্যই ওই দেশের মেয়েদের বিয়ের হার হুড়হুড় করে কমছে। ৫০ শতাংশ মেয়ে বিয়ে করতে চাইছেন না।

অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল খেলনার দোকানেও। যেই হাতে এটা গাড়ি নিয়েছি, অমনি মাঝবয়সি দোকানি হেসে বললেন, 'সো ইউ হ্যাভ আ বয়।' তিনি নিশ্চিত, একমাত্র ছেলে বাচ্চাই গাড়ি নিয়ে খেলে। মেয়ে মানেই পুতুল, খেলনাবাটি, সাজার জিনিস। অন্য এক দোকানি কিছুতেই ছেলের জন্য ডলফিন আঁকা গোলাপি রঙের শার্ট নিতে দেবেন না। এটা নাকি মেয়েদের। ছেলেদের জন্য কালো বা বেগুনি রঙের ভয়ংকর হাঙর-আঁকা টি-শার্ট নিতে হবে। তাতেই তার শিশু-পৌরুষ রক্ষিত হবে। শেষে ব্যঙ্গের সুরে আমাকে বললেন, 'ইউ ওয়ান্ট ইয়োর বয় টু বি আ গার্ল?!' 'সিনডারেলা ব্যালে শো'তেও ভরপুর শিশুকন্যাদের ভিড়। তারা দেখতে এসেছে রাজার ছেলেকে বর হিসাবে পাওয়াই কী ভাবে মেয়েদের জীবনের মোক্ষ হয়। মার্কিন মা ছুটির সকালে মেয়েকে কেক-বেকিং শেখান আর ছেলের সঙ্গে ফুটবল-রাগবিতে মাতেন বাবা। ম্যান'স গেম! মার্কিন মুলুকে মেয়েদের মুক্তির উড়ান দেখার ইচ্ছেটা শীতের আমেরিকার রাস্তার ধারে জমে থাকা বরফের মতোই ঠান্ডা হয়ে গেল।

সৌজন্যে—আনন্দবাজার পত্রিকা

সেরা প্রভাবশালী এশীয়দের তালিকায় শীর্ষ পাঁচে সোনিয়া, মোদি ও রাহুল

৪২ তম স্থানে মমতা

লন্ডন (পিটিআই)—প্রভাবশালী এশীয় ব্যক্তিত্বের তালিকায় শীর্ষ পাঁচ জনের মধ্যে স্থান করে নিলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, বিজেপি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী নরেন্দ্র মোদি ও কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী। ১০০ জনের এই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন চীনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং। ২০১৪ সালের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের এই তালিকা প্রকাশ করেছে এশিয়ান অ্যাওয়ার্ডস লিমিটেড। তালিকায় ৪২ তম স্থানে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সম্মানিত করার এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছেন শিল্পপতি পল সাও।

তালিকায় চীনের প্রেসিডেন্ট জিনপিংয়ের পরেই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন সোনিয়া গান্ধী। তৃতীয় স্থানে চীনের প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং। এরপর স্থান পেয়েছেন যথাক্রমে নরেন্দ্র মোদী (৪), রাহুল গান্ধী (৫), প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং (৬), হংকংয়ের শিল্পপতি লি কা শিং (৭), রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বান কি-মুন (৮), জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে (৯) ও দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট পার্ক গুয়েন-হাই (১০)। এছাড়াও ১১ তম স্থানে রয়েছেন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম, রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় রয়েছেন ১৯ তম স্থানে। ৫২ তম স্থানে রয়েছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। শচীন তেন্ডুলকর রয়েছেন ৭৬ তম স্থানে। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে দেওয়া হয়েছে ৯৯ তম স্থান।

ধর্মরক্ষায় সিকিমে ভোটে লড়ছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা

গ্যাংটক—সিকিম বিধানসভা নির্বাচনে ভোটে লড়ছেন তিন বৌদ্ধ ধর্মগুরু। বৌদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব রক্ষা করতে তিনজন লামা ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সিকিমের শতাধিক মঠে প্রায় তিন হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রয়েছেন। তাঁদের অস্তিত্বের সংকট থেকে রক্ষা পেতে তাঁরা সবাই একজোটি হয়েছেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলেও কয়েকজন সন্ন্যাসী ভোটে লড়ছেন। আগামী ১২ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি সিকিমে বিধানসভার ভোটও অনুষ্ঠিত হতে হচ্ছে। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা ইতিমধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের কায়দায় প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন। রাজ্যে বৌদ্ধদের জন্য সংরক্ষিত 'সঙ্ঘ' আসনের জন্য লড়ছেন। সিকিম ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (এসডিএফ) এর প্রার্থী হচ্ছেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পালডেন লাচুংপা।

বিমলবাবুর উইল

দিলীপ চক্রবর্তী

বহুদিন পরে সুমনা ওর মা বাবার বাড়ি এল। এ বাড়িতেই ওর ছোটবেলা কেটেছে। কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিক্ষণে কলেজে যাওয়ার সময় বাড়ি ছেড়েছিল, তারপর আর কখনও এক নাগাড়ে আর এ বাড়িতে কখনও এসে থাকেনি। কলেজে চাকরি পাওয়ার পর প্রতি সপ্তাহেই বাড়ি আসত হৈ চৈ করত, তারপর আবার কলেজে ফিরে যেত। এমন করে বছরগুলি ভালোই কাটছিল, একদিন সবকিছু ওলট পালট হয়ে গেল যেদিন সুমনা ওর মাকে নীহারকণার কথা বলেছিল। মা সব কিছু জেনে বুঝেও নীহারকে ওর বাড়িতে আনতে নিষেধ করেছিল। মা'র কথায় অভিমান করে সেই যে বেরিয়ে গিয়েছিল আর কোনো দিন এ বাড়িতে পা রাখেনি। আজ এসেছে বাবার উকিল বন্ধু রাহুল কাকুর অনুরোধে। কারণ, মা বাবার মৃত্যুর পর রাহুল কাকুর উপর দায়িত্ব পরেছে—বাবার উইল পড়ার। রাহুল কাকুর সাথে নিজের বাড়িতে এসে সুমনার মন পুরনো দিনে ফিরে গেল।

আজ প্রায় দশ বছর হতে চলল সুমনা পি এইচ ডি করে কলেজে প্রফেসারের কাজ নিয়ে কলকাতার বাইরে ছোট্ট একটা মহকুমা শহরে চলে এসেছে। প্রথম দিকে প্রতি সপ্তাহেই মা বাবার সাথে দেখা করতে আসত। সুমনা বাড়ী এলে বাড়ীর চেহারাই পালটে যেত। ওর মনে পরে বাবার থেকে মা'র মনেই বেশি আনন্দের জোয়াড় বয়ে যেত। ওর নিজের মনেই কি কম আনন্দ হত? বাড়ীটা আর বাড়ী থাকত না, সকালের রোদের মতো ঝলমল করত। সুমনা ব্যাগটা রেখে এক ছুটে মাকে জড়িয়ে ধরে মার গায়ের উষ্ণতা অনুভব করত আর বলত—কি খাওয়াবে বলো? মা, বাবাকে বলেছ তো ইলিশ মাছ আনতে? মা'র হাসিমুখ দেখলে সুমনার মন খুশিতে ঝরনার মতো উচ্ছল হয়ে উঠত। মা সুলতা দেবী আর বাবা বিমলবাবুর মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত। মা ওর ছেলেমানুষি দেখে হেসে বলত—মা'র কাছে শুধু খেতেই আসিস না, মা বাবা কেমন আছে দেখ তে আসিস। আমাদের কথাটাও একটু ভাবিস।

তোমাদের কথা ভেবে কি হবে। তোমরা বুড়োবুড়ি ভালই থাকবে। ভালো থাকতে হবে আমার জন্য। না হলে সপ্তাহের শেষে কে তোমাদের বিরক্ত করতে আসবে। বলে মাকে জড়িয়ে ধরে থাকত। মাতৃ দেহের উষ্ণতা উপভোগ করত, মায়ের গায়ের মিষ্টি গন্ধটা উপভোগ করার জন্য মাকে আরও জোড়ে জড়িয়ে ধরত আর বলত—মা, তোমার মা মা গন্ধটা কোথায় পাও, বলত? এমনই দুষ্টুমি করত মায়ের সাথে।

মা আদুরে গলায় বলত—নে, এবার জামা কাপড় চেঞ্জ করে আমাকে একটু সাহায্য কর। তোর বাবা সকাল থেকে না খেয়ে বসে আছে। মেয়ের সাথে বসে একই সময়ে ব্রেকফাস্ট করবে বলে।

তারপর ওরা সকলে একসাথে জল খাবার খেতে বসত। কোনো কোনো দিন লুচি আলুরদম খেতে খেতে বাবা বলত—সুমি, আলুরদমটা খাসা হয়েছে। কে রেধেছে রে, তুই না তোর মা?

বাবা, মা আবার আমাকে কবে রান্না করতে দেয়? বলে মা'র দিকে তাকিয়ে সুমনা হাসত।

ওর মা মেয়ে বাবার কথা শুনত, কিন্তু মেয়ে বাবার কথায় ওর মা কখনও কিছু বলত না, চুপ করে ওদের কথা শুনতে ভালোবাসত, খুব কমই কথা বলত। তবু কখনো সখনো বলত—মেয়ে হয়ে জন্মেছ, সারা জীবনই রান্না করতে হবে। এখন না করলেও চলবে। তুইতো লুচি ভালোবাসিস, আরও দুটো দেব?

ওর বাবা হাসতে হাসতে বলত—আরে বাবা, একটু আধটু শিখে রাখলে ক্ষতি কি? বিয়ে তো একদিন করতেই হবে। জানা থাকলে তখন ব্যাপারটা অনেক সহজ হবে। এই আর কি।

রান্নাটা করাটা এমন কিছু বিশাল ব্যাপার নয়, প্রয়োজনে ঠিকই সব কিছু করতে পারবে। এসব কথা বলে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। মা বিরক্ত হত। স্ত্রীর কথায় উত্তাপের আভাস পেয়ে বাবা আবহাওয়া হালকা করবার জন্য বলত—এটা তুমি ঠিকই বলেছ, বিয়ের আগে তুমিও কিছু জানতে না। বিয়ের পরে পরে পটনার ভাড়া বাড়িতে প্রথম থেকেই সংসার গুছিয়ে নিতে কোন অসুবিধা হয়নি তোমার। আমার তো ভাবনা ছিল তুমি নতুন জায়গায় ভিন্ন পরিবেশে কেমন এডজাস্ট করবে। আর আমাদের জীবনই বা কেমন হবে। জানিস তো সুমনা, পটনাতে তোর মা প্রথম দিন মাছের ঝোলটা খুব ভালো করেছিল। বলে বাবা হাসতে শুরু করে দিল। এ গল্প সুমনা বহুবার শুনেছে। মা নাকি নুন দিতে ভুলে গিয়েছিল কিন্তু বাবা খুব খুশি মনে খেয়েছিল, বুঝতেই পারেনি, ঝোলে নুন দিতে ভুলে গিয়েছিল মা। মা ই বলেছিল—এত ভালো ভালো বলছ, নুন দিতেই তো ভুলে গেছিলাম। এ রান্নাটা তুমি খেয়েছিলে কি করে?

কি করে খেয়েছিল সেটা বাবা-ই জানত। বাবা বুঝতে পেরেও মাকে নুনের কথা বলেনি, পাছে মা কষ্ট পায়। বাবা বরাবর এমনই ইজি গোয়িং মানুষ ছিল। ইদানিং কখনও সখনও অধৈর্য হয়ে বাবার মেজাজটা বৈশাখের ভড় দুপুর হয়ে যায়। মা মেয়ে দুজনেই বাতাসে তখন উত্তাপের আভাস পেয়ে উঠে যেত। মা মেয়ের বন্ধুত্ব না দেখলে খুব ভালো লাগত, মনে হত ওরা দু বোন। বিমলবাবু ভাবেন মেয়েরা চিরকাল মায়েদের সাথেই বন্ধুত্ব করে থাকে। এবং এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। জল চিরকাল নিচের দিকে গড়িয়ে যায়, এর মধ্যে কোনো নতুনত্ব নেই বরং ট্র্যাডিশনের ধারাবাহিকতার ছাপ থাকে। এতে বরং তিনি খুশি। কিন্তু ইদানীং তিনি লক্ষ্য করছেন, আজকাল মেয়ে বাবার কথোপকথনে কখনও কখনও কাল বৈশাখীর আভাস পাওয়া যায়। মনে মনে বিমলবাবু বড় কষ্ট পান। তুষের আগুনের উত্তাপ অনুভব করে বড় কষ্ট পান নিজের হৃদয়ে। বুঝতে পারেন মেয়েটা আজকাল কোনও কারণে বাবার উপর বিরক্ত। মেয়েটা ধীরে ধীরে কেমন যেন অচেনা হয়ে মনে পড়ল সেদিন তিনি মেয়েকে টাকা নিয়ে দু-একটা কথা বলেছিলেন। তিনি তো কোনও খারাপ কিছু বলেন নি, শুধু বলেছিলেন—তোমার মাইনের টাকা থেকে কিছু টাকা প্রতি মাসে জমিয়ে রাখছ তো? ভবিষ্যতে তোমারই কাজে লাগবে।

সুমনা বলেছিল আমার সাথে টাকা ছাড়া অন্য কথা বলতে ইচ্ছে করে না তোমার? আর বলেছিল, আমাকে ভাবতে দাও।

মেয়ের কথা শুনে হিমসহাষ মনে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু মুখফুটে বিমলবাবু কিছু বলেননি। মেয়ের কাছে এমন ব্যবহার পাবেন আশা করেননি। মনের অভিমান মনে রেখেই বলেছিলেন—ঠিক আছে, আজ থেকে তোমার সাথে কথা বলে তোমাকে আর বিরক্ত করব না। সুমনা রাগ হয়ে বলেছিল --- বেশ তো, অন্য কথা বলতে ইচ্ছে না হয় বলো না। সুমনার গলা থেকে কাসুন্দির ঝাঁঝ বেরিয়েছিল। এর পর রাগ হয়ে অন্য ঘরে চলে গিয়েছিল সুমনা। বিমলবাবু মেয়ের চলে যাওয়া দেখলেন। তারপর যতদিন বেঁচেছিলেন কখনো মেয়ের সাথে কথা বলেননি নিজে থেকে। তবে মেয়ে কখনও কিছু জানতে চাইলে তার উত্তর দিয়েছেন। বাবা মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক ছিল না বললেই চলে। পরে বিমলবাবু স্ত্রীকে বলেছিলেন—সুমনার উপর এত নির্ভর করো না। উত্তরে সুমনা মা বলেছিল—তুমিই বা ওকে টাকা টাকা করে বিরক্ত করো কেন? ও বড় হয়েছে ওরটা ওকেই করে নিতে দাও। ও তোমার সাহায্য চাইলে তখন ওকে বলো। তার আগে কিছু বলারই বা দরকার কি? তোমাকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না কেন? শুধু শুধু মেয়েটাকে কষ্ট দাও। সত্যি বলতে কি তুমি মেয়েটাকে একটুও শান্তি দাও না। এখন থেকে ওকে বাড়ি আসতেই নিষেধ করে দেবে। স্ত্রী সুলতার কথায় বিমলবাবু খুবই দুঃখ পেয়েছিলেন।

অভিমানের সুরে বিমলবাবু উত্তর দিয়েছিলেন—তুমি শুধু আমার দোষটাই দেখো। আমি সুমনার ভালোর জন্যই বলি, যাতে ও কখনো কষ্ট না পায়। ঠিক আছে আর কোনোদিন ওকে আর কিছু বলব না।

বেশ তাই করো—সুলতার কথায় ঝাঁঝ ছিল।

পরে রাতে সুলতা মেয়েকে বলেছিলেন—বাবার উপর তোর এত রাগ কেন? টাকা জমাতে বলে বাবা কি এমন দোষ করল? তোদের দুজনের জ্বালায় আমার আর ভালো লাগে না। তোরা দুজনেই এত হার্ড হেডেড কেন? সুলতাও মেয়ের উপর বিরক্ত হয়েছিলেন।

মা, তুমি সব সময় আমার দোষ দেখো। বাবা যে সব সময় বলে যায়—এটা করো না ওটা করো না, আমার বুঝি নিজস্ব কোনো বুদ্ধি নেই? বাবা কি মনে করে আমি এখনো বাবার লিট্‌ল গার্ল? তুমি বাবাকে এটা বুঝিয়ে দিও আমি আর ছোট নেই। এখন থেকে আমি বাবার কোনো কথাই শুনবে না। বাড়ি এসে তোমাদের অশান্তির কারণ হতে ভালো লাগে না। এখন থেকে আর বাড়িই আসব না। মেয়ের জেদ আরও বেড়ে গেল।

বেশ তো, তাই করিস, সেটা আবার ঘোষণা করার কি আছে? আমার হয়েছে যত জ্বালা। —সুলতা বলল।

মা, আমি শুতে যাচ্ছি। বলে সুমনা শুতে চলে গেল।

সুলতা মেয়ে আর বাবার বৈরীভাবের কারণ কি কিছুই বুঝতে পারে না। বুঝতে পারে একটু একটু করে ওদের সংসারে একটা হিংস্র অশান্তির সরীসৃপ ঢুকছে। এর শেষ কোথায় কে জানে। কয়েক বছরের মধ্যেই সংসারটা কেমন হয়ে গেল। ওদের মধ্যে স্নেহ, মায়া, মমতা মরুভূমি হয়ে গেল।

পরদিন সকালের ট্রেনে সুমনা ওর কলেজে চলে গেল। যাওয়ার আগে মাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু খেয়ে বলল—মা, রাগ করো না, আমি আগামী কয়েক সপ্তাহ আসতে পারব না, কিছু মনে করো না। বাবাকে আমার উপর রাগ করতে না করো। আমি তোমাদের দুজনকেই ভালোবাসি। —বলে সুমনা চোখের জল মুছল রুমাল দিয়ে।

সুমনা, কাঁদিস না, বাড়ি থেকে বেরোবার আগে চোখের জল ফেলতে নেই—বলে সুলতা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরল। চোখের জল মুছে সুমনা হাসল। মা'র গালে চুমো দিল। বলল—মা, আসি। সুমনা রেল স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

সুলতা ভাবে—সংসারে ছোট ছোট জিনিস এত বড় হয়ে দাঁড়ায় যে অনেক সময় তুষের আগুনের মতো একটু একটু করে পুড়িয়ে মারে। ছোট্ট মেয়েটা একটু একটু করে বড় হয়ে উঠল। মনে পরে, স্কুলে যেতেই চাইত না। সেই মেয়ে যে একদিন পি এইচ ডি করবে সুলতা নিজেও কোনোদিন

এরপর ১৮ পাতায়

নববর্ষে স্বাস্থ্যকর ফুলকপির বিরিয়ানী

অরুন্ধতী সরখেল

উপকরণ: মাঝারি ফুলকপি, একমুঠো টুকরো কাজু, একটি মাঝারি পেঁয়াজ, রিফাইনড্ অরগানিক কোকোনাট ওয়েল, একমুঠো খুব ছোটো ছোটো কিসমিশ (ক্যারান্ট বলে), অল্প রসুন কুঁচি, কাঁচালঙ্কা কুচি, ধনেপাতা, আন্দাজমতো নুন, কারি পাউডার, সিনামন পাউডার, ১/২ কাপ সেদ্ধ কিঁওয়া (প্রোটিন গ্রেন)

(সব উপকরণই রেগুলার গ্রোসারী স্টোরে পাওয়া যায়)

পদ্ধতি : ফুলকপির ফুলগুলি খুব ছোটো করে কাটতে হবে (ফ্রুড প্রশেসারে আরও তাড়াতাড়ি হবে)। তারপর ননস্টিক প্যানে দু-চামচ নারকেল তেল দিতে হবে তেল গরম হলে ছোটো করে কাটা পেঁয়াজ ভাজতে হবে। তারপর অল্প রসুন দিয়ে ভেজে আন্দাজমতো কারিপাউডার ও সিনামন পাওডার দিয়ে ফুলকপি দিতে হবে ও অল্প ভাজতে হবে। তারপরে Low heat কিছুক্ষণ ঢাকা দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বেশি সেদ্ধ না হয়ে যায়। তারপর সেদ্ধ কিঁওয়া ও নুন দিয়ে নামিয়ে নিন। কাঁচালঙ্কার কুচিও ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

Coconut oil সহজে fat burn করে, কিঁওয়া প্রোটিনযুক্ত গ্রেন, সিনামনের অনেক গুণ, ফুলকপিতে ক্যানসার প্রতিরোধী রাসায়নিক 'সালফেরাফোন' থাকে।)

নববর্ষ

অরুন্ধতী সরখেল

আমরা নতুন খাতায়
নতুন পাতায়
লিখেছি যে নতুন গান,
সে যা সৃষ্টি আমার বৃষ্টি হবে,
দৃষ্টি আমার হারিয়ে যাবে,
অনন্যা হয়েও সে অপরূপা।
কুঁড়ি থেকে সে ফুল হবে
সুগন্ধ পেয়ে সে কবিতা।
('কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় টি.ভি. প্রোগ্রাম 'আজ সকালের আমন্ত্রণে' কবিতাটি পড়া হয়েছে)।

বিমলবাবুর উইল

১৭ পাতার পর

ভাবেনি। চাকরিতে ঢুকে মেয়েটা কেমন যেন অচেনা হয়ে গেল। ইদানীং বাড়িতে এলে নিজের ঘরে বন্দী করে রাখে নিজেকে। বেশি কথা বলে না কারো সাথেই। মনে হয় সব সময় কিছু একটা ভাবছে। একটু মনমরা হয়ে থাকে। কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেও কিছু জানতে পারেনি। মুখে কুলুপ এটে রয়েছে। মেয়ের মুখের দিকে তাকালে সুলতা বুঝতে পারে মেয়ের মনে মধ্যে কোনো একটা অন্তর্দ্বন্দ চলছে। মা মেয়ের মনের অবস্থা অনুমান করতে পারে। ভাবে মেয়ে নিজে যদি নিজের সমস্যা মেটাতে পারে, সেটাই সব থেকে ভালো। তাই ঠিক করে—মেয়েকে আর কিছুই বলবেন না। মেয়ের কাছে কিছু জানতেই চাইবেন না।

সংসারের চাকা থেমে যায় না। সব কিছুই চলতে থাকে। সুলতা স্বামীকেও নিজের আশংকার কথা বলে না। পাছে স্বামী আরও রেগে যায়। ইদনীং মানুষটা জেদ আর রাগ ছাড়া কিছুই বোঝে না। মাঝে মাঝেই ভাবে এ মানুষকে নিয়ে কি করে এতগুলি বছর কাটিয়ে দিল। অথচ মানুষটার মধ্যে একসময় ভালোবাসার কোনো অভাব ছিল না। ওর কাছে মেয়ে ছিল, চোখের মণি। আজকাল কোন কিছুর মধ্যে আগ্রহ নেই। সংসার বা মেয়ের প্রতি কোনো আগ্রহ নেই। সব যেন কেমন হয়ে গেল। স্বামীর উদাসীন মনোভাব সুলতাকে বড় কষ্ট দেয়। কিন্তু সব বেদনার অবসান হয় মেয়ের মুখ দেখলে। মেয়েটাও যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে কে জানে। সুলতা অজানা আশংকা নিয়ে সংসারের জোয়াল টেনে চলেছেন।

প্রতি সপ্তাহ বাড়ি যেতে খুবই ভালো লাগে সুমনাও। যেদিন বাড়ি থেকে ফিরে আসে সেদিন থেকেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার দিনটার অপেক্ষায় থাকে সুমনা। ওর জগতে মা বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। হ্যাঁ, কয়েক মাস আগে একজন ওর জীবনের আকাশে দেখা দিয়েছে। আগেও যে এক আধজন আসেনি তেমন নয়। কিন্তু প্রতীক অনন্য, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এক সময় প্রতীক ওর খুব কাছের মানুষ ছিল। প্রতীককে ঘিরে সুমনা স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল। প্রতীকের সঙ্গ কামনায় ওর মন সদাই উন্মুক্ত হয়ে থাকত। ওরা দুজনে কত সময় একাকী হয়ে কত জায়গা ঘুরেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পার্কে, রেস্টুরেন্টে কাটিয়েছে। এতকিছু সত্ত্বেও সুমনা কখনও প্রতীককে নিছক পুরুষ বন্ধু ভিন্ন আর কিছু ভাবতে পারেনি। প্রতীক সুপুরুষ, বিদ্বান ও ভালো চাকরি করে। ওর মতো পাত্র পেলে যে কোনো মেয়ের জীবন ধন্য হয়ে যাবে। আর প্রতীক সুমনার প্রতি তেমনই শ্রদ্ধাশীল। সুমনার ব্যক্তিত্ব ওকে প্রচণ্ড আকর্ষণ করে। এতদিনের মেলামেশায় ওর মনে হয়েছে সুমনার প্রতি ওর ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। ও নিজে কখনও সুমনাকে নিজের মনের কথা জানায়নি। কারণ সুমনার মনের কথা ও একদমই বুঝতে পারেনি। তবুও অনেক বার বলতে চেয়েছে, কিন্তু ওর শালীনতাবোধ ওকে বাধা দিয়েছে। কারণ সুমনার বন্ধুত্বকে অপমান করতে চায়নি। সুমনা নিজে নারী হয়ে নিজের মনের কথা বুঝতে পারে না। তবে এটা বুঝতে পারে কোনো পুরুষের প্রতি ওর দৈহিক আকর্ষণ হয় না। অনেকভাবেই নিজেকে বোঝাতে চেয়েছে, প্রতীক ওকে ভালবাসে, ও নিজে প্রতীকের সঙ্গ কামনা করে, বাবা মায়েরও প্রতীককে পছন্দ, তা হলে প্রতীককে বিয়ে করলে ক্ষতি কি? কিন্তু পরক্ষণে মনে হয়েছে—প্রতীককে বিয়ে করলে ও নিজে প্রতীকের প্রতি অবিচার করবে। কারণ ও সত্যি করেই প্রতীককে ভালোবাসে না, এটা ও বুঝতে পেরেছে। এটাও বুঝতে পেরেছে, ও নিজে কোনোদিন কোনো পুরুষকেই ভালোবাসতে পারবে না। ও আর দশটা মেয়ের মতো নয়। ও মনে মনে অন্য মেয়েদের কামনা করে। এ নিয়ে ওর মনে অপরাধবোধ আর গ্লানির শেষ নেই। একেক সময় নিজেকে বড় অপবিত্র মনে হয়। অনেক সময় চেষ্টা করেছে প্রতীককে জড়িয়ে ধরে নিজের কামনার উপশম করতে। প্রত্যুত্তরে প্রতীক হতভম্বের মতো লজ্জায় আর অপমানে মাটিতে মিশে গেছে। কিন্তু কোনো প্রতিবাদ করেনি। আর সুমনা আত্মগ্লানিতে বারবার প্রতীকের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। কেন প্রতীককে ভালোবাসতে পারে না ভেবে অনুশোচনায় কেঁদে কেঁদে কত রজনী বিনিদ্রভাবে কাটিয়েছে। অথচ নারী সঙ্গ কামনায় মনে অলিন্দ সর্বদা উন্মুক্ত থাকে। নিজেকে বুঝতে পেরে অবশেষে অনেক দ্বিধা নিয়ে বলেছিল—প্রতীক, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি মনে প্রাণে তোমাকে চাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমি কোনো আকর্ষণ অনুভব করি না। এটা আমার দোষ। আমার মন সর্বদা নারী সঙ্গ কামনা করে। আমি তোমার যোগ্য নই। পারলে আমাকে তুমি ক্ষমা করে দিও। বলে প্রতীককে ধরে কাঁদতে শুরু করেছিল। প্রতীকের একটুও বুঝতে অসুবিধা হয়নি সুমনার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ। প্রতীক বুঝতে পেরেছিল সুমনা ওর নিজের সেক্সুয়ালিটির অন্তর্দ্বন্দে নিজে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই প্রতীক আর কথা বাড়ায়নি, শুধু বলেছিল—সুমনা ভালো থেকো, পরে কথা হবে। তারপর শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল। সুমনা আদ্র নয়নে প্রতীককে চির জীবনের মতো বিদায় জানিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে রাতে ওর রুমমেট নীহারকণাকে সব বলেছিল। নীহারকণাকে সকলে নীহার বলেই ডাকত। সব শুনে নীহার বলেছিল—সুমনা, আমিও একই সমস্যায় ভুগছি। তুই, আমি আর আমাদের মতো আরও অনেকেই পুরুষকে নিয়ে জীবন কাটাতে চায় না। আমরা মেয়েরা মেয়েদেরই পছন্দ করি। ইট ইজ নট আওয়ার চয়েস, বাট ইট ইজ ইন আওয়ার জিন। আমরা এভাবেই জন্মেছি, এবং এভাবেই আমাদের জীবন কাটাতে হবে এবং সুখী হতে হবে। ইট ইজ নট এ ক্রাইম, উই আর জাস্ট ডিফারেন্ট। বলে হঠাতই সুমনাকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে ওর ওষ্ঠে গভীর চুম্বন এঁকে দিয়েছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় সুমনা বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। নীহারকণার চুম্বন ওকে আনন্দের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছিল। এমন স্বর্গসুখাণুভূতি আর কখনও হয়নি। অনুভূতির আবেশে ওর চোখদুটো বন্ধ হয়ে গেছিল। এরপর নীহার আর সুমনা প্রেমের নদীতে অবগাহন করেছিল। সকল প্রচলিত বিধি নিষেধের উর্ধ্বে উঠে একে অপরের জীবন সঙ্গিনী হওয়ার শপথ নিয়েছিল।

কয়েক মাস পরে বাড়ি এসে সুমনা মাকে সব বলেছিল, প্রতীকের কথা, নিজের সেক্সুয়াল প্রেফারেন্সের কথা, এমনকি নীহারকণার কথাও। সব কিছু শুনে সুলতা বলেছিলেন—সুমনা, জানিনা, আমি আর তোর বাবা কি পাপ করেছিলাম, যার জন্য বিধাতা আমাদের এমন কঠোর সাজা দিল। তোর বাবাকে এসব কথা বলিস না, ও এটা সহ্য করতে পারবে না। সারা জীবন মাথা উঁচু করে চলেছে, এ ধাক্কা ও সামলাতে পারবে না। বিয়েটা বিধাতার বিধান। বিয়ে হয় নারী আর পুরুষে, চিরকাল এটাই জেনে এসেছি। সুমনা, এ কি করলি তুই, আমাদের কথা, সমাজের কথা একবার ভাবলি না? বিধাতার বিধানের বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ সুখী হয় না। ক্ষাণিকপরে চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছিলেন—সুমনা, কখনও নীহাকরণাকেও নিয়ে এ বাড়িতে আসিস না। তোরা সুখে থাকিস। বলে কান্নায় ভেঙ্গে পরেছিলেন। সুমনাও মাকে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পরেছিল। সুমনা মনে মনে ঠিক করল—মা বাবা না ডাকলে আর কখনো এ বাড়িতে আসবে না।

কয়েকদিন পরে সুলতা একটু একটু করে সুমনার কথা স্বামীকে বলেছিল। সব কিছু শুনে বিমলবাবু নিদারুণ মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন—আমরা কি অপরাধ করলাম যে বিধাতা আমাদের এমন কঠোর সাজা দিলেন? তারপর বলেছিলেন—মেয়েটার জন্য দুঃখ হয়, ওর জীবনটা আর দশটা সাধারণ মানুষের জীবনের মতো হবে না। আর কোনও দিন স্বাভাবিক হবে না। তারপর একটু থেমে বলেছিলেন—জানো সুলতা, এর জন্য কিন্তু সুমনা দায়ী নয়, দায়ী ওর জিন, দায়ী আমি আর তুমি আর আমাদের জিন। সুলতা, এসো আমরা ওকে আশীর্ব্বাদ করি ওর জীবন যেন সুখের ও সার্থক হয়।

এ হেন ঘটনায় মা বাবা দুজনেই খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। তারপর থেকেই সুলতা ও বিমলবাবু দুজনেরই শরীর ভেঙ্গে পরেছিল। বছর দুই এর মধ্যেই বিমলবাবু ও সুলতার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছাল সুমনার কাছে। তারপর সুমনা বাড়ি ফিরে এসেছিল। সেখানে কেউ তার জন্য আর অপেক্ষায় ছিল না। সেখানে কেউ তাকে আর আগের মতো আদর করে জড়িয়ে ধরেনি। একাকী শূন্য বাড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল খোলা জানলার সামনে। ওর দৃষ্টি ছিল সামনের নীল দিগন্তে। শূন্যে খুঁজে বেড়াচ্ছিল মা আর বাবাকে।

হঠাৎ রাহুল কাকুর কথায় সুমনার আনমনা মন নিজের মধ্যে ফিরে এল। কাকু পড়ছেন—আমাদের সঞ্চিত অর্থের অর্ধেক পনের লক্ষ টাকা পাবে সুমনা। বাকি পনের লক্ষ টাকা ও বসত বাড়িটা পাবে কোন ''গে ও লেসবিয়ান এসোসিয়েশন''। তবে একটাই শর্ত পালন করতে হবে। আর সেটা হচ্ছে—প্রচার করতে হবে ''সমকামিতা'' কোনো অপরাধ নয়—বরং একটা মানসিক কন্ডিশন। এটাই জনগণকে জানাতে হবে ও বোঝাতে হবে। এটাই উইলের শর্ত। এতদিন তীব্র অভিমান ও গভীর দুঃখ ছিল সুমনার মধ্যে মা ও বাবার প্রতি। মা বাবার এ দান বুঝিয়ে দিল—ওরা সুমনাকে কত ভালোবাসত। সুমনা আর চোখের জল ধরে রাখতে পারল না। রাহুল কাকুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মনে মনে বাবা আর মার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করল।

রবীন্দ্রস্মৃতি বিজড়িত মংপু

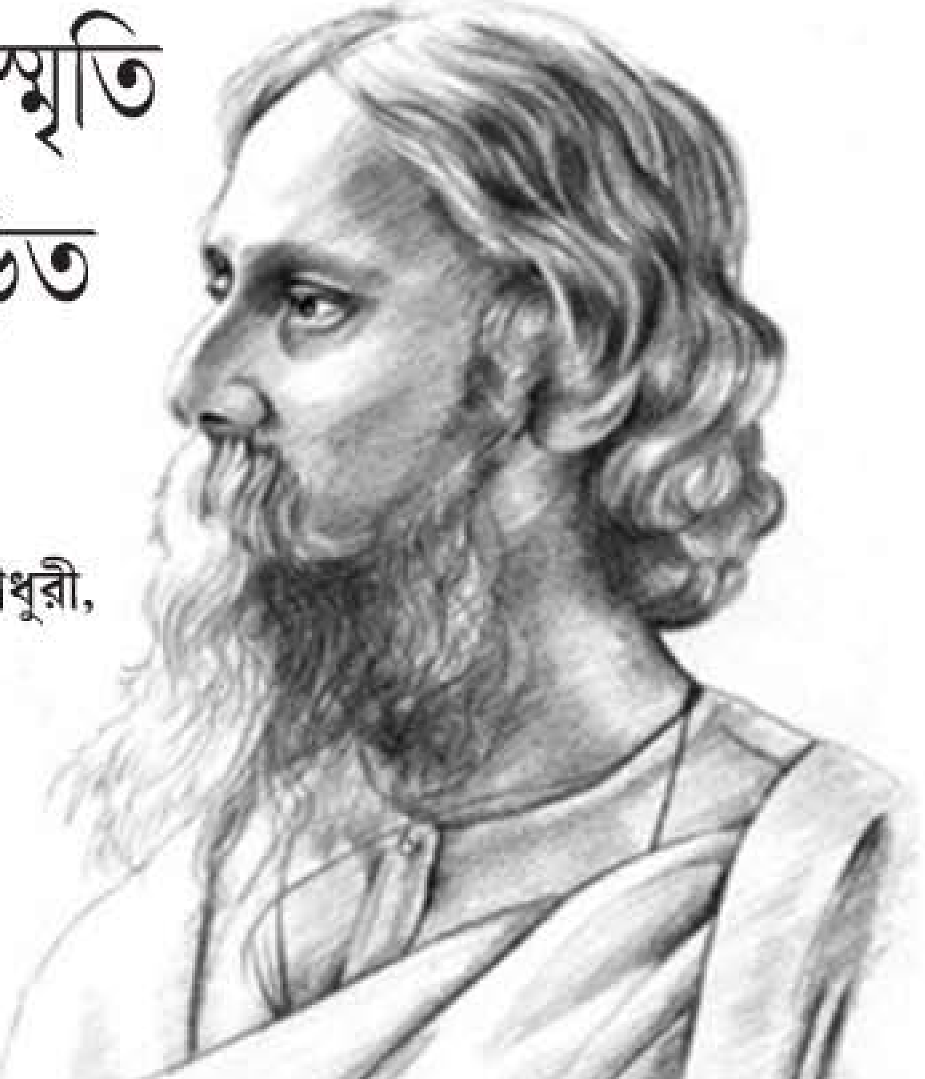

মধুমিতা চৌধুরী,
নিউ ইয়র্ক

নিকট আত্মীয়তাসূত্রে আর পাহাড়ের সৌন্দর্যের টানে বহুবার শিলিগুড়ি যাওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির কাছাকাছি এখন বহু জায়গা গড়ে উঠেছে ভ্রমণস্থান হিসেবে—যেমন মিরিক, লাভা-লালাঁ, ডিলো, তিনচুলা, জলদাপাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব জায়গার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য যেন ভুলবার নয়। এবার দেশে বেড়াতে গিয়ে কিন্তু অন্য একটি জায়গার বিশেষ অভিজ্ঞতা হল—যা এক পরম প্রাপ্তি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত সে জায়গা—মংপু—শিলিগুড়ি থেকে মাত্র সাতান্ন কিলোমিটার দূরে। মংপুর নাম আর সেখানে রবীন্দ্রনাথের অবস্থিতির কথা প্রথম জেনেছিলাম লেখিকা মৈত্রেয়ী দেবীর 'ন হন্যতে' পড়ে। তখনই মনে মনে এক কল্পনার জাল তৈরি হয়েছিল মংপুকে ঘিরে। এবারে সে কল্পনা যেন পূর্ণতা পেল।

রবীন্দ্র স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী থাকতেন মংপুতে। তাঁর স্বামী শ্রী মনমোহন সেন ছিলেন কেমিস্ট। 'সিঙ্কনা কুইনাইন রিসার্চ সেন্টারে' কর্মসূত্রে এখানে সপরিবারে বসবাস করছিলেন। তাঁদের থাকাকালীন তাঁদেরই বাংলো বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ চার-চার বার গিয়েছিলেন অতিথি হয়ে। ১৯৩৮ সালে মৈত্রেয়ী দেবীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার কালিংপঙ থেকে গিয়েছিলেন মংপুতে। তারপর ১৯৩৯ এর গ্রীষ্মকাল আর শরৎকালে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে যান। চতুর্থবার ১৯৪০ সালে যখন তিনি আবার মংপুতে আসেন, তাঁর জন্মোৎসব ওখানেই সম্পন্ন হয়। এসবই রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের দিকে। যদিও জরা ও ব্যধি সেসময় তাকে ঘিরে ধরেছিল—তবুও তাঁর হৃদয়ের আর সাহিত্যের সৌন্দর্য হয়নি এতটুকু মলিন। তাই মংপুতে থাকাকালীনও সৃষ্ট হয়েছে কত অবিস্মরণীয় রমণীয় সাহিত্য, কাব্য আর চিত্রকলা।

অনেকদিনের মনের ইচ্ছা ছিল মংপুতে গিয়ে দেখে আসি সেই তীর্থস্থান। এবার ঠিক হল—আর অন্য কোথাও না—চলো মংপু। একটা এসইউভিতে আমরা কয়েকজন উঠে বসলাম। গাড়ির সারথি আমার জামাইবাবু—দক্ষ হাতে নিয়ে চললেন পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে। যাত্রার শুরুতেই যেন মন রোমাঞ্চিত—পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে শুধু যেন কবি গানগুলিই মনে পড়ছিল। আঁকাবাকা তিস্তার রূপকে দূরে ফেলে আমরা উঠতে শুরু করলাম পাহাড়ের খাঁড়াই পথে। এদিকে ওদিকে পাহাড়ি ফুল ফুটে রয়েছে। 'রডডেন্ড্রন' দেখে মনে পড়ল সেই বিখ্যাত লাইন—"উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডডেন্ড্রগুচ্ছ।" আর দেখলাম নানা রঙের বুগানভিলিয়া—রবীন্দ্রনাথ যার বাংলা নাম দিয়েছিলেন 'বাগান-বিলাস'। কিছু পাহাড়ি পয়েনসেটিয়াও চোখে পড়ল। রাস্তার ধারে কমলালেবুর ছোটো ছোটো গাছ—হাত বাড়ালেই অনায়াসে তোলা যায় সেসব ফল। মাঝপথে থেমে একটা নেপালি রেস্টুরেন্টে গরম গরম মোমো খাওয়া হল—তার স্বাদ এখনও যেন জিভে। আবার চলল গাড়ি। লোকজন চোখে পড়ছে, কিন্তু খুব অল্প। এ অঞ্চলে জনবসতি তেমন নেই। সংকীর্ণ বাঁকাপথে গাড়ি চলছিল ধীরে। অবশেষে প্রায় দু-তিন ঘন্টা চলার পর গাড়ি এসে থামল সেই গন্তব্য বাড়ির সামনে। বাংলো স্টাইলের সাদা একতলা বাড়ি। সামনে গেটের দুপাশে লেখা 'রবীন্দ্র-ভবন'। বাগানে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি। সামনে দূরবর্তী পাহাড়ের অপরূপ অবর্ণনীয় শোভা। সাধে কি আর রবীন্দ্রনাথ ফিরে ফিরে এসেছিলেন এখানে। তবে মৈত্রেয়ী দেবীর সাহিত্যপিপাসু মনের শ্রদ্ধাঞ্জলি আর পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহারও তাকে দূর থেকে টেনে এনেছিল একাধিক বার।

দু-তিন ধাপ সিড়ি উঠেই বারান্দা—তার পরে ঘরগুলি। একটি ঘরে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত খাট-তাতে তাঁর আবক্ষ একটি মূর্তি রাখা। ঘরের দেওয়ালে বহু পুরোনো ফোটো। রবীন্দ্রনাথের এখানে থাকাকালীন বহু বিশেষ মুহূর্তের স্মৃতি ধরা রয়েছে এসব ছবিতে। একটা কালো পাথরের স্ল্যাবে খোদাই করা—"আমি আপন কিরণে ভুবন করি যে আলো—তবুও শিশিরের ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে ভালো।" তলায় লেখা রয়েছে এর হিন্দি অনুবাদ। দেখলাম রবীন্দ্রনাথের স্নানের ঘর—লাল রঙের সিমেন্টের বাথটাব—সাধারণ বাথটাব থেকে দেখতে আলাদা—জল নিকাশের জন্য অন্য ধরনের ডিজাইন করা। শুনলাম রবীন্দ্রনাথ নিজেই এটির ডিজাইন করেছিলেন।

বলা হয়নি বাড়িতে ঢোকামাত্র যে ভদ্রলোকটি আমাদের আমন্ত্রণ করেন ও পরিদর্শকের ভূমিকাটি নেন তার নাম শিশির রোহিত। অবাঙালি এই ভদ্রলোকটি এ গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন। ভাঙা ভাঙা বাংলাতে উনি বলে চলেছেন গৃহের ইতিহাস—কত স্মৃতির কথা, যার কেন্দ্র মূলত রবীন্দ্রনাথ। একটি ঘরের মাঝখানে কাঁচের কেসের মধ্যে রাখা বহু চিঠি যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন তাঁর নিকটাত্মীয়দের বা অন্যরা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। তাঁর বৌমা প্রতিমাদেবীকে লেখা একটি চিঠিতে মৈত্রেয়ীদেবীকে নিয়ে লিখেছেন "শুনলুম মংপু নামে জায়গায় কোনো বঙ্গ মহিলা হিটলারের অনুকরণ করে Concentration Camp খুলেছে। আমাকে ভাবতে সময় দিল না—ছোঁ মেরে নিয়ে চলল।" মুখে হিটলার বললেও রবীন্দ্রনাথ যে মৈত্রেয়ী দেবীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার টানে ধরা পড়েছিলেন তা বলা বাহুল্য।

ঘরের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের আঁকা বহু জলরঙা ছবি। ঐ বয়সে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকায় বিশেষ মনোযোগী হয়েছিলেন জীবনের শেষের প্রায় চোদ্দ বছর ধরে উনি প্রায় ২৫০০টি ছবি এঁকেছিলেন—তার মধ্যে সবই প্রায় ওয়াটার কালার। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলি এক-একটি এক-এক রকম—প্রত্যেকটি যেন স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। এক জায়গায় রাখা আছে তাঁর ব্যবহৃত বহু রঙের শিশি আর প্যালেট—তাতে এখনো শুকনো রঙ রয়েছে স্মৃতি আঁকড়ে ধরে। খুব অদ্ভুত লাগল তাঁর একটি বসার চেয়ার দেখে—যার ডিজাইন একদম অন্যরকম রথীন্দ্রনাথের করা। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ তার বাবার জন্যে কাঠ দিয়ে এই চেয়ারটি তৈরী করেছিলেন। সামনের টেবিলে আছে বাঁশের তৈরী একটি ফুলদানী—তাতে গাছের চিত্র অঙ্কিত-রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে তৈরী এই ফুলদানী—অঙ্কনটিও তাঁরই। রবীন্দ্রনাথের হাতের ছোঁয়ালাগা এইসব জিনিষগুলো দেখে বেশ রোমাঞ্চিত লাগছিল। শিশিরবাবুর দেখলাম বহু চিঠি মুখস্থ—যা তিনি ভাঙা বাংলাতে আমাকে শোনাচ্ছিলেন চিঠিগুলোর দিকে চোখ না রেখেই। আমাদের বললেন তার ঠাকুরদার আমল থেকেই তারা এখানে বসবাস করছেন ওর ঠাকুরদার নাকি রবীন্দ্রনাথকে পালকিতে বয়ে নিয়ে যেতেন। সেসময় গাড়ি অত বেশি সুলভ ছিল না বলে হয়তো। আমাদের পরিদর্শক জানালো এশিয়ার মধ্যে এটিই প্রথম রবীন্দ্রস্মৃতি ভবন। ঘরগুলো অন্ধকার—আলো জ্বালানোর কথা বললে বলল—"আলো তো আছে—কিন্তু ইলেকট্রিক বিল দেওয়ার টাকারও অভাব হয়। যিনি পৃথিবীতে এত আলো দিয়েছিলেন—তার জন্য এখন আলোর অভাব।" শিশিরবাবু এও জানালেন এ বাড়ির অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। সরকার থেকে বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায় না। লোকাল লিডাররাও বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কয়েক বছর আগে নাকি ইউরোপ থেকে কয়েকজন টুরিস্ট এসেছিল। তাদেরই একজন ঘরের কাঠের ফ্লোর ভেঙে গর্তে পড়ে যায়। এখন অবশ্য সেটা মেরামত করা হয়েছে। শুনে খুবই খারাপ লাগল—এরকম একটা বাড়ি যা বাঙালির তীর্থস্থান—তা কিনা বিনা যত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

ঘরগুলো দেখা হয়ে গেছে—আবার ফিরে এলাম বাড়ির বাইরে। সেখানে মনোরম বাগান—তার পেছনে দিগন্ত প্রসারী পাহাড়—আকাশের প্রেক্ষাপটে এক অপূর্ব ছবি। বাড়ির একধারে একটি বিশাল সপ্তপর্ণী গাছ। গাছের তলায় খড়ছাওয়ানো একটি ছোটি ঘর—এটি ছিল রবীন্দ্রনাথের উপাসনা ঘর। বাগানের এদিকে ওদিকে বেশ কয়েকটা ক্যামেলিয়া ফুলের গাছ। মনে পড়ল কবির লেখা 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটা। এই অপূর্ব দৃশ্যাবলী কবি মনে অনুপ্রেরণা হয়ে নিশ্চয়ই এসেছিল আর সৃষ্টি করেছিল কত অমর কাব্য। পুত্রের তৈরি সেই চেয়ারটিতে বসে কবি লিখতেন—সামনের কাঁচের জানলা দিয়ে পাহাড়ের দৃশ্য থাকত সদা বিরাজমান। মংপুকে নিয়ে কবি লিখেছেন—

"কুজ্ঝটি জাল যেই সরে গেল মংপুর
নীল শৈলের গায়ে দেখা দিল রংপুর।"

এটা লিখে আবার রসিকতাও করেছিলেন—"এটা কিন্তু তোমাদের রঙ্গপুর. এর রংপুর নয়। বোকাদের জন্যে তা বলে দিতে হবে না তো?"

প্রকৃতির প্রতি রবীন্দ্রনাথের এক অদ্ভুত সংবেদনশীল মন ছিল—মংপুতে বসেই মৈত্রেয়ী দেবীর মেয়েকে গল্পছলে বলেছিলেন—"আমি যখন ছোটো ছিলুম, এই ধর ১০/১২ বছর বয়স, তখন কাউকে গাছের পাতা ছিঁড়তে দেখলে ভারি কষ্ট পেতুম। অনেকের অভ্যাস আছে চলতে চলতে হঠাৎ এক মুঠো পাতা ছিঁড়ে নিল, আমার ভারী খারাপ লাগত দেখতে।" মংপুতে বসে তিনি যেমন লিখতেন, ছবি আঁকতেন, তেমনি করতেন কাব্যচর্চ্চা। বহু কবিতা তিনি শুনতে চাইতেন মৈত্রেয়ী দেবীর কণ্ঠে। আবার নিজেও আবৃত্তি করতেন তাঁর ইচ্ছে মতো। কখনো বা নিজেরই গান গাইতেন। আবার কখনো হত নিছক আড্ডা আর গল্প। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ শোনাতেন ভূতের গল্প। মৈত্রেয়ী দেবী লিখেছেন—"সন্ধেবেলা মংপুতে আমাদের পড়বার আসর বসত প্রত্যহ। লম্বা বাতিদান জ্বলত ওঁর চেয়ারের ঠিক পেছনে—যাতে বইয়ের উপরে আলো পড়ে। সমস্ত ঘর থাকত অন্ধকার, আমরা ওর চেয়ারের চতুর্দিকে ছড়িয়ে বসে থাকতুম মাটিতে। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে বাতিদানের আলো ওঁর শুভ্র চিকন চুলের ওপর পড়ত, মুখের চতুর্দিকে পড়ত, তাতে মনে হত এক জ্যোতির্ময় ছবি। জীবন্ত মানুষের সমস্ত সজীবতা নিয়ে অথচ ছবির দূরত্ব নিয়ে সেই অনির্বচনীয় লাবণ্য মনকে একান্ত অভিভূত করত।"

রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই মংপুতে গাছের ডাল দিয়ে এক ঘর বানানো হয়েছিল। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল তিনি ঐ ঘরে কয়েকদিন থাকেন। ঘরটির নামকরণ করেছিলেন 'শৈল কুলায়'। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য ওখানে থাকা হয়েছিল কিনা ঠিক জানা নেই।

১৯৪০ সালে শেষবার রবীন্দ্রনাথ মংপুতে এসেছিলেন। পঁচিশে বৈশাখ তখন আসন্ন—সকলে মিলে সেখানে ব্যবস্থা করলেন তাঁর এক অভূতপূর্ব জন্মোৎসব। মৈত্রেয়ী দেবী তার স্মৃতিচারণে বলেছেন—"পঁচিশে বৈশাখের দু-তিন দিন আগে রবিবার এখানে উৎসবের বন্দোবস্ত হলো। সকাল দশটার সময় কবি স্নান করে বাইরে এসে বসলেন। কাঠের বুদ্ধমূর্ত্তির সামনে বসে একজন বৌদ্ধ স্তোত্র পাঠ করল। কবি ইশোপনিষদ থেকে অনেকটা পড়লেন। বিকেলবেলা দলে দলে সবাই আসতে লাগল—পাহাড়ি দরিদ্র প্রতিবেশী, তখন সানাই বাজতে লাগল, গেরুয়া রঙের জামার উপর মাল্য-চন্দনভূষিত আশ্চর্য স্বর্গীয় সেই সৌন্দর্য সবাই স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগল। প্রত্যেকটি লোক শিশুবৃদ্ধ সবাই কিছু না কিছু ফুল এনেছে। তীব্বতীরা পরালো তাঁর গলায় 'খর্দা' গাছের সুতোয় বোনা স্কার্ফ, যা ওরা লামাদের পরায়। ফুলে প্রায় আবৃত হয়ে গিয়েছিলেন। শঙ্খধ্বনির মধ্যে 'শিলাতলে' এসে বসলেন, তিব্বতী আর ভুটানীরা শুরু করলে তাদের জংলি তান্ডব নাচ।"

১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে অসুস্থ শরীরেও কালিংপঙে এসেছিলেন—কথা ছিল একটু সুস্থ হ'লে মংপুতে আসবেন। কিন্তু তা আর হ'ল না। হঠাৎ দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন—২৮শে সেপ্টেম্বর অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে কোলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্লান্ত রোগশয্যা থেকেও মংপুর কথা বার বার স্মরণ করতেন। মৈত্রেয়ী দেবীকে তিনি লিখে ছিলেন—

"মিত্রা
মনে পড়ে শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটীর
হিমাদ্রি যেখানে তার সমুচ্চ শান্তির
আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিখরের সীমা
লঙ্ঘন করিতে চায় দূরতম শূন্যের মহিমা
অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে
নিশ্চল সবুজ বন্যা, নিবিড় নৈশব্দ্য রাখে ছেয়ে
ছায়াগুপ্ত তার।"

দিগন্তের দিকে চেয়ে দেখি বিকেল গড়িয়ে আসছে। পাহাড়ের দৃশ্যপটে অস্তগামী সূর্য। আমাদেরও ফেরার সময় হল। বিদায়কালে মিস্টার রাহুল আমাদের মহিলাদের হাতে একটি করে ক্যামেলিয়া উপহার দিন। মন তখন কানায় কানায় পূর্ণ। রবীন্দ্রস্মৃতি মাখা মায়াময় সেই গৃহ ছায়াময় বিকেলে পিছনে ফেলে আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

My grandparents living in India were able to see me on TV

Shubham Banerjee could not have imagined the response his 'Braigo' — a low-cost Braille printer he built using Lego blocks (India Abroad, February 28) would eventually generate.

"Yes the response was unexpected," Shubham, 12, told India Abroad from his home in Santa Clara, California. "What started off as a science fair project could blow up into such a news, I didn't expect that. My grandparents living in India were able to see me on TV when CNN broadcast the interview!"

According to World Health Organization reports, 90 percent of the world's 285 million visually impaired people live in developing countries.

Subham Banerjee with his Braigo printer

A basic Braille printer costs $2,000. Shubham's Braigo cost him $349 to buy the Lego Mindstorms EV3 set and about $5 for some more stuff that went into making the printer.

The story of Shubham's invention began last December, when among the year-end donation requests his father was the letter was from an organization that supports blind people.

Shubham asked his parents how visually impaired people read or write. A few Google searches later, he asked his father to buy him a Lego Mindstorms EV3 kit because he wanted to try and build a Braille printer for his science fair at school.

"I had to understand the Braille language by studying online, then I had to create different models and break and again rebuild," explained Shubham. "Getting the mechanical motion was the toughest part, but the creating the software was comparatively easier. It took me three weeks to build the first prototype. I had to do research and prototype and see if it works." Shubham plans to put all the building instructions and the project file online.

"I am creating a Web page to upload the information," he said. "I will announce it on my Facebook page. I have already started to upload some videos YouTube. The basic idea is for the development community to further use the concept and maybe make the design and software even better."

The seventh grader, who was born in Hasselt, Belgium, and came to the United States with his parents as a 3-year-old, hasn't decided what he wants be when he grows up. "I am leaning towards engineering," he said.

"I was skeptical," admitted Shubham's father Niloy 'Neil' Banerjee, "but encouraged him since this kit may help him to develop further."

Asked if any company had contacted them for commercializing the project, Banerjee said, "Yes, Lego and National Instruments have been in contact with Shubham, though it's too early to mention anything."

Courtesy : India Abroad

Immigration reform meets GOP roadblock

Activists and attorneys worry that nothing will happen in the immigration front this year. Just like President George Bush regretted that he could not do anything about the vexed problem during his eight years in office and many observers fear that President Barack Obama too might end up without fulfilling his promises on immigration reform. 'Since the Senate passed the historic bill for comprehensive immigration reform in June 2013, the issue had been stagnant,' Tahmina Watson, an immigration attorney in Seattle, Washington, said. 'On January 30 this year, House Speaker John Boehner released the much anticipated Republican party immigration principles, which did not provide a path to citizenship to the undocumented. Instead, it provided a path to legal status only. Those who were brought to the US as children, also known as DREAMers, would however receive citizenship.'

The release of the principles brought renewed hope to the political debate. Advocates saw this as an acceptable compromise and were (and still are) willing to negotiate suitable terms.

However, just a week later, on February 6, Speaker Boehner turned the tables again and announced that the Republican Party will not consider immigration reform because they do not trust President Obama to enforce the law properly. Boehner said, 'Listen, there's widespread doubt about whether this administration can be trusted to enforce our laws. It's going to be difficult to move any immigration legislation until that changes.' The announcement brought immigration reform to a screeching halt.

The announcement is rather upsetting and is without truth. No other president has deported as many people as President Obama. No other president has prosecuted as many employers for hiring undocumented workers. President Obama has done nothing but enforce immigration laws, perhaps more harshly than his predecessors,' Watson pointed out. 'Will the Republicans join hands with President Obama to bring about the much-anticipated comprehensive immigration reforms? Or risk losing more elections in the future,' asked Philadelphia based attorney Morley J Nair.

The Republicans got a wake-up call in the last presidential elections, and the media debated the numbers and percentage and the shift in the US demographics. Suddenly, for the Republicans, Hispanics became a community that needs to be bridged in rather than fenced off!

The momentum thus gained eventually resulted in the landmark bipartisan Senate Bill, which contained the most significant reform proposals in decades. 'Clearly the Republican stance is nothing but an excuse not to pass immigration law,' Watson noted.

'So where do we go from here? Hard to tell. Advocacy groups must continue to advocate and keep the conversation alive. Individuals must contact their nearest Republican congressman/woman and tell them they want immigration reform. To that extent FWD.us has" launched a new app called Push4Reform which allows you to contact your nearest Republican representative with the click of a button,' she said. With primary elections coming up later this year, representatives will look for campaign funding. To make a point, donations should not be made to campaigns without a promise to support immigration reform. 'In sum, the conversation must be kept alive so that the House cannot let the issue die. It is up to us, the people, to keep the conversation alive. So take action if you want immigration reform,' Watson said.

As for the most urgent problem faced by legal and illegal immigrants, Nair said, 'I don't want to sound politically incorrect, but I think there is a sharp difference in perceptions about immigration reform among persons who are in the legal path, ie, through employment-based or family-based route, versus those who are the so-called undocumented aliens. For the former category, immigration reform largely means lesser waiting periods on their cases, while for the latter, it has to essentially address the interests of those who are present in the US illegally.

'A reform proposal that does not talk about a path to citizenship to the undocumented, but would include work permits, and eventual green cards should appeal to them so long as it imparts such benefits to immediate relatives as swell.

Certainly it is better than nothing. Anything remotely sounding like an 'amnesty' is certain to be opposed by the hard liners.

There are creative ways to bring about such a legislation that would be welcomed by the undocumented so long as they can come out of the shadows and start the process of integration into the mainstream without the fear of deportations.'

'From my view point, and I am sure immigration law practitioners around the country would agree with me, what the undocumented persons really care for are the ability to come out of the shadows and being able to live and work in the US without the fear of deportation leading to breakup of families,'

Courtesy : India Abroad

The Farewell Day

Salilendu Mukherjee
Durgapur Steel Plant, India

All on a sudden
This day has come
Before me.
I Thought this day
Is only for others
and I used to say good
things about others
On Their Farewell day..

But No, This is Mine...
And I am surprised.

I gave my blood, sweat
And tears with hard labour
Years after years in Blast Furnace.
In Durgapur Steel plant.
And my Mother Plant
has returned me by
The way of taking
care and feeding my Kids,
old parents, me and my family
throughout years..
Both are Greateful
to each other and I pay
My Last regard to my
Mother plant....
Today.....
When I cross the
C.I.S.F. Main Gate No. 1
and I cross the
Last Jawan Standing. I leave
behind 36 years of Myth, Experience, Sorrow,
Joy, Laughter, Tears and An Excellent Legacy
of Steel Making..

I go forward and
All on a sudden
Golden Chains pull me
From behind crying
"OH DON'T GO"...

I stop I weep
Tears rolll down on my cheeks and
Again I take another step forward towards
my newly Obtained
Liberty of pleasure and pain
mixed Together....

Friends. All of you
were here beside me
encouraging me all the time
and Thank all of you..
Good Bye Friends
And Here I go
Good Bye...

IRS focus on Indian offshore accounts intensifies

Deputy Attorney General James Cole told the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee in Washington, DC February 26 that the United States had expanded its action against tax cheaters to several countries, including India.

Testifying on 'Offshore Tax Evasion: The Effort to Collect Billions in Unpaid Taxes on Hidden Offshore Accounts,' he noted, "While the (Justice) Department's initial efforts and this hearing have focused on Switzerland, we have expanded our investigations to go after tax cheats and the banks assisting them in India, Israel, Liechtenstein, Luxembourg, and several Caribbean countries.'

Cole's testimony followed the Department of Treasury and Internal Revenue Service's release of the last substantial package of regulations necessary to implement the Foreign Account Tax Compliance form) the IRS, just like the US banks, about account details, including income of US citizens and residents. The IRS seek the tax for that from the account holders," New York City-based financial expert Jain Jacob CPA told India Abroad.

'Each year, some wealthy individuals evade millions of dollars in taxes through the use of offshore financial accounts that are not reported to the IRS or other tax authorities,' the Treasury Department said in a statement while releasing the new rules. 'This international tax evasion is illegal, contributes to the federal debt, and creates inequity within the tax system. Congress enacted FATCA in 2010 with bipartisan support to target these illicit activities, and the provision has since become the global standard for promoting tax transparency.'

Reports have noted that some other countries see

Deputy Attorney General James Cole testifies before the Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee in Washington, DC on 'Offshore Tax Evasion : The Effort to Collecti Billions in Unpaid Taxes on Hidden Offshore Accounts' February 26.
Late last year, at a California State Bar Tax Section Meeting, an IRS official had started that the agency would start a new Indian initiative targeted in individuals with undeclared Indian accounts.

Act February 20. Keeping money in foreign banks without paying taxes will get much harder after July 1, when some of the reporting provisions of the Act, targeting overseas tax evaders, come into effect

FACTA was passed two years ago to get information on overseas, bank accounts held by Americans. Under it the IRS can issue stiff penalties if a foreign financial institution fails to hand over information on its US customers. To help foreign financial institutions comply with FATCA without violating local laws, the US developed intergovernmental agreements it can sign with partner countries.

Thus far, Washington has signed agreements with 22 countries and many more have either reached agreements in substance, or they are in the process. India has not signed the agreement yet, but negotiations between the two countries are on.

"What it means is that the foreign banks will either through their government or directly report (in- the value of a US FATCA-like regime and have decided to make it a tool to use for their own benefit as well.

Treasury Secretary Jacob J Lew added, "There is significant momentum to implement FATCA across the globe, and we will continue to work closely with our international partners to combat these illicit activities and raise global tax standards.'It has other implications too.

Since the Internal Revenue Services ran two Offshore Voluntary Disclosure Initiatives in 2009 and 2011 and is currently running the third, individuals and businesses had plenty of opportunities to come forward voluntarily to disclose about he foreign income.

If you report to the IRS about the foreign income how, they could ask why it was not reported earlier and issue fines.

Courtesy : India Abroad

ভোটবাজারে গোধরা স্মৃতি

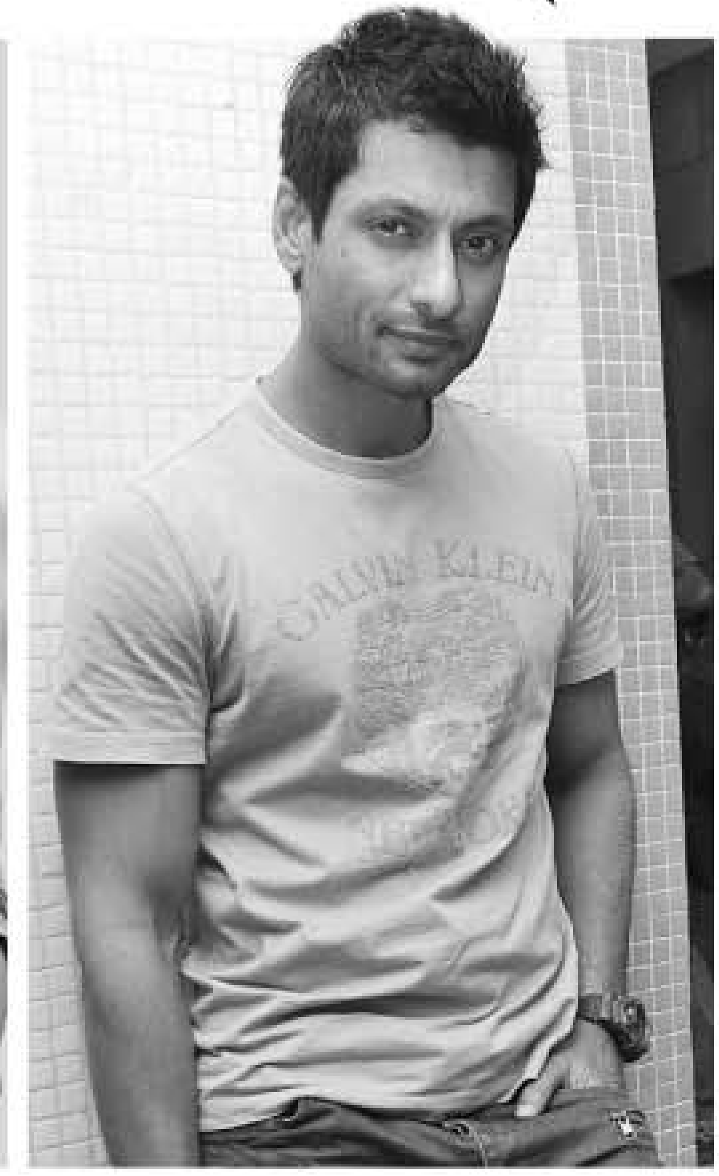

মুম্বই, গুজরাট, কলকাতা মিলিয়ে শ্যুটিং। পাওলি দাম, ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত মুখ্য চরিত্রে। লিখছেন ভাস্বতী ঘোষ

সাল ১৯৯০। বাবরি মসজিদ কাণ্ডে দেশ আলোড়িত।

সাল ২০০২। আরও একবার দেশজুড়ে আলোড়ন। এবার গোধরা কাণ্ড।

দুই ঘটনার মাঝে জেগে আছে বছর দশেক সময়। যে সময়ে এই দুই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বদলে গিয়েছে বহু সাধারণ মানুষের জীবন। তেমনই দুই জীবনের গল্প এবার রুপোলি পর্দায়।

পরিচালক বাঙালি। সৌরভ চক্রবর্তী। তবে তাঁকে বলিউডের বাঙালিও বলা যেতে পারে। পরিচালক যে নতুন ছবি বানাচ্ছেন, তার নাম 'অরণি তখন'। মুখ্য চরিত্রে পাওলি দাম এবং ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত।

আপনি তো বাংলা ছেড়েছেন প্রায় বছর ১৪ আগে। মূলত আশুতোষ গোয়ারিকড়ের সহযোগী হিসেবে আপনার পরিচিতি বলিউডে। তা হলে হঠাৎ বাংলা ছবি বানানোর কথা মাথায় এল কী করে? পরিচালক উত্তরে বলছেন, 'আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে সর্বাণী মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প আছে। 'কামড়'। সেটা পড়েই মনে হয়েছিল, ছবি করতে চাই। তাই ছবি বানানোর কথা যখন ঠিক করলাম, মনে হল, এই গল্প নিয়েই কাজ করব। প্রেমের গল্প। আর বাংলাতে।'

কিন্তু বাংলায় কেন? আপনি বাঙালি বলে? শুনে পরিচালক বলছেন, 'না। কিছু মূল্যবোধ এমন আছে, যা বাঙালির সঙ্গে, বাংলার সঙ্গেই যায়। তাই এই ছবি বাংলায় করছি। এরচেয়ে বেশি ভেঙে এখনই বলতে পারব না।'

বাবরি মসজিদ থেকে গোধরা কাণ্ড যে ছবির প্রেক্ষাপট, সেখানে ধর্ম নিয়ে কথা হবে না, তা কী করে হয়! পরিচালক বলছেন, 'হ্যাঁ। ছবিতে নায়ক-নায়িকা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী। বাবরি মসজিদ দাঙ্গায় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর গুজরাটের গোধরা কাণ্ডের সময় একে-অন্যের সামনে এসে দাঁড়ানোর সুযোগ পায় তারা। এরই মাঝে কেটে গিয়েছে বছর দশেক। তাদের সেই পথ চলা নিয়েই ছবির চিত্রনাট্য। একেবারে খাঁটি প্রেমের গল্প। কিন্তু এর চেয়ে বেশি আর কিছু বলতে চাই না। কে কোন ধর্মাবলম্বী সেটাও নয়।'

> যে কোনও কমিউনাল কনফ্লিক্টেই ভয়ঙ্করভাবে প্রভাবিত হয় সাধারণ মানুষের জীবন। তেমনই দু'টো মানুষ...কেমন তাদের প্রেমকাহিনি সেই গল্প বলছি
>
> **—সৌরভ চক্রবর্তী**, পরিচালক

পরিচালকের থেকেই জানা যাচ্ছে, তিনি ছবি শুরু করছেন সামনের মাসের শেষের দিকে। অর্থাৎ ভোট পর্ব তখন সবে মিটবে। এমন সময়ে দাঁড়িয়ে বাবরি মসজিদ বা গোধরা কাণ্ডকে চিত্রনাট্যে ধরার চেষ্টা কোনও সমস্যায় ফেলতে পারে না আপনাকে? উত্তরে পরিচালক বলছেন, 'আমি ছবিতে বাবরি মসজিদ কাণ্ড বা গোধরা কাণ্ড নিয়ে কোনও মন্তব্য করছি না। শুধু বলছি, এমন দু'টো ঘটনা ঘটেছিল। বাবরি মসজিদ একটা উদাহরণ মাত্র। এর পরিবর্তে কোনও মন্দিরও ভাঙা হতে পারত। আসলে, যে কোনও কমিউনাল কনফ্লিক্টেই ভয়ঙ্করভাবে প্রভাবিত হয় সাধারণ মানুষের জীবন। তেমনই দু'টো মানুষ যারা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের জীবন কীভাবে পালটে গেল, কেমন তাদের প্রেমকাহিনি সেই গল্পই আমি বলছি।'

গল্পের খুঁটিনাটি অধরা রাখলেও যেটা পরিচালক খুব জোর গলায় জানাচ্ছেন, তা হলে, এই ছবির অরণি চরিত্রে থাকবে পাওলি দাম। অর্থাৎ তাঁকে ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে ছবির চিত্রনাট্য। বাংলায় তিনি শেষ যে ছবি শ্যুট করেছেন তা হল 'পারাপার'। কাছাকাছি সময়ে করেছেন 'ফ্যামিলি অ্যালবাম'। নায়িকা মনে করছেন, এই ছবির ক্যানভাস বেশ বড়। ঠিক কী কারণে আপনি নির্বাচন করলেন এই ছবি? পাওলি বলছেন, 'প্রেমের ছবি। চিত্রনাট্য শুনে যেটা বুঝেছি, ছবিটা খুব পোয়েটিক। লিরিক্যাল। আর আমার জন্য ছবিটা স্পেশ্যাল, কারণ এই চরিত্রটা একটি ভালো মেয়ের চরিত্র। আমি তো কিছুদিন আগেই ফ্যামিলি অ্যালবাম'-ও শ্যুট করলাম। একটু অন্য ধরনের। কিন্তু এখানে চরিত্রটির মধ্যে একটা অদ্ভুত মিষ্টত্ব আছে।'

ছবিতে পাওলির নায়ক ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত। এছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ চরিত্র রয়েছে ছবিতে। সেখানে কোন অভিনেতা থাকবেন, জানা যাবে শীঘ্রই।

ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে একটি গানে পাওয়া যাবে অনুপম রায়কে। গুজরাটের হোলির সময় জনপ্রিয় হেলো গানের সুরের সঙ্গে বাংলা রকের মিশেলে অনুপম তৈরি করেছেন বিশেষ গান। ছবিতে ব্যবহার হবে রবীন্দ্রসঙ্গীতও। রাজা নারায়ণ দেব সেই কাজে হাত দিয়েছেন। ছবির প্লে-ব্যাক করছেন মোহন সিং, কৌশিকী চক্রবর্তী, সোহিনী মুখোপাধ্যায়ের মতো বিভিন্ন শিল্পীরা।

মুম্বইয়ের রাহুল কাপুর, সঞ্জয় কল আর তপন সাহা প্রযোজিত এই ছবির শ্যুটিং হবে কলকাতা, মুম্বই আর গুজরাট মিলিয়ে।

ঝলকে

প্যাঁচে অমিতাভ

টিভির বিজ্ঞাপনে ভূত সেজে বেশ প্যাঁচে পড়েছেন অমিতাভ বচ্চন। 'ভূতনাথ রিটার্নস' ছবিতে যথারীতি ভূত সেজেছেন তিনি। তার প্রচারেরই অংশ হিসাবে ছোটদের একটি হেলথ ড্রিংক-এর বিজ্ঞাপনে দেখা গিয়েছে তাঁকে ভূত হিসেবেই। আর এতেই তাঁর বিরুদ্ধে জনস্বার্থে মামলা দায়ের হয়েছে। পুনের সমাজকর্মী হেমন্ত পাটিল অভিযোগ করেছেন, অমিতাভ বচ্চনের মতো এক নামী তারকা কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন। শুধু অভিযোগই নয়, ২০১৩ সালের নতুন কুসংস্কার বিরোধী আইন অনুসারে বচ্চনের বিরুদ্ধে মামলাও দায়ের করেছেন তিনি। আগামী ১৮ এপ্রিল এই মামলার শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

আপ-আপত্তি

তাঁর 'সত্যমেব জয়তে' রিয়্যালিটি শো সারা দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। কিন্তু সামাজিক কর্তব্য পালনে সামনের সারিতে থাকলেও, সরাসরি রাজনৈতিক যোগাযোগ তৈরিতে আমির খানের অনীহা প্রথম থেকেই। সম্প্রতি আম আদমি পার্টি আর আমির খানের যোগসূত্র নিয়ে কিছুটা জলঘোলা শুরু হয়েছে। এক আপ নেতা ট্যুইটারে দাবি করেছেন, আমির তাঁদের সমর্থক। আপ-এর কিছু কিছু প্রচারে নাকি তাঁর ছবিও ব্যবহার করা হয়। এই দাবিতে যারপরনাই ক্ষুব্ধ আমির। নির্বাচন কমিশনে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে তিনি নালিশও ঠুকেছেন।

নারীশক্তি

বলিউডের ছবিতে নারীদের দেখানোর ধরন এখন আগের থেকে অনেক আলাদা বলে মনে করছেন অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। কেন এমন মনে হয়েছে তাঁর? 'আগে যেভাবে সিনেমায় মহিলাদের দেখানো হত, এখন তার থেকে পরিস্থিতি অনেকটা আলাদা। আগে সব ছবিতেই মহিলাদের চরিত্র হত একই রকম। সেই ঘুরে ফিরে এক জাতীয় চরিত্র। প্রধান চরিত্রে মহিলারা তখন প্রায় নেই বললেই চলে। এখনও যে মহিলা চরিত্র কেন্দ্রিক সিনেমা ঢেলে বানানো হচ্ছে, তা-ও নয়। কিন্তু বিশেষ করে রোম্যান্টিক

ছবিতে নায়ক আর নায়িকার চরিত্রের গুরুত্ব তো সমান সমান। বদল আসছে। আর সেই বদল ভালোর দিকেই,' এখনকার ছবি সম্পর্কে এমনটাই মত ক্যাটরিনার।

হর্ষধ্বনি

সোনাম কাপুর তাঁর ভাই হর্ষবর্ধন কাপুরকে অন-স্ক্রিন দেখে খুবই খুশি। রাকেশ ওমপ্রকাশ মেহেরার 'মির্জা সাহিবা' ছবিতে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন হর্ষবর্ধন। সোনাম জানান ভাই ইন্ডাস্ট্রিতে আসায় আনন্দিত তিনি। কিন্তু সেই সঙ্গেই কিছুটা নার্ভাসও। কারণ একেবারেই ছোট

বয়সে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে আসছেন হর্ষ। এই ছবিতে তিনি মির্জার চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবিটি ট্র্যাজিক লাভ স্টোরি। ইউএস থেকে স্ক্রিন প্লে আর অ্যাকটিং নিয়ে পড়াশোনা করেছেন হর্ষবর্ধন। অনুরাগ কাশ্যপের 'বম্বে ভেলভেট'-এ সহ-পরিচালক হিসেবে কাজও করেছেন। এখন দেখা যাক অভিনয়ে সোনা ফলাতে পারেন কি না।

—সৌম্যদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

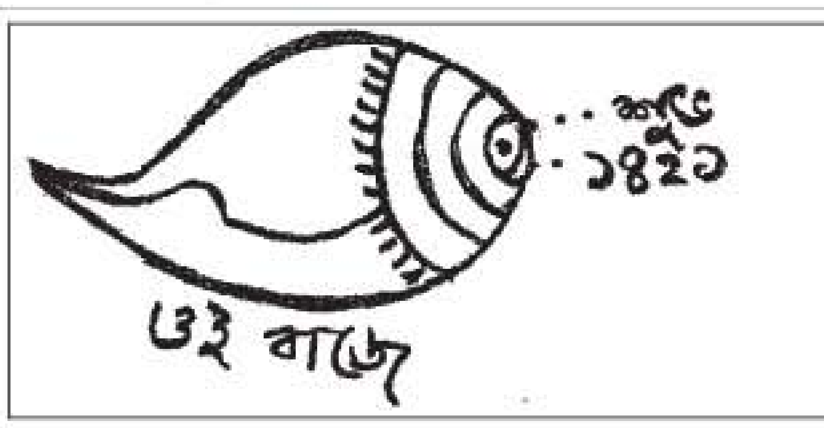

ছবি—অরুন্ধতী সরখেল

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

MEMBERSHIP FORM

Name: ______________________
Spouse's Name: ______________________
Address: ______________________
City: ____________ State: ____ ZIP ______
Phone #: ____________ E-mail: ____________

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : ______________________ **Date:** __________

Membership Fee:

- [ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
- [ ] US$ 250.00 (USA – Life)
- [ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
- [ ] US$350.00(Canada – Life)

PLEASE CHEK ONE:

NEW MEMBER: ☐

RENEWAL: ☐

Dilip Chakrabarti
2418A Second Street
Fort Lee, NJ 07024

শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন

Camden / Mitra Travel

Your only retail consolidator

We have the **Lowest** Fares

We have special Student & Teacher fares

12375 Bissonnet St, Ste – B, Houston, TX 77099-1273

Ph: 1-888-811-5377; 281-530-3000 Cell: 832-814-6666

www.faregurus.com

Email:- amdentravel@aol.com

We are consolidators for **Qatar/Emirates/ Singapore/ Jet Airways, Air India. Best Rates on United Airlines & Lufthansa.**

Join us on our group tour to - China, Alaska, Eastern Europe, Turkey, Egypt and more (Best deals in the market)

FLAT FOR SALE IN BHOWANIPUR, KOLKATA

1000 sq. ft. FURNISHED FLAT ON 1ST FLOOR

GROUND FLOOR GARAGE, 3 BED ROOMS, ONE ATTACHED BATH (SHOWER DOOR) WITH BEDROOM, 2ND BATH ATTACHED WITH LIVING ROOM. MODULAR KITCHEN WITH GRANITE COUNTER TOP, MARBLE FLOORS, GLASS SLIDING DOOR, LR AND DINING HALL ARE ATTACHED, 3 AIR CONDITIONERS, ONE IN BED ROOM, TWO IN LIVING ROOM.

ALL FOR ONLY 60 LAKHS

PLEASE CONTACT –
UTTAM BARMAN PHONE NO – 98367-36458.(INDIA)
MANJU CHATTERJEE – 815-353-0087 (USA) ; EMAIL: mchatt@gmail.com

"প্রবাসী পাখি ফিরে যেতে চায় দূরকালের অরণ্যছায়াতলে"

কবিগুরুর সেই প্রবাসী পাখী - আপামর বাঙ্গালীর অরণ্যছায়াতল NABC - এবার ২০১৪তে তার ফুলের পসরা সাজিয়ে ৪, ৫ ও ৬ই জুলাই আসছে ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে । এবার তার ফুলের সাজিতে যেমন আছেন **রূপঙ্কর, অনুপম, চন্দ্রবিন্দু, নিপবিথী** - প্রভৃতি'দের মতন নক্ষত্ররা - তেমনি আছেন **ব্রাত্য বসু, কৌশিক সেনের** মতন প্রথিতযশা নাট্য ব্যক্তিত্ব এবং আরও অনেকে । নাটক, গান, আড্ডা, অনুষ্ঠান - এবং অবশ্যই আপনি । আসুন - আগামী ৪ঠা জুলাই থেকে আপনাদের সবাইকে একসাথে নিয়ে আমরা বানাই কখনও না ভুলতে পারা তিনটে দিন ।
NABC পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই বাংলা শুভ নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।
ভালো থাকবেন সকলে ।

On behalf of the Cultural Association of Bengal and the Bengali Society of Florida, we welcome you, your family and your friends to join the Bengali Film Festival in NABC 2014, which will be a star-studded unique event. We tried to organize our film festival this time at a scale not seen in past years.
This year's film festival is going to be a special event showcasing some of the latest films - box office hits as well as critically acclaimed ones.
Not only that, we are also going to have insightful discussion with the renowned Directors and the famous stars.
We also invite you go behind the scenes and hear about the experiences of film-making directly from the producers, directors and actors who made it all happen in the first place. This is not something you will ever experience watching the film at home or even at a movie theater.
So, please come and find your perfect cultural entertainment here.
And together let us make it a grand success!!

Rupankar	**Anupam Roy**	**Subhomita**	**Bappi Lahiri**
Sadhana Sargam	**Chandrabindoo**	**Anandi Basu**	**Shovan Ganguly**
Sandipan Samajpati	**Kumar Mukherjee**	**Shreya Guha Thakurta**	**Shubhojyoti Guha**
Ustad Sahid Pervez Khan	**Neepabithi Ghosh**	**Swagota Dey**	**Shovan Sundar Bosu**

Master of Ceremony: Kanchan Mullick

NABC LITERARY SEMINAR

Bengali literature is one of the major cornerstones of our culture. It is one of those precious assets of our heritage that make us proud in front of the international community. In the Literary Seminar section of the North America Bengali Conference (NABC) of 2014 and our mission is to highlight the trends in modern Bengali literature to the attendees of the conference. This year, our guests include the well known author (and editor of the most popular Bengali magazine "Desh") Sri Harsha Dutta; the young and popular poet Srijato and the versatile and talented **Binayak Bandopadhyay**. The Literary events will include panel discussions, question and answer sessions, poetry and story reading by the guests as well as many domestic writers. We heartily welcome you to attend and actively participate in the Literary events of the 2014 NABC and have an exciting and intellectually stimulating time.